শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তার
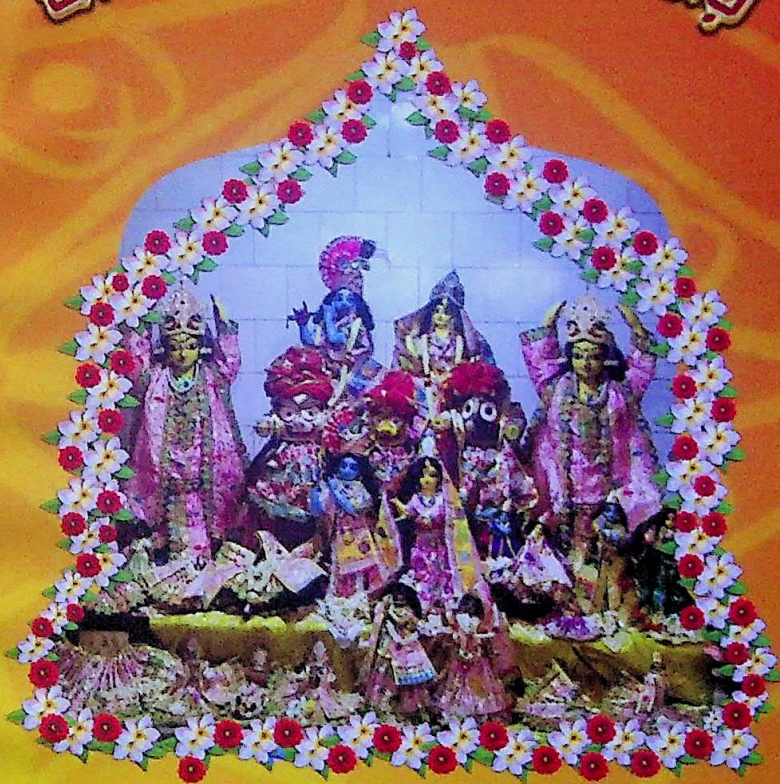
প্রকাশক

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

।। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্ ।।

।। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তার ।।

(তৃতীয় সংস্করণ)

ব্যাসাবতার

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব রিসার্চ ইনস্টিটিউট হইতে —

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট,

শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা,

পিন: ৭৪৩১৩৪, পশ্চিমবঙ্গ।

ফোন: (০৩৩) ২৫৮৫-০৭৭৫

মোবাইল: ৯৬৮১৭০৪৮০১ / ৯১৪৩১২৮৯৭৭

১৪২৪ বঙ্গাব্দ (ইং : ২০১৭)

Editor :

Sri Kishori Das Babaji
Sri Sri Nitai-Gouranga Gurudham,
Jagatguru Sripad Ishwarpuri's Sripath,
Sri Chaitannya Doba,
Halisahar, North 24 Pgs., Pin - 743134, W.B., India.
Tel. : (033) 2585-0775 / Mob. : 9681704801 / 914328977

তৃতীয় সংস্করণ ।। শ্রীচৈতন্যাব্দ - ৫৩১
রাধাষ্টমী, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী, শ্রীচৈতন্যডোবা,
পোঃ হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন — ৭৪৩১৩৪
ফোন — (০৩৩) ২৫৮৫-০৭৭৫, মোবাইল — ৯৬৮১৭০৪৮০১

২। সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮, বিধান সরণী (কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট),
কলিকাতা — ৭০০০০৬, ফোন — (০৩৩) ২২৪১-১২০৮

৩। শ্রীশ্যামসুন্দরানন্দ দেব গোস্বামী,
শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির, নরপোতা,
পোঃ তমলুক, পিন - ৭২১৬৩৬
জেলা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর, ফোন — (০৩২) ২৮২৬-৭৮৭১

৪। সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির,
শ্রীবাসাঙ্গন রোড, নবদ্বীপ, মোবাইল — ৮৮২০১৮১৪৬৬

৫। মহাপ্রভুর জন্মস্থান মন্দির,
প্রাচীন মায়াপুর, নবদ্বীপ, মোবাইল — ৯৫৯৩০০১০০৪

ভিক্ষা — ৭০.০০ টাকা

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি প্রেস, শ্রীচৈতন্যডোবা, হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা।

।। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্ ।।

।। প্রকাশকের নিবেদন ।।

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের অহৈতুকী কৃপাশক্তি বলে তাঁহার অভিন্ন তনু পরম দয়াল প্রভু নিত্যানন্দের মহিমা, তৎসঙ্গে গৌরাঙ্গ প্রকাশ মূর্ত্তি প্রভু বীরচন্দ্রের মহিমামূলক "শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তার" নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল।

প্রভু নিত্যানন্দের মহিমা প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যভাগবত ধৃত শ্রীঅনন্ত সংহিতার ধরণী শেষ সংবাদের বর্ণন —

"নিবাস শয্যাসন পাদুকাং শুকোপধান বর্ষাতপ বারনাদিভিঃ।
শরীর ভেদৈস্তব শেষতাং গতের্যথোচিতং শেষ ইতীরিতো জনৈঃ।।"

প্রভুর নিবাস, শয্যা আসন, পাদুকা, বসন, উপাধান (বালিশ) ও ছত্র প্রভৃতি সর্ববিধ সেবার মূরতি স্বরূপ সেই সদানন্দ প্রদানকারী নিত্য আনন্দের আধার সন্ধিনী শক্তি শ্রীমদ্ নিত্যানন্দ প্রভু সর্বদা গৌরাঙ্গের অঙ্গসঙ্গী রূপে বিরাজ করিয়া প্রভুকে সর্বতোভাবে সুখ প্রদান করিতেছেন। আর ইচ্ছাশক্তিতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া বহুরূপে বহুভাবে প্রভুর লীলা রূপ, গুণ, মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন।

সেই গৌরাঙ্গের অভিন্ন তনু প্রভু নিত্যানন্দ রাঢ়ে একচক্রায় আবির্ভূত হইয়া দ্বাদশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করতঃ অবধূতবেশে বিশ বৎসর তীর্থভ্রমণ করিয়া নবদ্বীপে গৌরাঙ্গসহ মিলিত হইলেন। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে অবস্থান করিলে প্রভু নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ সমীপে রহিলেন। প্রভু দক্ষিণ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে আসিলে গৌড়বাসী বৈষ্ণবগণ প্রভুর দর্শনে নীলাচলে চলিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিদায়কালে প্রভু প্রেম প্রচারের জন্য নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে প্রেরণ করিলেন। প্রভু নিত্যানন্দ সপার্ষদে পানিহাটী গ্রামে আগমন করতঃ রাঘব ভবনে অভিষিক্ত হন। তারপর এড়িয়াদহ খড়দহ সপ্তগ্রামে আসিয়া সুবর্ণ বনিককূলকে উদ্ধার করেন এবং নবদ্বীপে আসিয়া শচীমাতার সুখ বিধান করেন। কিছুকাল গৌড়দেশে প্রেমপ্রচার করিয়া এক বৎসর একাকি প্রভুর সমীপে নীলাচলে গমন করেন। সেই সময় শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য আদেশ করেন।

তথাহি — শ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তারে —

"পূর্ব্বে নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র একাসনে। নীলাচলে এই যুক্তি করিল নির্জ্জনে।।
তুমি যাও গৌড়দেশে করহ সংসার। তবে এই সব লোকের হইবে নিস্তার।।
পুনহ আসিব আমি তোমার মন্দিরে। স্বরূপ স্বভাবে তুমি জানিবা আমারে।।
তোমার গৃহেতে হবে আমার অবতার। ভক্তি বিলাইয়া পুনঃ তারিব সংসার।।"

প্রভুর আদেশ পালনের জন্য নিত্যানন্দ শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবাকে বিবাহ করিয়া খড়দহে শ্রীপাট স্থাপন করেন। সেখানেই প্রভু বীরচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটে। প্রভু বীরচন্দ্রের মহিমা প্রকাশই আলোচ্য গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আনুষঙ্গে শ্রীজাহ্নবাদেবী, অভিরাম গোপাল, শ্রীনিবাস আচার্য্য, গতিগোবিন্দ, দুর্ল্লভ ছত্রী এবং প্রভু বীরচন্দ্রের পুত্র গোপীজন বল্লভের মহিমাদি বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত ও শ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তার— এই গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে এক যোগসূত্র রহিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা বৈচিত্র্যকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় সর্ব্বআদি গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত। উক্ত গ্রন্থের শ্রীনিত্যানন্দ মহিমামূলক আখ্যানগুলিকে গ্রহণ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত গ্রন্থের সূচনা। প্রথম ভাগে চৈতন্য-ভাগবতধৃত শ্রীনিত্যানন্দ মহিমা বর্ণন করিয়া শেষভাগে শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহ, প্রভু বীরচন্দ্রের আবির্ভাব রহস্যাদি রচনা করতঃ সংযোজন করেন। আর শ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তার গ্রন্থের শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃতের প্রভু বীরচন্দ্রের জন্ম উপাখ্যানটি গ্রহণ করিয়া সূচনা করেন। তদুপরি প্রভু বীরচন্দ্রের অলৌকিক লীলা কাহিনী বিশেষভাবে বর্ণন করিয়া গ্রন্থের সমাপ্তি করেন।

আলোচ্য শ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তার গ্রন্থখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১১১৬৩ ও ৮২৮২ নং গ্রন্থ। ১১১৬৩ নং গ্রন্থখানি রাজসাহী ; মোক্তারপুরবাসী শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামী ১৮০৯ শকাব্দের আশ্বিন মাসে প্রকাশ করেন। ৮২৮২ নং গ্রন্থখানি শ্রীনবীনচন্দ্র আঢ্য মহাশয় ১৭৯৬ শকাব্দের ১০ই কার্ত্তিক প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখিত পয়ারের মিল থাকিলেও উভয়ে কিছু কিছু অংশ ছাড়িয়াছেন। ৮২৮২ নং গ্রন্থখানি ৩টি স্তবক ছাড়িয়াছেন। উভয় গ্রন্থে প্রভৃত মুদ্রণত্রুটি বিদ্যমান। উভয় গ্রন্থ মিলাইয়া যথাসাধ্য নির্ভুলভাবে প্রকাশের চেষ্টা করিলাম। আলোচ্য গ্রন্থ-সম্পাদনে বহুবিধ ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। অদোষদরশী সহৃদয় পাঠকবৃন্দ সংশোধন করতঃ পাঠ করুন। তৎসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশমূর্ত্তি প্রভু বীরচন্দ্রের অলৌকিক প্রেমলীলা কাহিনীর মাধুর্য্য রস আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হউন।

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ গুরুধাম,
শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি মন্দির,
জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট,
শ্রীচৈতন্যডোবা, হালিসহর,
উত্তর ২৪ পরগণা।

নিবেদক —
শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপাভিখারী
দীন
কিশোরীদাস

।। প্রভু বীরচন্দ্রের জীবন কাহিনী ।।

কলিযুগ-পাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নিজরস আস্বাদনের উপলক্ষ্যে ব্রহ্মাদির বাঞ্ছিত ব্রজ-প্রেম-সম্পদ বিতরণ ও যুগধর্ম শ্রীনাম সংকীর্ত্তন প্রচারের জন্য সর্ব অবতারের ভক্তগণ সমভিব্যহারে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। নিজ লীলা প্রকাশের অব্যবহিত পরেই এক লীলাশক্তির প্রকাশ করেন। তিনিই সর্বজনবন্দিত প্রভু বীরচন্দ্র।

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথের অন্তর্দ্ধানের পর সর্ব্ব বঙ্গদেশের বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্মের সংরক্ষণ ও প্রবর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্যরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশমূর্ত্তি শ্রীবীরচন্দ্রের প্রকাশ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে প্রভু নিত্যানন্দ গার্হস্থাশ্রম অবলম্বন করিলেন। শালিগ্রাম নিবাসী শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবা দেবীকে বিবাহ করিয়া খড়দহে শ্রীপাট স্থাপন করেন। এই স্থানেই প্রভু বীরচন্দ্রের জন্ম হয়।

প্রভু বীরচন্দ্রের প্রেমলীলা কাহিনী আলোচ্য গ্রন্থ, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা, শ্রীঅভিরাম লীলামৃত, শ্রীবংশী শিক্ষা, শ্রীমুরলী বিলাস, শ্রীনরোত্তম বিলাস, শ্রীভক্তি রত্নাকর ও শ্রীপ্রেম বিলাসাদি প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে অল্পবিস্তরভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। শ্রীল দেবকীনন্দন দাস কৃত বৈষ্ণব বন্দনার বর্ণন যথা —

"দয়াল ঠাকুর বন্দোঁ প্রভু নিত্যানন্দ। যাহা হৈতে নাট্য-গীত সভার আনন্দ।।
বসুধা-জাহ্নবী বন্দোঁ দুই ঠাকুরাণী। যাঁর পুত্র বীরভদ্র জগতে বাখানি।।
বীরচন্দ্র গোসাঁঞি বন্দিব সাবধানে। সকল ভুবন বশ যাঁর আচরণে।।

....

শ্রীগোপীজন বল্লভ বন্দিব যতনে। অদ্ভুত চরিত্র যাঁর না যায় বর্ণনে।।
গোসাঁঞি শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দিব সাদরে। জীব উদ্ধারিতে যিঁহ বহু গুণ ধরে।।
গোসাঁঞি শ্রীরামচন্দ্র বন্দোঁ এক মনে। যাঁহার অশেষ গুণ জগতে বাখানে।।
নিত্যানন্দ সুতা বন্দোঁ গঙ্গা ঠাকুরাণী। ভুবন ভরিয়া যাঁর সুযশ বাখানি।।"

প্রভু নিত্যানন্দের দুই পত্নী — বসুধা ও জাহ্নবা। বসুধার পুত্র বীরচন্দ্র ও কন্যা গঙ্গাদেবী। প্রভু বীরচন্দ্রের দুই পত্নী — নারায়ণী ও শ্রীমতী (বিষ্ণুপ্রিয়া)। তিন পুত্র — গোপীজন বল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র এবং কন্যার নাম ভুবনমোহিনী। ফুলিয়া নিবাসী পার্ব্বতীচরণ মুখুটির সহিত ভুবনমোহিনীর বিবাহ হয়। গোপীজন বল্লভের তিন পুত্র। তথাহি শ্রীনরোত্তম বিলাস গ্রন্থকর্ত্তার

পরিচয়ে —

"প্রভু গোপীজন বল্লভের পুত্রত্রয়। জ্যেষ্ঠ রামনারায়ণ গুণের আলয়।।
শ্রীরামলক্ষ্মণ হন মধ্যম সন্তান। কনিষ্ঠ শ্রীরামগোবিন্দাখ্যা দয়াবান।।"

প্রভু নিত্যানন্দের ছয় পুত্র ক্রমে ক্রমে অভিরামের প্রণামে অন্তর্দ্ধান করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পূর্বে ঠাকুর অভিরামকে বলিলেন, 'আমি অন্তর্দ্ধান করিয়া নিত্যানন্দের ভবনে আবির্ভূত হইব। তোমার প্রণামেই তাহার প্রকাশ ঘটিবে।" অভিরাম ব্রজের শ্রীদাম সখা। ব্রজদেহ লইয়া বঙ্গদেশে আগমন করতঃ হুগলী জেলার কৃষ্ণনগরে লীলার প্রকাশ করেন। অভিরামের প্রণামে বাংলাদেশ বিগ্রহশূন্য হইয়াছিল। একমাত্র বিষ্ণুপুরের শ্রীমদনমোহন ও বগড়ীর শ্রীকৃষ্ণ রায় তাঁহার প্রণাম সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁর প্রণামে নিত্যানন্দের প্রথম ছয় পুত্র অন্তর্দ্ধান করেন। প্রভু বীরচন্দ্র, গঙ্গামাতা, খণ্ডের রঘুনন্দন ও ক্ষেত্রের গোপাল গুরু তাঁহার প্রণাম সহ্য করিয়াছিলেন। অভিরাম শ্রীবিগ্রহকে প্রণাম করিয়া তাকাইলেই প্রতিমা বিদীর্ণ হইত। যাহা হউক শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে প্রভু নিত্যানন্দের সন্তান জন্ম সংবাদ পাইলেই অভিরাম আসিতেন এবং প্রণাম করিয়া দৃষ্টিপাত করিলেই সন্তানের অন্তর্দ্ধান ঘটিত। এইভাবে ছয়জন গত হইলেন। সপ্তমে গঙ্গামাতা ও অষ্টমে প্রভু বীরচন্দ্রের প্রকাশ।

প্রভু বীরচন্দ্রের আবির্ভাব সংবাদ পাইয়া ঠাকুর অভিরাম খড়দহে আগমন করতঃ পূর্ব্ববত নিয়মে পরীক্ষা করিলেন। তথাহি শ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তারে ২য় স্তবকে —

"প্রভু শুতিয়াছে নিজ খট্টার উপরে। অরুণ কিরণ যেন গৃহেতে সঞ্চারে।।
দেখি আনন্দিত হইলেন অভিরাম। চরণের তলে গিয়া করিলা প্রণাম।।
উঠি দরশন করে পুনঃ দণ্ডবৎ। বার বার তিনবার করিলা এইমত।।
যোগনিদ্রা হৈতে প্রভু জাগিয়া হাসয়। চরণ চারণ করি শিশু প্রায় হয়।।"

এইভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশমূর্ত্তি প্রভু বীরচন্দ্রের প্রকাশ পরিস্ফুট হইল।।

তথাহি — ৬৬ শ্লোকঃ —

"সঙ্কর্ষণস্য যো ব্যূহঃ পয়োব্ধিশায়িনামকঃ।
স এব বীরচন্দ্রোঽভূচ্চৈতন্যাভিন্ন বিগ্রহঃ।।"

সঙ্কর্ষণের ব্যূহ পয়োব্ধিশায়িই শ্রীচৈতন্যদেবের অভিন্ন মূর্ত্তি প্রভু বীরচন্দ্র। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে প্রভু বীরচন্দ্র আবির্ভূত হন। পঞ্চদশ মাস মাতৃগর্ভে অবস্থান করেন। প্রভু বীরচন্দ্রের আবির্ভাব সংবাদ পাইয়া শান্তিপুরনাথ শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্য তাঁহার দর্শনের জন্য খড়দহে আগমন করেন এবং দর্শন করতঃ প্রেমানন্দে বলিতে লাগিলেন, "চোরের ঘরের চোর নিতি চুরি করে / এ চোর

ধরিব মোরা কেমন করে।” এইভাবে প্রভু বীরচন্দ্রের স্বরূপতত্ত্বর পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটিল। প্রভু বীরচন্দ্র — ‘বীরচন্দ্র ও বীরভদ্র’ এই দুই নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ।

বাল্য লীলা খেলা রসে প্রভু বীরচন্দ্র কতকক্কাল অতিবাহিত করিলেন। সহসা প্রভু নিত্যানন্দের অন্তর্দ্ধান ঘটিল। প্রভু বীরচন্দ্র পিতার তিরোধান মহোৎসবের আয়োজন করিলেন। প্রভু সীতানাথসহ প্রায় সমস্ত শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ খড়দহে একত্রিত হইলেন। বিচিত্র বিধানে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। কতদিন পরে প্রভু বীরচন্দ্র দীক্ষার কারণে মহা উদ্বিগ্ন হইলেন, সে সময় তাঁহার বিশ বৎসর বয়স। তিনি মনে চিন্তা করিয়া সপার্ষদে নৌকারোহণে দীক্ষা গ্রহণের জন্য শান্তিপুর অভিমুখে রওনা হইলেন। বাসনা শান্তিপুরনাথ শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যের সমীপে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। মাতৃদ্বয়ে যথাযোগ্য বন্দনাদি করিয়া মহাসমারোহে নৌকারোহণে শান্তিপুর অভিমুখে চলিলেন। এদিকে অদ্বৈতাচার্য্য সংবাদ পাইয়া লোক মারফত পত্রদ্বারা জানাইলেন যে, ‘বীরচন্দ্র যেন মায়ের সমীপে দীক্ষা গ্রহণ করেন।’ পত্রবাহক খড়দহে পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই বীরচন্দ্র রওনা হইয়া গিয়াছেন। এদিকে মাতা জাহ্নবাদেবী বীরচন্দ্রের অভিপ্রায় অন্তরে উপলব্ধি করিয়া নিকটস্থ চন্দ্রশেখরকে ডাকিয়া বলিলেন, ‘যেভাবেই হউক বীরচন্দ্রকে ফিরাইয়া আন’। তিনি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। পথে রামদাসের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি তাঁহার উদ্বেগের কথা জিজ্ঞাসা করিলে চন্দ্রশেখর সমস্ত বলিলেন। তখন রামদাস ক্রোধে বংশী ছুঁড়িয়া প্রভু বীরচন্দ্রের নৌকায় নিক্ষেপ করিলেন। বংশীর আঘাতে নৌকা দ্বিখণ্ডিত হইল। সঙ্কীর্ত্তনরত সঙ্গীগণ সাঁতার দিয়া তীরে উঠিলেন। বীরচন্দ্র কাষ্ঠপাদুকা পায়ে জলের উপর হাঁটিয়া পাড়ে আসিলেন। বীরচন্দ্র কূলে আসিলে রামদাস তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মাতা জাহ্নবাদেবীর সমীপে উপনীত হইলেন। মাতা তখন অভূতপূর্ব বৈভব প্রকাশে বিরাজমান। মায়ের ষড়ভূজমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বীরচন্দ্র চরণে লুণ্ঠিত হইলেন। প্রভু নিত্যানন্দ ও মাতা শ্রীজাহ্নবার অভিন্ন স্বরূপতত্ত্বর সত্ত্বা উপলব্ধি হওয়ায় বীরচন্দ্রের মনের সকল সংশয় দূরীভূত হইল। তখনই মায়ের সমীপে দীক্ষা গ্রহণ করতঃ প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত করিতে লাগিলেন।

তারপর শ্রীনিত্যানন্দ আরাধনা তিথি উদ্‌যাপন করিয়া তীর্থ ভ্রমণ-উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। ঠাকুর অভিরামসহ নীলাচলে উপনীত হইলেন। অভিরাম ক্ষেত্রবাসী বৈষ্ণবগণের সঙ্গে প্রভু বীরচন্দ্রের মিলন করাইলেন। নীলাচলবাসী বৈষ্ণবগণ প্রভু বীরচন্দ্রের অলৌকিক রূপ-গুণ-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন-সদৃশ সুখ অনুভব করিলেন। প্রভু বীরচন্দ্র ক্ষেত্রবাসী বৈষ্ণবগণসহ মিলনাদি করতঃ দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে চলিলেন। দক্ষিণ ভ্রমণ সমাপ্তির পর নীলাচলে পৌঁছিলে শ্রীনারায়ণী দেবীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। মাহেশ নিবাসী শ্রীকমলাকর পিপ্পলাইর জামাতা

শ্রীসুধাময় ক্ষেত্রবাসকালে সমুদ্র প্রদত্ত অযোনী সম্ভবা 'নারায়ণী' নামে এক কন্যা প্রাপ্ত হন। সমুদ্রের উপদেশে ও সর্বানুকূল্যে প্রভু বীরচন্দ্রকে সেই কন্যা সমর্পণ করেন। তারপর ক্ষেত্ররাজ প্রতাপরুদ্রের পুত্র রাজা চক্রদেবের আনুকূল্যে প্রভু সপত্নীক খড়দহে আগমন করেন। কতককাল খড়দহে অবস্থানের পর প্রেম-প্রচার উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। প্রভু দোলারোহণে চলিলেন। সঙ্গে জ্ঞানদাস, কৃষ্ণদাস, রামদাস, রামাই ও নিত্যানন্দদাস প্রমুখ চলিলেন। কতদিনে সপার্ষদে ঢাকায় উপনীত হইলেন। অপ্রাকৃত লীলা বৈভব প্রকাশ করিয়া প্রভু ঢাকার নবাবকে প্রেমদান করতঃ মালদহ অভিমুখে রওনা হইলেন। মালদহে মহানন্দা নদীর তীরে সঙ্কীর্ত্তন শুরু হইল। সংবাদ পাইয়া গৌড়রাজ হোসেন শাহের মন্ত্রী কেশব ছত্রীর পুত্র দুর্লভ ছত্রী স্বজনসহ তথায় উপনীত হইলেন। প্রভু তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূরণের অন্য অত্যদ্ভুত লীলাশক্তি প্রকাশ করিয়া মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করিলেন। দুর্লভ ছত্রী সমস্ত ব্যয় বহন করিলেন। দ্বাপরে যুধিষ্ঠির যজ্ঞ সদৃশ এই সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল। মহোৎসব অন্তে দুর্লভ ছত্রী দেবোত্তর করিয়া উক্ত স্থান প্রভু বীরচন্দ্রকে দান করেন। পরবর্তীকালে বীরচন্দ্রের মধ্যম সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু উক্ত স্থানে শ্রীপাট স্থাপন করেন। মালদহ হইতে প্রভু বীরচন্দ্র পিতৃ-জন্মভূমি একচক্রাধাম দর্শনের জন্য চলিলেন। একচক্রায় উপনীত হইয়া শ্রীবঙ্কিমদেবের দর্শন ও সেবানন্দে বিভোর হইলেন। তথায় তিনদিন অবস্থান করিয়া মহামহোৎসব করিলেন। শেষে উক্ত স্থানের নাম 'বীরচন্দ্রপুর' রাখিলেন। অদ্যাপি সেইস্থান প্রভু বীরচন্দ্রের নামে 'বীরচন্দ্রপুর' নামে সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। তথা হইতে প্রভু গঙ্গাপথে রওনা হইলেন। পথে শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র শ্রীগতিগোবিন্দের সহিত মিলন ঘটিল। প্রভু তাহাকে তিনবার বেত্রাঘাত করিয়া প্রেম সঞ্চার করেন। তারপর তাহার আবাহনে তাহার ভবনে চলিলেন। পথে শ্রীপরমেশ্বরী ঠাকুরের ভবনে পদার্পণ করিয়া সঙ্কীর্ত্তন বিলাসকালে অত্যদ্ভুত লীলাশক্তির প্রকাশ করেন। তারপর আচার্য্যভবনে পদার্পণ করিয়া প্রভূত লীলা করেন। রাজা বীর হাম্বীরকে শক্তি সঞ্চার করেন। তথা হৈতে রাঢ়দেশে প্রেম প্রবর্ত্তন করতঃ সঙ্গীগণকে বিদায় দিয়া আপনি ঝারিখণ্ড পথে শ্রীধাম বৃন্দাবন গমন করিলেন। প্রেমরঙ্গে কতদিন বৃন্দাবন নিত্যলীলাস্থলী দর্শন করিয়া খড়দহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এইভাবে তীর্থভ্রমণ শেষ করিয়া প্রভু বীরচন্দ্র খড়দহে অবস্থান করতঃ জীবোদ্ধার করিতে লাগিলেন। প্রেম প্রচারকালে প্রভু বীরচন্দ্র শ্রীমন্নিত্যানন্দের সেবিত শ্রীগোবর্দ্ধন শিলাস্বর্ণ সংস্পুটে ভরিয়া সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিতেন। শ্রীনিবাস - নরোত্তমের সহিত প্রেমরঙ্গে মিলিত হইয়া সর্ব বঙ্গদেশে গৌরাঙ্গ প্রবর্তিত বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম প্রবর্ত্তন ও সংরক্ষণ করেন। শ্রীখণ্ডে ঠাকুর নরহরির তিরোধান মহোৎসবে প্রভু বীরচন্দ্র গমন করিয়া সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে এক

অত্যদ্ভুত লীলাশক্তি প্রকাশ করেন। লক্ষ লক্ষ লোক প্রভু বীরচন্দ্রের ভুবনমোহন নৃত্য-গীত দর্শনের জন্য আকুল প্রাণে আসিতে লাগিলেন। সংবাদ শুনিয়া এক অন্ধও প্রভুর দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় সঙ্কীর্ত্তন স্থলে উপনীত হইল। সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণে ভাবাবিষ্ট হইলেন। কিন্তু রূপমাধুরী দর্শনে বঞ্চিত হইয়া নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। ভকতবৎসল প্রভু বীরচন্দ্র অন্ধের মনবাসনা পূর্ণ করিলেন। প্রভুর কৃপা প্রভাবে অন্ধ দৃষ্টিশক্তি পাইলেন এবং প্রাণভরে প্রভুর নৃত্য-গীত ও ভুবনমোহন রূপমাধুরী দর্শন করিয়া ধন্য হইলেন। এইভাবে প্রেমপ্রচারের মাধ্যমে প্রভু বীরচন্দ্র কত শত পতিত পামরকে ত্রাণ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্ত্বা নাই। আর বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মসংস্থাপনে প্রভু বীরচন্দ্র কাঁদরা গ্রামবাসী জয়গোপাল নামক এক শিষ্যকে বর্জ্জন করেন। তিনি বীরচন্দ্রের শিষ্য হইয়া নিজেকে প্রভু নিত্যানন্দের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীনিবাস আচার্য্য সমীপে প্রভু বীরচন্দ্রের প্রেরিত পত্রের বাক্য যথা —

"জয়গোপাল দাসের মৎপ্রসাদোল্লঙ্ঘনং কৃতং তচ্চ জগতি বিদিতমিতীহ তেন সার্দ্ধং মদীয় জনেন কেনাপ্যালাপাদিকং ন ক্রিয়তে। ময়াপি নিষিদ্ধং, ভবতাপি তথালাপাদিকং ন কর্ত্তব্যমিতি।"

তথাহি — শ্রীভক্তিরত্নাকরে — ১৪ তরঙ্গে —

"তথায় কায়স্থ জয়গোপালের স্থিতি। বিদ্যা অহঙ্কারে তার জন্মিল দুর্ম্মতি।।
গুরু বিদ্যাহীন — ইথে হেয় অতিশয়। জিজ্ঞাসিলে পরমগুরুকে গুরু কয়।।
প্রভু বীরচন্দ্র প্রকারেতে ব্যক্ত কৈল। লঙ্ঘিল প্রসাদ — তেঞি তারে ত্যাগ দিল।।"

প্রভু বীরচন্দ্রের বার শত নাড়া শিষ্য ছিল। তাহারা সাধন প্রভাবে তদিচ্ছারণ আরম্ভ করিল। এমন কি প্রসাদে বিলম্ব কারণে যোগ প্রভাবে শ্রীশ্যামসুন্দরের মন্দিরে অগ্নি সংযোজিত হইল। সে সময় প্রভু তাহাদের শক্তিহীন করিবার জন্য তের শত 'নেড়ি' সৃষ্টি করিলেন এবং মায়া বিস্তার করিয়া সবাইকে এক দুইটি করিয়া প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহারা প্রভুর মায়ায় সাগ্রহে গ্রহণ করিতে লাগিল। যাহারা গ্রহণ না করিয়া পলায়ন করিল তাহাদের মাধ্যমে বীরচন্দ্রের গণের প্রচার ঘটিল। আর যাহারা গ্রহণ করিল তাহাদের মাধ্যমে ভ্রষ্টাচারী 'সঙ্গোগী' বৈষ্ণব সৃষ্টি হইল।

তথাহি — শ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তার — ৩য় স্তবকে —

"হেনমতে নাড়াগণে প্রভু দণ্ড কৈল। সেই হইতে 'সঙ্গোগী' বৈষ্ণব সৃষ্টি হইল।।
যেই যেই নাড়া স্ত্রীসঙ্গ ভয়ে পলাইল। 'আত্মামায়াকাশে তারা রহিত হইল।।
সেই নাড়া যেই স্থানে আশ্রম করিল। সেই সেই স্থান মহা সিদ্ধপীঠ হইল।।
নারী কুম্ভিরিণী গ্রাস করিল যাহারে। তারে দেখি ভক্তি দেবী পলায়ন করে।।"

এইভাবে প্রভু বীরচন্দ্র শাসন করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম জগতে প্রবর্ত্তন করেন। প্রভু বীরচন্দ্র শ্রীপাট খড়দহে শ্রীশ্যামসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। প্রেমপ্রচার

কার্য্যে প্রভু বীরচন্দ্র গৌড়দেশে উপনীত হইলে গৌড়ের নবাব তাঁহার জাহিদা দেখিতে চাহিলেন। নবাব একদিন বাবুর্চির দ্বারা অমেধ্য-পাক করাইয়া উত্তম বস্ত্রে আবৃত করতঃ প্রভুর সমীপে পাঠাইলেন। বাবুর্চি প্রভুর সমীপে উপনীত হইলে প্রভু পাত্রের আবরণ উন্মোচন করিতে বলিলেন। বাবুর্চি খুলিবা মাত্র পাত্রে যাতি, যূথি, মালতী আদি পুষ্প সম্ভার সকলেই দেখিতে পাইলেন। এরূপ তিনবার ঘটায় নবাব বিমোহিত হইলেন। তখন নবাব প্রভুর চরণে প্রণিপাত করিয়া সবিনয়ে বলিলেন, 'আপনি আমার কিছু দান গ্রহণ করুন।' নবাবের তোরণে একটি তেলুয়া পাথর শোভিত ছিল। প্রভু সেই পাথর যাচ্ঞা করিলেন। নবাব পরমাগ্রহে সেই পাথরখানি খসাইয়া প্রভুকে অর্পণ করিলেন। প্রভু সেই পাথরখানি খড়দহে আনয়ন করতঃ তিনমূর্ত্তি বিগ্রহ নির্মাণ করান। প্রথম মূর্ত্তি খড়দহের শ্রীশ্যামসুন্দর, দ্বিতীয় সাঁইবোনার শ্রীনন্দদুলাল, তৃতীয় মাহেশের শ্রীরাধাবল্লভজী — এই তিন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হন।

প্রভু বীরচন্দ্রের বরে শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র শ্রীগতিগোবিন্দের জন্ম হয়। একদিন প্রভু বীরচন্দ্র বিষ্ণুপুরে শ্রীনিবাস আচার্য্যের ভবনে উপনীত হইলেন। প্রভুর দর্শন লাভে আচার্য্য তাঁহার যথাযোগ্য সম্বোধনা করিয়া পাকের ব্যবস্থার কথা নিবেদন করিলে, প্রভু বলিলেন— "তোমার কনিষ্ঠা পত্নী পাক করিবে।" আচার্য্য কনিষ্ঠা পত্নী শ্রীপদ্মাদেবীকে পাককার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ভোগ নিবেদনের পর প্রভু প্রসাদ গ্রহণ করিয়া শয়ন করিলেন। আচার্য্য সপত্নী প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। সে সময় প্রভু আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কনিষ্ঠা পত্নীর কি পুত্র বা কন্যা ?" আচার্য্য বলিলেন, "আপনার কৃপাই ভরসা।" তখন প্রভু তাঁহাকে পুত্র বর প্রদান করিয়া চর্ব্বিত তাম্বুল প্রদান করতঃ শক্তি সঞ্চার করিলেন। পদ্মাবতী সেই চর্ব্বিত তাম্বুল গ্রহণ করিয়া গর্ভবতী হইলেন। তাহাতেই শ্রীগতিগোবিন্দের জন্ম হয়। এইভাবে প্রভু বীরচন্দ্র কতককাল লীলা প্রকাশ করেন। প্রভু বীরচন্দ্র "শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া" নামে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। শ্রীগোপীজন বল্লভ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্র নামে তিন পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীগোপীজন বল্লভ প্রভু মঙ্গলকোটে 'লতাগদী' স্থাপন করেন। মধ্যম পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু মালদহে শ্রীপাট স্থাপন করেন এবং ছোট পুত্র শ্রীরামচন্দ্র প্রভু খড়দহ শ্রীপাটে অবস্থান করিয়া লীলার প্রকাশ করেন। ফুলিয়া নিবাসী পার্ব্বতীচরণ মুখুটির সহিত কন্যার বিবাহ হয়।

এইভাবে প্রভু বীরচন্দ্রের লীলাকাহিনী প্রাচীন গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহীত করিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম। প্রভুর লীলাকাহিনী বিষয়ক 'শ্রীবীরচন্দ্র চরিত' নামক একখানি গ্রন্থ রহিয়াছে। তাহা শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থের লেখক শ্রীনিত্যানন্দ দাসের লিখিত। উক্ত গ্রন্থখানি দুঃপ্রাপ্য। উক্ত গ্রন্থখানি কোন সুধীব্যক্তির সমীপে থাকিলে বা সন্ধান জানা থাকিলে অতি অবশ্য জানাইবেন। উক্ত গ্রন্থে প্রভু বীরচন্দ্রের প্রভূত লীলা কাহিনী বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

।। সূচীপত্র ।।

অন্তলীলা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তার

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত —

।। প্রথম স্তবক ।।

আজানুলম্বিতভুজো কনকাবদাতৌ।
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ।
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ।।
নিত্যানন্দমহং বন্দে প্রেমানন্দ স্বরূপকং।
চৈতন্যাগ্রজরূপেন পবিত্রীকৃত ভূতলং।।
শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে প্রেমামৃতরসপ্রদং।
শ্রীবীরচন্দ্ররূপেন প্রকটিভূত ভূতলং।।
অদ্বৈতাঙ্ঘ্রিযুগং বন্দে মূর্ত্তিমান য কৃপাস্বয়ং।
যৎ প্রসাদাৎ পামরোঽপি হরেকৃষ্ণেতি গায়তি।।
শ্রীবীরদুর্জ্জন প্রতি দণ্ডিরেবরদো কুণ্ডকুঞ্জর
কলি প্রতি খণ্ডিবির ঘোরাব্দীমর্জ্জন।
কুরুকরুণায় বীর রাধিকা প্রেমগুণগুপ্ত
প্রকাশী বীর।।
শ্রীবীরচন্দ্র কলিতামহ বীরচন্দ্র
সভক্ত প্রফুল্লিতকবিচন্দ্র।
শ্রীজাহ্নবাদ্য নয়নে ক্ষণদীপ্তচন্দ্রঃ প্রেমামৃত
বিতরণে পরিপূর্ণ চন্দ্র।।
প্রাতঃ সোম করা বনৌর্ব্বন্দীকৃত শ্রীবিগ্রহং।
প্রেম ভক্তাক্ষ ভূস্থাপ্য সঞ্চারিত জগৎত্রয়ং।।
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র সর্ব্বানন্দ কন্দ।।
কৃপা করি মোর বাঞ্ছা পূর্ণ কর সবে।
নিত্যানন্দ চন্দ্রের গুণ গাইবার লোভে।।

শ্রীবীরচন্দ্রের গুণ গাইতে মন হয়।
ক্ষুদ্র পক্ষী তৃষ্ণা লোভে সমুদ্র ইচ্ছয়।।
নিত্যানন্দ চৈতন্য লীলায় যে রহিল শেষ।
ইচ্ছা হয় তার কিছু কহিব বিশেষ।।
প্রার্থনা করিয়া সব বৈষ্ণব চরণে।
সবে শক্তি দেহ মোরে করিতে বর্ণনে।।
পূর্ব্বে নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র একাসনে।
নীলাচলে এই যুক্তি করিল নির্জ্জনে।।
তুমি যাও গৌড়দেশে করহ সংসার।
তবে এইসব লোকের হইবে নিস্তার।।
পুনহ আসিব আমি তোমার মন্দিরে।
স্বরূপ স্বভাবে তুমি জানিবা আমারে।।
তোমার গৃহেতে হবে আমার অবতার।
ভক্তি বিলাইয়া পুনঃ তারিব সংসার।।
গুপ্ত অবতার শাস্ত্রে প্রকাশিত নয়।
অচিন্ত্য আমার লীলা কেহ না জানয়।।
তোর কৃপা বিনে মোরে কেহ নাহি জানে।
সেই সে জানয়ে তুমি জানাহ যাহানে।।
পূর্ব্বে যদুবংশ নাহি করিলে দ্বাপরে।
এবে তোর বংশ বৃদ্ধি হইবে সংসারে।।
নিত্যানন্দ কহেন, সকলি কর তুমি।
তুমি যন্ত্রী হও যন্ত্র তুল্য হই আমি।।
যখন যে করাও ফিরাও যথা তথা।
কে আছে স্বতন্ত্র তাহে চালিবেক মাথা।।

বিশেষে আমার তুমি হর্ত্তা কর্ত্তা ভর্ত্তা।
বিকর্ম্ম সুকর্ম্ম করাও তোমাতেই সত্ত্বা।।
অবধূত করিয়া সংসার ভ্রমাইলা।
মোর নেত্রে পট দিয়া লুকায়া রহিলা।।
চিরদিন বই মোরে দরশন দিয়া।
নিকটে রাখিলা মোরে কৃতার্থ করিয়া।।
আপনার প্রেমেতে বহুত নাচাইলা।
ভক্তি দিয়া ভক্ত করি বৈষ্ণব করিলা।।
পরভূষা পরাইয়া করিলে বিষয়ী।
আপনা বুঝিতে নারি কখন কি হই।।
পুনঃ মোরে কহিতেছ করিতে সংসার।
আপনেতে যতিধর্ম্ম করিলে স্বীকার।।
রমনী লম্পট ছাড়ি কীর্ত্তন লম্পটে।
সব ভোগ ত্যাগ করি ভিক্ষারিব বটে।।
এমন নিগ্রহ কেনে করিছ গোসাঞিং।
তুমি সে অনন্য গতি মোর আর নাই।।
তুমি মোর প্রাণ বন্ধু তুমি সে জীবন।
তুমি মোর প্রাণপতি হৃদয়ের ধন।।
আজ্ঞাকারি দাস[১] আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি।
যখন যে আজ্ঞা তাহা বহি শিরে ধরি।।

এতেক কহিয়া নিত্যানন্দ মৌন হৈল।
প্রভু তার হস্তে ধরি কহিতে লাগিল।।
নিত্যানন্দ হও তুমি আনন্দ মূর্ত্তিমান।
মোর সুখ সম্পত্তির তুমি সে নিধান।।
তুমি শক্তি হও আমি হই শক্তিমান।
শক্তি বিনা শক্তিমন্ত বৃথা অবস্থান।।
কোনকালে তোমাতে মোহতে নহে ভিন্ন।
যেই তুমি সেই আমি নাহি কিছু অন্য।।
তুমাতে আমাতে যেই ভিন্ন করি মানে।
সে অধম মোর কর্ম্ম কখন না জানে।।
যৈছে মসুরের ডাইল দুই ফাক হয়।
তৈছে তুমি আমি এক ভিন্ন দেহ নয়।।
তুমি আমি এক দেহ একই জীবন।
কলিকালে অবতার স্বকার্য্য সাধন।।
অতএব তোমাতেই মোর সুখ শক্তি।
কখন বা আবির্ভাব কখন বা স্ফুর্ত্তি।।
চলি-বলি করি যত তোমার ইচ্ছায়।
আমার যেখানে যত তোমার সহায়।।
নিত্যানন্দ কহেন, "কপট কথা তোর।
কত ভাঁতি কহ মন পাতিয়ান মোর।।

১। আজ্ঞাকারি দাস — প্রভু নিত্যানন্দ অনাদিকাল হইতে প্রভুর সেবক হইয়া অঙ্গ-সঙ্গীরূপে বিরাজিত।

নিবাস-শয্যাসন পাদুকাংশুকোপধান-বর্ষাতপ বারনাদিভিঃ।
শরীর ভেদৈস্তব শেষতাং গতৈর্যথোচিতং শেয ইতীরীতো জনৈঃ।

(শ্রীঅনন্ত-সংহিতা)

প্রভু নিত্যানন্দ নিবাস, শস্যা, আসন, পাদুকা, বসন, উপাধান, ছত্রাদি সর্বানুরূপ সেবায় মূরতি ধারণ করিয়া সর্বক্ষণ মুরলীমনোহর শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধান করিতেছেন। গরুড় রূপে বাহন, বলরাম রূপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, লক্ষ্মণ রূপে কনিষ্ঠ ভ্রাতা, শেষরূপে শয্যা ইত্যাদি। তাই প্রভু নিত্যানন্দ সর্বকাল আজ্ঞাকারি দাস।

পূর্ব্বে গোপীগণে ব্রহ্ম জ্ঞান শিখাইয়া।
উদ্ধবের হাতে দিলে যোগ পাঠাইয়া।।
সব ছাড়ি ভজি তোমার না পাইল সঙ্গ।
স্বগণ সন্তাপি সর্ব্বকাল এই রঙ্গ।।
মাতা পিতা পুত্রে মৈত্রে করিলে উদাস।
মোরা তাথে কি বলিব অকিঞ্চন দাস।।
যা বলিবে তাহাই করিতে হয় মোরে।
অলঙ্ঘ্য বচন কেবা পারে লঙ্ঘিবারে।।
সত্য বল পুনঃ কবে দরশন পাব।
তোমার বিচ্ছেদ দুঃখ কেমনে সহিব।।"
প্রভু কহে, "প্রতি বর্ষ এথা না আসিবা।
ইচ্ছা মাত্র আমাকে সে দেখিতে পাইবা।।
তোমার নর্ত্তনে আর মাতার রন্ধনে।
নিঃসন্দেহ আমারে পাইবে দুই স্থানে।।
অল্পদিনে এই লীলা করি তিরোভাব।
তব গৃহে পুনহ হইব আবির্ভাব।।
গুপ্ত অবতার মোর বেদেই না জানে।
আপনার মন কথা কহি তোমা স্থানে।।
সত্য সত্য কহিয়ে অন্যথা কভু নয়।
তোমার গৃহেতে মোর হইবে বিজয়।।"
এত শুনি নিত্যানন্দ পড়ে লোটাইয়া।
চরণের ধূলা লুটে চৈতন্য আসিয়া।।
দুইজনে গলাগলি করিয়ে রোদন।
এই মতে সেই রাত্রি হইল জাগরণ।।
প্রাতে গিয়া দুই প্রভু নিত্য কৃত্য করি।
অনিমিখে জগন্নাথের দেখিয়া মাধুরী।।
সেইদিন হইতে প্রভুর হইল কুন দশা।
নিরন্তর কহে কৃষ্ণ বিরহের ভাষা।।
রাত্রিদিন রাধাভাবে ভাবিত হইয়া।
কৃষ্ণের বিরহ সব আস্বাদ করিয়া।।
রাধাগুণ আস্বাদনে স্বরূপেরই[১] সনে।
এ রস না জানে অন্তরঙ্গ ভক্ত বিনে।।
যুগধর্ম্ম পালন কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
এই দুই রসে মগ্ন শ্রীশচীনন্দন।।
ভাব - রস নাম - রস করি আস্বাদনে।
আপনি আচরি শিখাইল জগজ্জনে।।

১। স্বরূপ — শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ও সার্দ্ধতিন বৈষ্ণবের একজন। ইহার পূর্ব নাম শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত। নবদ্বীপে আবির্ভাব। পিতার নাম পদ্মগর্ভাচার্য্য। শ্রীহট্টের ভিটাদিয়া গ্রামের পদ্মগর্ভাচার্য্য অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপে আসিয়া জয়রাম চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করতঃ শ্বশুরালয়ে অবস্থান করেন। তথায় পুরুষোত্তম পণ্ডিতের জন্ম হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তিনি বিরহে কাশীধামে চৈতন্যানন্দ নামক সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'স্বরূপ দামোদর' নাম ধারণ করেন। যোগপট্ট গ্রহণ না করায় 'স্বরূপ' নামে খ্যাত হন। দক্ষিণ গ্রহণ করিয়া প্রভু নীলাচলে পৌঁছিলে স্বরূপ গিয়া মিলিত হন। তদবধি প্রভুর সমীপে অবস্থান করতঃ রাধাভাবে ভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গকে ভাব-উপযোগী পদ রচনা করিয়া সান্ত্বনা করিতেন। প্রভুর ক্ষেত্র লীলা কড়চাকারে লিপিবদ্ধ করেন। তাহাই 'স্বরূপের কড়চা' নামে সর্বজন প্রসিদ্ধ। উক্ত গ্রন্থের কতিপয় শ্লোক শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উল্লেখ রহিয়াছে। মূল গ্রন্থখানি এখনও দুষ্প্রাপ্য।

নিত্যানন্দ সঙ্গে যত গুপ্ত কথা হইল।
অন্তরঙ্গ ভক্তে স্বরূপ প্রকাশ করিল।।
এ অতি নিগূঢ় কথা কেহ না জানিল।
প্রভুর মনোবৃত্তি প্রভু সকলি বুঝিল।।
ইঙ্গিতে কহিল অন্তরঙ্গ ভক্ত স্থানে।
এই সব কথা আর কেহ নাহি জানে।।
একে একে ভক্তবৃন্দে তীর্থ যাত্রা ছলে।
প্রভু পদে বিদায় হইয়া সবে চলে।।
নিত্যানন্দ আইলেন গৌড়দেশ দিয়া।
কতক মহান্তগণ সঙ্গেতে লইয়া।।
পথে পথে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে যায় চলি।
মধুপানে মত্ত যেন পড়ে ঢলি ঢলি।।
গৌরগোবিন্দ রসে বিহ্বল হইয়া।
ভাসাইল সর্ব্বলোকে প্রেমভক্তি দিয়া।।
পূর্ব্ববৎ চলিয়া আইলা গঙ্গাতীরে।
পানিহাটী[১] গ্রামে আইলা রাঘবের ঘরে[২]।।
শুনি সব লোক আইসে আনন্দ উন্মাদে।
স্ত্রী বৃদ্ধ বালক সব দরশন সাধে।।
ত্রিবেণী[৩] পর্যন্ত আর পানিহাটী গ্রাম।
কীর্ত্তন দেখিতে লোক চলে অবিরাম।।

কত লোক খায় বারি লয় কত আর।
কেবা আনে কেবা দেয় নাহিক নির্দ্ধার।।
দিবসে ভোজন আর রাত্রিতে কীর্ত্তন।
অনন্ত কহিতে পারে আসে যত জন।।
নর্ত্তনের কালে কত কীর্ত্তনীয়া গায়।
কত বা ময়ুর পুচ্ছ চামর ঢুলায়।।
শিরে লটপটি পাগ শ্রবণে কুণ্ডল।
সুধাংশু জিনিয়া মুখ করে ঝলমল।।
অঙ্গদ বলয়া ভুজে অঙ্গুলে অঙ্গুরী।
গলে দোলে নীলমনি কণ্ঠেতে শিকলি।।
চরণ কমলে বাজে সোনার নূপুর।
শ্রবণ মাত্রকে পাপ তাপ যায় দূর।।
কমল নয়নে ধারা পড়ে মুখ বয়ে।
পদ্ম মধু ভ্রমরা ফেলিছে উঘারিয়ে।।
সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ প্রকাণ্ড শরীর।
আজানুলম্বিত ভুজ মহামল্লবীর।।
অরুণ বরুণ অঙ্গ প্রেমে ডগমগি।
কীর্ত্তন লম্পট সদা গৌর অনুরাগী।।
'গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ' বলি গর্জ্জে ঘনে ঘন।
কি অদ্ভুত চেষ্টা কিছু না যায় বুঝন।।

১। পানিহাটী— পানিহাটী উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ-রাণাঘাট রেলপথে সোদপুর স্টেশনে নামিয়া শ্রীপাটে যাইতে হয়। ব্যারাকপুর-শ্যামবাজার বাসরুটের মধ্যবর্ত্তী স্থান।

২। রাঘবের ঘরে— রাঘব পণ্ডিতের রন্ধনে সর্বক্ষণ শ্রীরাধারাণী অবস্থান করেন। রাঘবের ঝালি সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। ব্রজের ধনিষ্ঠা সখী পুর্ব সেবা অনুক্রমে রাঘব পণ্ডিত রূপে প্রকট হইয়া তদনুরূপ সেবা করিয়াছেন।

৩। ত্রিবেণী— হুগলী জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল - কাটোয়া রেলপথে ত্রিবেণী রেল স্টেশন। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মিলন স্থান, সপ্তঋষির তপস্যার স্থান ও প্রভু নিত্যানন্দের বিহার ভূমি।

'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি সে ডাহিনে বামে হেলে। চল কৃষ্ণ ধেনু লয়ে যাই বৃন্দাবনে।
অঙ্কুশের ঘাতে যেন মত্ত হস্তী দোলে।। সখ্যভাবে এইমত রহে প্রভু ক্ষণে।।
ঘূর্ণিত লোচন করি ক্ষণে ক্ষণে হাসে। ভায়ারে ! ভায়ারে ! বলি কখন বা হাসে।
'হয়' 'হয়' করি কথা মধুর করি ভাষে।। বিধি স্থানে পাখা চাহে উড়িতে আকাশে।।
কখন বা মৌন রহে নয়ন মুদিয়া। এই মত নিত্যানন্দ ভাবের উদ্গাম।
শ্যামসুন্দর নটবর হৃদয়ে দেখিয়া।। কিভাবে কেমন করে বুঝিতে বিষম।।
বাহ্য পাইলে প্রেমে মত্ত হুঙ্কার করিয়া। কে বুঝিতে পারে নিত্যানন্দের বিকার।
'কৃষ্ণরে' বাপরে বলি কান্দয়ে ডাকিয়া।। অজভব শেষ যার নাহি পায় পার।।
কোথা গেলা প্রাণপতি শ্রীনন্দনন্দন। একদিন নিত্যানন্দ প্রভাতে উঠিয়া।
তোমা না পাইলে আমি ত্যজিব জীবন।। অম্বিকানগর[১] যায় এক ভৃত্য লইয়া।।
হা হা নন্দসুত সেই মুরলী অধরে। জাতিতে বনিক নাম উদ্ধারণ দত্ত[২]।
কোথা যাব কোথা পাব হৃদয় বিদরে।। প্রভু পারিষদ হন পরম মহত্ত্ব।।
হাসি হাসি আসি মোরে দেহ দরশনে। সূর্য্যদাস পণ্ডিতের দ্বারেতে রহিয়া।
আলিঙ্গন দিয়া মোরে রাখহ পরাণে।। অন্তঃপুরে দত্তেরে দিলেন পাঠাইয়া।।
কখন বা জোড় হস্তে প্রভু বলি ডাকে। তিঁহো গিয়া কহিল প্রভুর সমাচার।
কখন বসনে মুখ লুকাইয়া রাখে।। শুনিয়া পণ্ডিত আসি হইলা সাক্ষাৎকার।।
মৃদু মৃদু স্বরে প্রাণনাথ বলি কান্দে। দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে চরণ যুগলে।
অঙ্গ আছাড়িয়া পড়ে স্থির নাহি বান্ধে।। কি ভাগ্য প্রসন্ন বলি জোড় হস্তে বলে।।
রাগানুগা ভাবে প্রভুর গরবিত মন। প্রভু কহে, 'তোমার কাছে আইলাম আমি।
রাধা মোর প্রাণেশ্বরী তার একজন।। বিবাহ করিব, মোরে কন্যা দেহ তুমি।।'
কভু রাম ভাবে প্রভু মত্ত হই দোলে। জানিয়া প্রভুর তত্ত্ব মায়াতে ভুলিলা।
'কৃষ্ণরে' 'কৃষ্ণরে' প্রভু এই বোল বোলে।। আমি ছার প্রায় বিপ্র কহিতে লাগিলা।।

১। অম্বিকানগর — বর্তমান নাম কালনা। কালনা বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল - বারহারওয়া রেলপথে ব্যাণ্ডেল - কাটোয়ার মধ্যবর্ত্তী কালনা স্টেশন। স্টেশনের দেড় মাইল পূর্ব্বে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ও শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট বিরাজিত। শালিগ্রাম হইতে প্রথমে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিত এখানে আসিয়া বাস করেন।

২। উদ্ধারণ দত্ত — উদ্ধারণ দত্ত ব্রজের সুবাহু সখা। প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে তিনি সর্ব্ব তীর্থ ভ্রমণ করেন। কাটোয়ার উদ্ধারণপুরে তাঁহার সমাধি ও সপ্তগ্রামে তাঁহার শ্রীপাট বিরাজিত।

পণ্ডিত কহেন, 'প্রভু ইহা কৈছে হয়।
বর্ণযুক্ত গ্রহাচারী আছে জাতি ভয়।।
যদ্যপি আপনি হও পূর্ণ নারায়ণ।
তথাপিও বর্ণত্যাগি, আমি যে ব্রাহ্মণ।।'
এত শুনি নিত্যানন্দ চলেন ফিরিয়া।
লোক সব নিরীক্ষয়ে চমৎকার হঞা।।
পণ্ডিত বিমনা হয়া গেলা অভ্যন্তরে।
স্বপন সার্থক হৈল মনে মনে করে।।
যৈছে আমি রাত্রে আজি দেখিনু স্বপন।
সাক্ষাতে দেখিনু সেই প্রভুর চরণ।।
কিন্তু আমি গৃহাশ্রমী মনে শঙ্কা করি।
হেন কার্য্য আমার সিদ্ধ করিবেন হরি।।
হে কৃষ্ণ এমন কি করিবে বিধাতা।
নিত্যানন্দ হইবেন আমার জামাতা।।
এত চিন্তি চলিলেন বাড়ীর ভিতরে।
স্বগণ আনাই সব করিল গোচরে।।
গত নিশি শেষে এই দেখিল স্বপন।
তালধ্বজ রথে চড়ি এক মহাজন।।
শুভ্র গৌরকান্তি অতি প্রকাণ্ড শরীর।
আরক্ত লোচন যেন মহামল্লবীর।।
করিয়া গম্ভীর বোল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।
প্রেমে অঙ্গ গরগর ডাহিনে বামে দোলে।।
আমার দুয়ারে রথ রাখিল আসিয়া।
এই বাড়ি পণ্ডিতের কহেন হাসিয়া।।
স্কন্ধাবলম্বিয়া শ্রীহল মুষল ধরিয়া।
আমারে ডাকিয়া নিল হাতসান দিয়া।।
পুষ্পেতে মণ্ডিত চূড়া কুণ্ডল এক কানে।
নীলধটি পরিধান নূপুর চরণে।।
পরিসর বক্ষ শোভা কৌস্তুভ যে মনি।
বনমালা কণ্ঠে শোভা অধর রঙ্গিনি।।

তাহাতে মধুর হাসি অমিয়া বরিখে।
অলকা তিলকা মুখ পদ্ম সে ঝলকে।।
মোরে কহে তোর কন্যা বিবাহিব আমি।
অদ্যাবধি আমারেহ না চিনিলে তুমি।।
এতেক কহিয়া মোরে কৈলা অন্তর্দ্ধান।
নিদ্রাভঙ্গ হইল দেখি হয়াছে বিহান।।
বসুধা শুনিল স্বপ্ন গৃহ মাঝে থাকি।
স্বাভাবিক প্রেম উথলিল ঝরে আঁখি।।
বসনে আপন মুখ ঝাঁপিয়া রহিল।
নয়নের নীরেতে বসন ভিজি গেল।।
আত্ম বন্ধু কহে এই অপরূপ কথা।
কেহ বলে স্বপ্নেতে দেখায় বহুবস্থা।।
নিত্যানন্দ ব্রহ্ম কিন্তু আচরিত এই।
আমরা গৃহস্থ কন্যা দিতে পারি কই।।
সূর্য্যদাস পণ্ডিত অতি হৃদয় সতৃষ্ণ।
অন্তর দুঃখিত হঞা কহে 'রক্ষ কৃষ্ণ'।।
হেনকালে গৃহ মধ্যে ক্রন্দন উঠিল।
আচম্বিতে বসুধার কি হৈল কি হৈল।।
ধাঞা সবে প্রবেশলা গৃহের ভিতরে।
ধরি শুয়াইল আনি মণ্ডপ দুয়ারে।।
অসম্বিত অঙ্গ কম্প নয়ন উত্তান।
সর্ব্বাঙ্গ শীতল মুখে অবারণ ঘাম।।
চিকিৎসকগণ দেখি মরণ নির্দ্ধার।
কদাচিত প্রাণ রহে ব্যাধি অপস্মার।।
অকস্মাৎ সন্নিপাত করায় ইহাতে।
কহিয়া চিকিৎসা কৈল বহু শাস্ত্র মতে।।
তথা চ নাহিক কিছু ভালোর বিষয়।
ঔষধাদি বান্ধিয়া চিকিৎসক কয়।।
অতঃপর কর ইহার পরমার্থের চেষ্টা।
গঙ্গা তীর লও, তোমার কন্যা কুল জ্যেষ্ঠা।।

এত শুনি সূর্য্যদাস কান্দিতে লাগিল।
তারে আশ্বাসিয়া গৌরীদাস যে বলিল।।
বুঝি সবে ঠেকিলাম অবধূত স্থানে।
ফিরায়া আনহ তাঁরে ধরিয়া চরণে।।
যতক্ষণ জীয়ে ততক্ষণ ব্যবহার।
মরিলে সম্বন্ধ থাকে কার সনে কার।।
বাঁচাইতে পারে যেই কন্যা দিব তাঁরে।
এই প্রতিশ্রুত বাক্য কহিনু সবারে।।
সবে কহে এই কথা সবাকার দৃঢ়।
সবে মেলি চল নিত্যানন্দ পদে পড়।।
প্রভু বসি গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষ তলে।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে নেত্রে ধারা বহি চলে।।
স্বগণ সহিত গৌরীদাস পায়ে পড়ে।
প্রভু ধরি উঠাইল মারিয়া চাপড়ে।।
ভুলিয়া রহিলি সব মূর্খ গোয়ালিয়া।
কণ্ঠেতে ধরিল প্রভু এতেক বলিয়া।।
পণ্ডিত গোসাঞি কান্দে চরণে ধরিয়া।
আপনে লুটিলা সব মোরে ভুলাইয়া।।
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বর্গ না ছাড়ালে মোর।
সকল করিতে পার ঠাকুরালি তোর।।
সংপ্রতি শ্রীচরণ তোমার করাহ বিজয়।
দেখিয়া করহ যাহা উপযুক্ত হয়।।
এত কহি প্রভু নিল বাড়ির ভিতরে।
বসু শুতি আছিল যাঁহা ঘরের দুয়ারে।।
বসনে আচ্ছন্ন তনু কিরণ উপরে।
মেঘের বিদ্যুৎ যেন ঝলমল করে।।
উত্তান নয়নাম্বুজ ধারা মকরন্দ।
চাঁচর চিকুর ভালে শোভে মধ্যচন্দ্র।।
দশন কিরণ উঠে অম্বলি উপরে।
বিম্বের অন্তরে যে কিরণ সঞ্চরে।।
দশম দশার শেষ তনুতে প্রকাশ।
এ সময়ে শ্রীঅঙ্গের লাগিল বাতাস।।
অঙ্গ গন্ধ গিয়া নাসা প্রবেশ করিল।
মৃতসঞ্জীবনী স্পর্শে চেতন পাইল।।
তনুর বসন সে বদনে ঢাকি নিল।
একি ! একি ! বলি গৃহে প্রবেশ করিল।।
লীলাশক্তি নিত্যানন্দ আবেশ করিল।
প্রাঙ্গণে প্রাচীন মূর্ত্তি ষড়ভুজ হৈল।।
উর্দ্ধে ধনুর্ব্বাণ মধ্যে শ্রীহল মুষল।
নম্র দুই হস্তে ধরে দণ্ড কমুণ্ডল।।
মস্তকে কিরীট শোভে শ্রবণে কুণ্ডল।
সর্ব্ব অঙ্গে মনি ভূষা করে ঝলমল।।
দেখিয়া সকল লোক পড়িল লুটিয়া।
পণ্ডিত করয়ে স্তুতি করজোড় হৈয়া।।
ব্রাহ্মণ সকলে দেখি হইল চমৎকার।
দেখিতে দেখিতে অবধূতের আকার।।
হাসিয়া বসিল বিষ্ণুমণ্ডপ উপরে।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সবে জিয়ে জিয়ে করে।।
সবে বলে সূর্য্যদাস বিপ্র ভাগ্যবান।
জামাতা মিলিল যে সাক্ষাৎ নারায়ণ।।
সেবা করি দূর করাইল পরিশ্রান্ত।
এখন না লয়ে বিপ্র হেন মতি ভ্রান্ত।।
পণ্ডিত কুলীন আর কুলাচার্য্য যত।
সবার হইল পরামর্শ এক মত।।
বেদ সংস্কার পুনঃ দিব উপবীত।
পূর্ব্বাশ্রমের গোত্র গাঁই যেন আছে নীত।।
প্রভু পাশে এই কথা করিল প্রচার।
অট্ট অট্ট হাসি প্রভু করিল স্বীকার।।
যা কর তাহাই কর মোর দায় নাই।
একলে স্বতন্ত্র মাত্র চৈতন্য গোসাঞি।।

সকলে আনন্দ হৈল করিয়া শ্রবণ।
পণ্ডিত গোসাঞ্রি দ্রব্য করে আয়োজন।।
রাজপুত্র বিবাহের সম আয়োজন।
বহু দেশ হইতে জড় করি ব্রাহ্মণ।।
আশপাশের সব জনে নিমন্ত্রণ কৈল।
অনেক গুবাক পান উপস্থিত হৈল।।
শুভদিন কৈল বিপ্র আচার্য্য আনিয়া।
উত্তম করিয়া দিন করিল গণিয়া।।
সেইদিন হৈতে নিত্য নিত্য মহোৎসব।
আসিয়ে মিলয়ে যত আত্মবন্ধু সব।।
বাদ্যকার বাজায় বিবিধ বাদ্যগণ।
নিত্য নিত্য শত শত ভুঞ্জয়ে ব্রাহ্মণ।।
স্ত্রীগণেতে বিলায় সিন্দুর গুয়া পান।
তৈল সন্দেশ কত বিবিধ বিধান।।
একদিন বিপ্র সব একত্র হইয়া।
হাস পরিহাস রূপে প্রভুরে শুধায়া।।
শ্রীপাদের নিতি নিতি ভিক্ষা আয়োজন।
স্বপাক করয়ে কিম্বা আছয়ে ব্রাহ্মণ।।
প্রভু কহে, 'কখন বা আমি পাক করি।
না পারিলে উদ্ধারণ রাখয়ে উতারি।।
এই মত পরিবর্ত্তরূপে পাক হয়।'
শুনিয়া সবার মনে লাগিল বিস্ময়।।
তারা কহে 'এ বৈষ্ণব হয়ে কোন জাতি।
পূর্ব্বাশ্রমে কোন নামে কোথায় বসতি।।'
প্রভু কহে 'ত্রিবেণীতে বসতি উহার।
সুবর্ণ বনিক দেখি করিনু স্বীকার।।'
এত শুনি সব বিপ্র হাসিতে লাগিল।
ঈশ্বরের স্বেচ্ছাময় আচার জানিল।।
কিছু কহিবার শক্তি আছে বা কাহার।
সবার হৃদয়ে নিত্য বসতি যাহার।।

তিঁহো যদি বলাইবে তবে সে বলিবে।
নতুবা কাহার সাধ্য বচন কহিবে।।
যাহার শক্তিতে জীব বলয়ে চলয়।
কার শক্তি আছে তার সঙ্গে কথা কয়।।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর কে বুঝিবে তার লীলা।
জীব উদ্ধারিতে প্রভু করে হেন খেলা।।
তার পরদিন প্রাতে ব্রাহ্মণ সকলে।
সন্ধ্যা আহ্নিক করে আইলা এককালে।।
যজ্ঞ কাষ্ঠ পুষ্প আনি কুশ কুশাসন।
উদুখল মুষল স্রুক্ আদি যত হন।।
দণ্ড কমুণ্ডল ছত্র পাদুকাদি ঘৃত।
মেখলা কৌপীন কৃষ্ণ জিনে উপবিত।।
বেদমত যজ্ঞাদিক করিয়া সকলে।
পুরোহিত নিত্যানন্দে 'অত্রাগচ্ছ' বলে।।
বসিলেন নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ মণ্ডলে।
শ্রুতি মতে অগ্নি মধ্যে ঘৃতাহুতি জ্বলে।।
যত বেদ বিধি মত শাস্ত্রেতে লিখিত।
তাহা করি দণ্ড কমুণ্ডল হস্তে দিল।।
অরুণ কৌপীন বহির্ব্বাস কান্ধে ঝুলি।
'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' মাতা এই বোল বলি।।
সংভ্রাম করিয়া সূর্য্যদাসের গৃহিণী।
সুবর্ণ রজত মুদ্রা ভিক্ষা দিল আনি।।
পুরোহিত কহে, 'পাত্রী দানের নিমিত্তে।'
নিত্যানন্দ কহেন 'ও সব আছে চিত্তে।।'
এত কহি শুনাইল পুরোহিতের কানে।
তেঁহো কহে এই বটে না হইবেক কেন।।
দণ্ড কমুণ্ডল ধরি প্রভু অট্টহাসে।
বার বার তিনবার এইত প্রকাশে।।
চরণে পাদুকা, স্কন্ধে ছত্র চলি যায়।
সকলে দেখয়ে যেন নববটু প্রায়।।

সেই মূর্ত্তি স্ত্রীগণ দেখিয়া কহে হাসি।
'রাম জেঠ' হইবে মরমে হেন বাসি।।
প্রধান গৃহেতে প্রভু প্রবেশ করিলা।
তিনদিন সেই মতে নির্জ্জনে রহিলা।।
অতি প্রাতে সূর্য্যরথ দর্শন করিয়া।
বাহির হইল বিপ্র বদন দেখিয়া।।
বিষ্ণুকে প্রণাম করি পিড়ার উপর।
বসিলেন নিত্যানন্দ চন্দ্র মনোহর।।
গলাগলি করিয়া নগর নারী যত।
পণ্ডিতের গৃহেতে আইসে কত শত।।
বদনে তাম্বুল পুরি নয়নে কজ্জ্বল।
অঙ্গ দোলাইয়া এবে আইলা সকল।।
অধিবাস করিতে আইল পুরোহিত।
নারীগণ হুলাহুলি দেয় চতুর্ভিত।।
সূত্র বান্ধিলেন গিয়া দুজনার হাথে।
বসুদেবী গৃহ প্রবেশিলা নম্র মাথে।।
বাহিরে বাজায় কত মঙ্গল বাজনা।
পরম আনন্দে আসে যায় কতজনা।।
জল সহিবারে চলে নাগরীর গণ।
'বসু ভাগ্যবতী' বলি বলে কতজন।।
কেবা পাইয়াছে হেন পুরুষ সুন্দর।
পূর্ব্বেতে রেবতী যেন পাইলেন বর।।
কেহ বলে পার্ব্বতী শঙ্করে যেন মেলা।
কেহ বলে নারায়ণ সনেতে কমলা।।
কেহ বলে কামদেব রতির মিলন।
কেহ বলে সীতারাম এই দরশন।।
কেহ বলে বৃন্দাবন কিশোর কিশোরী।
কেহ বলে দোঁহার রূপ কহিতে না পারি।।
বরের অঙ্গের জ্যোতি কহনে না যায়।
কন্যার অঙ্গের ছটা ভুবন মোহয়।।

কেহ কেহ বলে সত্য লক্ষ্মীনারায়ণ।
যৈছে বর তৈছে কন্যা কন্দর্প মোহন।।
যার যত মনের কথা বলিয়া বলিয়া।
হাসিয়া হাসিয়া পড়ে ঢলিয়া ঢলিয়া।।
একে নব তরুণী নাগরী বিভা ঘর।
আনন্দে ধরিতে নারে অঙ্গ পরস্পর।।
এই মতে আনন্দে সমস্ত দিন গেল।
প্রদোষ সময় আসি উপসন্ন হৈল।।
বর কন্যা সাজাইতে কহিলা পণ্ডিত।
শুনিয়া সবার মনে হৈল বড় প্রীত।।
নিত্যানন্দ বসি বিষ্ণু মণ্ডপ উপরে।
গৌরীদাস আসিয়া বরের বেশ করে।।
পূর্ব্বে যেন বৃন্দাবনে রুহিনী নন্দনে।
মনোহর বেশ কৈল সুবল আপনে।।
দৈবে সেই বস্তু হয় নাহিক সংশয়।
সত্য সেই রাম সেই সুবল নিশ্চয়।।
সহজেই নিত্যানন্দ অনঙ্গ মোহন।
তাহাতে তিলক দিল কপালে চন্দন।।
সহজেই প্রেমে মত্ত ঘূর্ণিত লোচন।
তাহাতে দীঘল করি দিলেন অঞ্জন।।
উন্নত নাসিকা তাহে চন্দন তিলকে।
সে মুখের শোভা বিধু মণ্ডল ঝলকে।।
পরিসর হৃদয়ে মণ্ডিত ঘন সার।
মিলিতে চন্দন যেন সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।।
শুক্ল বস্ত্র পরিধান শুভ উপবীত।
বিচিত্র বিক্রম যেন অনন্ত বেষ্টিত।।
মস্তকে মুকুট আর শ্রবণে কুণ্ডল।
সর্ব্বাঙ্গে সুবর্ণ ভূষা করে ঝলমল।।
শিল্পী-পণ্ডিতা নারী বসিয়া নির্জ্জনে।
বসুধার অঙ্গ বেশ করে এক মনে।।

যথা রাগ :—

করেতে চিরুণি ধরি, কেশ সংস্কার করি,
স্বর্ণ সূত্র দিয়ে মূল বান্ধে।
ত্রিগুচ্ছ সমান করি, বেণী কৈল মনহারী,
বদ্ধ কৈল কবরীর ছন্দে।।
রঙ্গন পাটের থোপা, দুই দিগে কর্ণ ঝাপা,
পিঠে পড়ে হৈয়া সারি সারি।
ললাটের ক্ষুদ্রালোকে, এক এক করি তাকে,
বেণী বানাইল মনহারী।।
বস্ত্রের অঞ্চল দিয়া, মুছি মুখ নিরখিয়া,
কুঙ্কুম মাজিল পুনঃ তায়।
অলকা তিলক করে, নয়ন অঞ্জন পরে,
সাজাইয়া দীর্ঘ রেখায়।।
কপাল চিত্রিত করি, বিন্দু দিল সারি সারি,
চিবুকেতে চন্দন রচিল।
নাসায় তিলক দিয়া, রহে তাহা নিরখিয়া,
তার পরে ভূষা পরাইল।।
নাসাগ্রেতে স্থূল মুক্তা, সুবর্ণের গুলযুক্তা,
দোলে কিবা অধর শিখরে।
তিল পুষ্প অগ্রে যেন, পড়ে মকরন্দ কর্ণ,
স্থূলরূপে বিম্বের উপরে।।
সুবর্ণের কণ্ঠি হয়, কণ্ঠ বক্ষ পরিচয়,
আর দিল সুবর্ণপদক।
সে অতি বিচিত্র সাজে, ধরিল বক্ষের মাঝে,
শোভে যেন অনঙ্গ ফলক।।
কর্ণে দিল চাঁপা সোনা, সে যেন বিজুরি কোণা,
নম্র রহে অংশের উপরে।
রহিলা একত্র স্থিতি, স্বভাব চঞ্চল মতি,
অংশ পরশিতে সাধ করে।।
সুবর্ণ বলয়া ভুজে, করে নব সঙ্গ সাজে,
তার কোণে কনক কঙ্কণ।
সোনার নূপুর পদে, পরাইল বহু সাধে,
যাবক রঞ্জিত শ্রীচরণ।।
শুক্ল বস্ত্র পরাইয়া, অধরে তাম্বুল দিয়া,
গলে দিল গন্ধ পুষ্প মালা।
চন্দন চর্চ্চিত করি, অহে গন্ধ দিব্য ধরি,
ঘন সার করিয়া মিশাল।।
শ্রীজাহ্নবা নিত্যানন্দ, দুহু পাদপদ্ম দ্বন্দ্ব,
হৃদয়েতে ধরি অবিরত।
তার লীলা গুণগানে, বৃন্দাবন দাস মনে,
তুহাঁল ধর ভেল চিত।।
আত্মবন্ধু সবে মেলি কহিল পণ্ডিতে।
সকলে বলেন বর ভ্রমণ করিতে।।
পণ্ডিত শুনিয়া তাহা কৈল অঙ্গীকার।
সকলের অভিরুচি কর্ত্তব্য আমার।।
শুনি সবে আনন্দে ধাইল চতুর্ভিতে।
যার যত আয়োজন একত্র করিতে।।
আনি উপস্থিত কৈল পণ্ডিতের দ্বারে।
দিব্য চতুর্দ্দোলা পরি চড়ান প্রভুরে।।
বাদ্যকার সকল বাজায় এক তানে।
কত শত শত বাদ্য উঠিল গগনে।।
নর্ত্তন গায়ন গায় সুযন্ত্রিত তানে।
দিব্য বস্ত্র ভূষাপরি প্রভু বিদ্যমানে।।
লীলায় চলিল নিত্যানন্দ নগরেতে।
আনন্দ মঙ্গল ধ্বনি হয় চতুর্ভিতে।।
সারি সারি দোয়ারে নগর-নারীগণ।
শিশু কোলে করি ধেয়া যায় কতজন।।
পৌগণ্ড বালক আগে আগে কত ধায়।
আনন্দে উন্মত্ত কত শত গীত গায়।।

ইহাই আতষ ছুটে পার্শ্ব গগনেতে।
দীপক জ্বালায়ে কত লক্ষ লক্ষ শতে।।
তাহার ছটাতে রাত্রি দেখি দিন প্রায়।
কত শত বিদ্যাধরি নাচি নাচি যায়।।
দেবগণ আসি সব নররূপ হইয়া।
দেখয়ে প্রভুর শোভা নয়ন ভরিয়া।।
দেব নরে কি আনন্দ কহনে না যায়।
হেন লীলা করে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।।
কলিযুগ হেন লীলা করেন ঈশ্বর।
বেদ গুপ্তলীলা এই জানিতে দুষ্কর।।
এইমতে নগর ভ্রমিয়া নিত্যানন্দ।
পণ্ডিত দুয়ারে উদয় পূর্ণচন্দ্র।।
পণ্ডিত আসিয়া নিল করেতে ধরিয়া।
ধূপ-দীপ-গন্ধ-পুষ্পমালা পদে দিয়া।।
জল ধারা লইল বিবাহ স্থানেরে।
স্ত্রীগণ মেলিয়া সব হুলাহুলি করে।।
নিত্যানন্দ দাঁড়াইলা পিড়ের উপরে।
অঙ্গের ছটায় দিক ঝলমল করে।।
বিপ্রগণ দীপমালা ধরি সব করে।
নিত্যানন্দে সাতবার প্রদক্ষিণ করে।।
স্ত্রীগণ হাসয়ে সব মুখে বস্ত্র দিয়া।
পরস্পর অঙ্গে অঙ্গে পড়য়ে ঢলিয়া।।
কন্যা আনিলেন দিব্য সিংহাসনোপরি।
ফিরলেন নিত্যানন্দে প্রদক্ষিণ করি।।

পান পুষ্প ছড়াইয়া সন্দর্শন কৈল।
স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় হইল।।
চিরদিন বিয়োগে দেখিয়া প্রাণনাথে।
অভিমানে বসুধা রহিলা হেট মাথে।।
পুনঃ তারে লইলেন গৃহের ভিতরে।
ব্রাহ্মণ সকল বিধিমত ক্রিয়া করে।।
বহুবিধ তৈজস আদি বস্ত্র আভরণ।
সাক্ষাতে পণ্ডিত কৈল জামাতা বরণ।।
পুনঃ কন্যা আনিয়া করিল সম্প্রদান।
পূর্ব্বাপর আছে যেন বেদের বিধান।।
বর কন্যা লইলেন গৃহের ভিতরে।
দিব্য শয্যা পুষ্পময় পাতিয়া বাসরে।।
বিদগ্ধা যুবতী সব প্রবেশিল ঘরে।
রঙ্গ পরিহাসে সব জাগিল বাসরে।।
এ মত আনন্দে রাত্রি প্রভাত হইল।
স্নান করি প্রভু কুশণ্ডিকাতে বসিল।।
বিধি শাস্ত্রে যজ্ঞাদিক কর্ম্ম সব কৈল।
তারপরে শত শত ব্রাহ্মণ ভুঞ্জিল।।
এই মত আনন্দে কতেক দিন যায়।
একদিন গৃহে বসি নিত্যানন্দ রায়।।
কৃষ্ণের প্রসাদ অন্ন করেন ভোজন।
বার বার শ্রীজাহ্নবা[১] দিচ্ছেন ব্যঞ্জন।।
সূর্য্যদাসের কন্যা হয়েন বসুর কনিষ্ঠা।
বাল্যাবস্থাবধি নিত্যানন্দে তাঁর নিষ্ঠা।।

১। শ্রীজাহ্নবা — শ্রীজাহ্নবাদেবী পূর্ব্ব অবতারের বলদেব পত্নী রেবতী ও ব্রজের অনঙ্গ মঞ্জরীর মিলনে সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যারূপে আবির্ভূত হন। প্রভু নিত্যানন্দের অন্তর্দ্ধানের পর জাহ্নবাদেবীর অত্যুজ্জ্বল মহিমার প্রকাশ ঘটে, খেতুরী উৎসবাদিতে বহু লীলার প্রকাশ করে। সর্ব্বশেষে বৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীগোপীনাথ দেবের মন্দিরে প্রবেশ করতঃ অন্তর্দ্ধান করেন।

পারশিতে শ্রীমস্তকের বসন খসিল।
আর দুই ভুজে বাস সংভ্রম করিল।।
তাহা দেখি নিত্যানন্দ মনে বিচারিল।
এই মোর পূর্ণ শক্তি নিশ্চয় জানিল।।
আচমন করি প্রভু পালঙ্কে বসিলা।
এইকালে বসুলক্ষ্মী আসিয়া মিলিলা।।
আকর্ষিয়া প্রভু বসাইল বাম পাশে।
প্রভু স্পর্শ পাই দেবী সুখরসে ভাসে।।
মৃদু মন্দ হাসি কর্পূর তাম্বুল লইয়া।
প্রভুর অধরে দেন হর্ষযুক্ত হইয়া।।
সেইকালে শ্রীজাহ্নবা তথাতে মিলিলা।
প্রভু দেখি অতিশয় লজ্জাযুক্ত হৈলা।।
ইহা দেখি নিত্যানন্দ করে আকর্ষিয়া।
বসাইলা জাহ্নবারে দক্ষিণে আনিয়া।।
এই মোর প্রাণপ্রিয়া হৃদয়ে জানিয়া।
তার পরদিনে প্রভু মনে বিচারিয়া।।
সূর্য্যদাস পণ্ডিতেরে কহিল এই কথা।
যৌতুকে লইলাম তোমার কনিষ্ঠ দুহিতা।।
শুনিয়া পণ্ডিত গোসাঞি করিল স্বীকার।
তোমার আর অদেয় কি আছয়ে আমার।।
জাতি প্রাণধন গৃহ পরিজন মোর।
এককালে সমর্পণ কৈল প্রায়ে তোর।।
এতেক কহিয়া পণ্ডিত উর্দ্ধবাহু করি।
প্রেমে পরিপূর্ণ নাচে বলে হরি হরি।।
হে কৃষ্ণ ! যাদব ! হেন করিবে কখন।
নিত্যানন্দে রহে মোর কায়-বাক্য-মন।।
এই সব কহিলেন স্বগণ আনিয়া।
ভাল ভাল কহে তারা হাসিয়া হাসিয়া।।
তোমার সম্বন্ধে মোরা হইলাম কৃতার্থ।
প্রভু আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে কাহার সমর্থ।।

সবে কহে পণ্ডিতেরে হস্ত জোড় হয়া।
কলিকালে নিলা তুমি কৃষ্ণেরে কিনিয়া।।
এইমত অম্বিকাতে নিত্যানন্দ রায়।
প্রেমানন্দ সিন্ধু মাঝে লোকেরে ভাসায়।।
এইমত নিত্যানন্দ ইচ্ছা লীলা করে।
শ্রীবসু জাহ্নবা লৈয়া সতত বিহরে।।
একদিন নিত্যানন্দ ঐশ্বর্য্য প্রকাশি।
দুই প্রিয়া সঙ্গে লীলা করে হাসি হাসি।।
অনন্ত শয্যাতে শুই প্রভু হলধর।
দুই প্রিয়া সেবা করে পালঙ্ক উপর।।
বসুলক্ষ্মী করে প্রভুর চরণ সেবন।
শ্রীজাহ্নবা মৃদু মৃদু হাস্য শ্রীবদন।।
কর্পূর তাম্বুল দেন প্রভুর অধরে।
চৌদিকে বেষ্টিত সখীগণ সেবা করে।।
কেহত চামর বায় কেহ বা বীজন।
মৃদু হাস্যে প্রভুর কি শোভা সে বদন।।
কোটি কোটি চন্দ্র জিনি তেজ নাহি অন্ত।
সহস্র ফণায় ছত্র ধরিয়া অনন্ত।।
অজ-ভবাদিক আদি জোড় করি কর।
সনক নারদ ব্যাস আর শুকবর।।
প্রভু প্রভু করিয়া সবেই করে স্তুতি।
ঝলমল অঙ্গ ছটা পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতি।।
মহাতেজে ব্যাপিলেক বাহির অন্তর।
সূর্য্যদাস গৌরীদাস ছিল বাড়ির ভিতর।।
মহাতেজ দেখি সব চমৎকার হৈলা।
জামাতা আলয়ে দুই ধাইয়া যে গেলা।।
দেখিলা পালঙ্ক পরি প্রভু শুই আছে।
দুই কন্যা চতুর্ভুজা দেখি প্রভুর কাছে।।
শুভ্র গৌর শ্বেত কান্তি অঙ্গের লাবণী।
চতুর্ভুজে নীলবাস কটিতে কিঙ্কিনী।।

নানা অলঙ্কারে সর্ব্ব অঙ্গ বিভূষিত।
আজানুলম্বিত বনমালা বিরাজিত।।
দুই হস্তে শ্রীহল মুষল শোভা করি।
দুই হস্তে কৃষ্ণ নাম জপে করে ধরি।।
পারিষদগণ সব দেখি জ্যোতির্ম্ময়।
প্রভু ! প্রভু ! করি স্তুতি করে অতিশয়।।
জয় বলদেব জয় জয় সঙ্কর্ষণ।
কিবা প্রভু কিবা রূপ না যায় কথন।।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হই পড়ে দুই ভাই।
জয় জয় বলরাম বলিয়া জিব তাই।।
দেখি নিত্যানন্দ প্রভু ঐশ্বর্য্য সম্বরিয়া।
উঠ উঠ বলি প্রভু তুলিল ধরিয়া।।
প্রভুর পরশে দোঁহে পাইলা চেতন।
দুই ভাই ধরে প্রভুর দুই শ্রীচরণ।।
দুই ভাই স্তুতি করে গলে বস্ত্র দিয়া।
হাসে কৃপাময় প্রভু দুঁহারে চাহিয়া।।
তুমি দুই জন্ম জন্ম কৃষ্ণের প্রিয়দাস।
এই মত করি দুঁহা করিল আশ্বাস।।
বিদায় হইয়া দুঁহে করিলা গমন।
জানিলেন দুঁহে পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন।।

মন হইল খড়দহে করিব শ্রীপাট।
প্রভু আজ্ঞা পালিবার বসাইব হাট।।
এত চিন্তি চলিলেন খড়দহ গ্রাম।
প্রকট করিল তাঁহা আত্ম লীলাধাম।।
গৃহাশ্রমীধর্ম্ম প্রভু সকলি করিল।
'শ্যামসুন্দর শ্রীবিগ্রহ' সেবা প্রকটিল।।
শ্রীবসু-জাহ্নবা দোঁহে চরণ সেবয়ে।
কার কোন শক্তি সঞ্চারিল স্বেচ্ছাময়ে।।
দুই প্রিয়া সঙ্গে প্রভু করয়ে বিলাস।
নানা সুখে বিহরয়ে রতি সুখল্লাস।।
দুই প্রিয়া সঙ্গে নানা রস বিলাসিয়া।
দুই প্রিয়ার মনবাঞ্ছা পূরণ করিয়া।।
দুই প্রিয়ার কি আনন্দ তার নাহি ওর।
নিত্যানন্দ হেন স্বামী পাইয়া প্রেমে ভোর।।
চৈতন্য চরণে দোঁহে প্রার্থনা করয়।
জন্মে জন্মে যেন স্বামী নিত্যানন্দ হয়।।
ভক্তি শক্তি জাহ্নবাতে বসুতে প্রকাশ।
এই গূঢ় লীলা কহে বৃন্দাবন দাস।।

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বংশ বিস্তারে আদ্য লীলায়াং
শ্রীবীরচন্দ্রাবতার কারণং নাম প্রথম স্তবকঃ।

।। দ্বিতীয় স্তবক ।।

জয় জয় প্রভু নিত্যানন্দ বলরাম।
চরণ আশ্রয় দিয়া পূর্ণ কর কাম।।

তথাহি —

প্রাতঃ সেমকরারুণৈর্ব্বন্দীকৃত সুবিগ্রহং।
প্রেমভক্তাখ্যভূস্থাপ্য সঞ্চরিত জগত্রয়ং।।

জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দয়াময়।
মো পাপিষ্ঠে দেহ প্রভু চরণ আশ্রয়।।

ধুয়া —

জয় জয় নিত্যানন্দ, মহামহেশ্বর,
সকল আধার।
সব রস সাগর, ব্রজ জন নাগর,
দ্বিতীয় কৃষ্ণ অবতার।।

বসু রেবতী পতি, জাহ্নবা সংহতি,
পুরুষ প্রকৃতি দেহধারী।
গৌর মনোগত, অভিমত ভাবিত,
নিরবধি গৌর বিহারি।।
কলি মলে লিপ্ত, দীপ্ত নহঁ হরিরস,
অদরশে গৌর গোসাঞি।
শুদ্ধ ভক্তি বিন, অন্য আরাধনে,
কলিজনে আনগতি নাঞি।।
কৃষ্ণ কৃপালু, কৃপা করি দীনহীনে,
পুনঃ যদি করে অবতার।
তবে সে সকল জীবে, কৃপা করি পূনঃ এবে,
তবে সে হইব উদ্ধার।।
বসুধা জাহ্নবা দেবী, নারায়ণ দেব সেবি,
শুদ্ধ সত্ত্ব মতি শিরোধার্য্যা।
নিত্যানন্দ প্রিয়, কুশল ঈশ্বরী,
সকল প্রকৃতি গণ বর্য্যা।।
দুগ্ধ সিন্ধু, সম যার উদর,
বীরচন্দ্র অবতার।
সুকৃতি বন্ধুগণ, চিত নির ধারণ,
কৃষ্ণ করল পরচার।।
কলিমল নাশিতে, বীরচন্দ্র সম,
দুর্জ্জনগণ পৃথিবীর।
ত্রিংশদ্বয় লক্ষণ, যুত সুপুরুখ,
উভরণ বিনা মিছির।।
নিত্যানন্দ চন্দ্র, অতি হরষিত,
অট্ট অট্ট বহ হাস।
সব জন মন প্রাণ, বশ্য নির ধারণ,
কহ বৃন্দাবন দাস।।
ঈশ্বরের জন্ম কর্ম্ম কভু নাহি হয়।
আবির্ভাব তিরোভাব বেদে মাত্র কয়।।
অপ্রাকৃত লীলা এই জীব উদ্ধারিতে।
প্রাকৃত দেখায় এই মনুষ্য লীলাতে।।
ভক্ত বিনা এ লীলা কে বুঝিতে পারে।
ঈশ্বর অচিন্ত্য শক্তি কখন কি করে।।
শুভদিন শুভলগ্ন শুভক্ষণ পাইয়া।
ঈশ্বর আপন বাক্য সুদৃঢ় জানিয়া।।
শরৎ-কৃষ্ণা-নবমীতে বোধন দিবসে।
ঈশ্বরাবির্ভাবে সবলোক আনন্দেতে ভাসে।।
তিনলোকে জয় জয় হরিধ্বনি হৈল।
দেবলোক নরলোক আনন্দে ভাসিল।।
ধন্য ধন্য বসুলক্ষ্মী বলে সর্ব্বজন।
পুত্র প্রসবিল সেই গৌর নারায়ণ।।
পঞ্চদশ মাস তেজোরূপী যে রহিল।
মার্গশীর্ষ শুক্লা-চতুর্থীতে প্রসবিল।।
তথাহি পদং — যথা রাগেন গীয়তে —
কনক কমল জ্যোতি, অঙ্গ ভঙ্গি শোভা অতি,
আজানুলম্বিত ভুজ সাজে।
সিংহের ডম্বুর হেন, মদ্য দেশ অতি ক্ষীণ,
বক্ষ কন্ট কিশোরী বিরাজে।।
পাদপদ্ম শোভা অতি, ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ তথি,
রক্তোৎপল অরু নহি ভালে।
মধুর মধুর হাসি, উগরে অমিয়া রাশি,
দরশনে হৃদয় নির্ম্মল।।
যত কুল বধূ আসি, বালক দেখিয়া হাসি,
প্রশংসয়ে ধন্য ধন্য করি।
বসুলক্ষ্মী ভাগ্যবতী, পুত্র প্রসবিল সতী,
ভুবনমোহন বলিহারী।।
বালকের দরশনে, সবে চমৎকার মানে,
কোন মহাপুরুষ নিশ্চয়।
বৃন্দাবন দাস কহে, প্রাকৃত বালক নহে,
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন হয়।।

বীরচন্দ্র রূপে পুনঃ গৌর অবতার।
যে না দেখেছে গৌরচন্দ্র সে দেখুক আরবার।।
ভুবনমোহন বাল্যরূপে করে লীলা।
দিন দিন বাড়ে যেন সুধাংশুর কলা।।
একদিন প্রভু বসিয়াছেন বাহিরে।
হেনকালে অভিরাম আইলা সত্বরে।।
দাদারে বলাই বলি দুয়ারে ডাকিল।
প্রাঙ্গণে আসিয়া পুনঃ অনেক হাসিল।।
নিত্যানন্দ ধাইয়া ধরিল তাঁর গলে।
মধুর মধুর করি অভিরাম বলে।।
শুনিলাম তোমার যে হয়েছে সন্তান।
আমারে দেখাও আমি করিব প্রণাম।।
নিত্যানন্দ কহেন সকলি জান সে।
আমিত না জানি কোথাকারে আইল কে।।
এই যত ঠারে ঠারে কহেন দু'জনা।
গলে গলে ধরি করে প্রেমের কান্দনা।।
অভিরাম আইলা শুনিয়া বসু দেবী।
কি করেন কৃষ্ণ এই মনে মনে ভাবি।।
শুনিতেছি শ্রীবিগ্রহে দণ্ডবৎ হয়া।
আসিতেছে কত স্থানে বিদার করিয়া।।
বীরচন্দ্র শুতিয়াছেন খট্টার উপরি।
দিব্য সুরঙ্গ বস্ত্র-খণ্ড বক্ষে ধরি।।
আধ আধ মুদি রহে নয়নের তারা।
প্রদোষে কমল কোষে ডুবিছে ভ্রমরা।।
কজ্জ্বল উজ্জ্বল রেখা শ্রবণের কাছে।
গোময় অঞ্জন ফোটা ললাটের মাঝে।।
সুচারু চিকুরে সম্মুখের ঝুটা সাজে।
যেবা নিরখয়ে তার জাগে হিয়া মাঝে।।

বসুলক্ষ্মী পুত্র নিলা কোলেতে তুলিয়া।
হেনকালে অভিরাম[1] তথায় আসিয়া।।
দেখি বসুলক্ষ্মী দিলা জাহ্নবা কোলেতে।
পুত্র কোলে নিলা দেবী আনন্দ সহিতে।।
হস্ত ফিরাইলা মাতা বালক মস্তকে।
মৃদু মৃদু হাসে প্রভু দেখিয়া মাতাকে।।
হেনকালে অভিরাম তথাতে আসিয়া।
অনিমিখে রহে শিশুরূপ নেহারিয়া।।
নয়নে লাগিল যেন অমিয়া অঞ্জন।
সর্ব্বেন্দ্রিয় জুড়াইল করি দরশন।।
নিশ্চয় প্রভু শুতিয়াছে মাতার উরু পরে।
অরুণ কিরণ যেন গৃহেতে সঞ্চারে।।
উন্নত নাসিকা আর সুন্দর কপাল।
মহাভুজ দীর্ঘকায় বক্ষ সুবিশাল।।
কর পদ তলে যেন মাড়িল হিঙ্গুলে।
মহাপুরুষের আকৃতি তাহার উপরে।।
দেখি আনন্দিত হইলেন অভিরাম।
চরণের তলে গিয়া করিলা প্রণাম।।
উঠি দরশন করে পুনঃ দণ্ডবৎ।
বার বার তিনবার করিলা এইমত।।
যোগনিদ্রা হৈতে প্রভু জাগিয়া হাসয়।
চরণ চারণ করি শিশু প্রায় হয়।।
চিনিলেন অভিরাম এই প্রভু মোর।
হাসি হাসি বলে ভাল ঠাকুরালি তোর।।
পূর্ব্বে যৈছে গৌরাঙ্গের লাবণ্য সুন্দর।
সেইমতে বীরচন্দ্র সর্ব্ব কলেবর।।
তৈছে মুখচন্দ্র শোভা তৈছে দুই নেত্র।
তৈছে দুই ভুজ শোভা আজানুলম্বিত।।

১। অভিরাম — ব্রজের শ্রীদাম সখা ব্রজ দেহ লইয়াই গৌড়দেশে আগমন করতঃ খানাকুল-কৃষ্ণনগরে শ্রীপাট স্থাপন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহার নাম অভিরাম গোপাল রাখেন।

তৈছে সর্ব্ব অঙ্গ ভঙ্গী দেখি অভিরাম।
সেই সেই বলে প্রেমে ঝুরে দু-নয়ান।।
প্রদক্ষিণ করি পুনঃ দণ্ডবত করি।
প্রেমানন্দে ভাসিয়া বলেন হরি হরি।।
শিঙ্গা বেনু বাজাইয়া বাহির হইলা।
নিত্যানন্দ সমাদর করি বসাইলা।।
ময়ুর পুচ্ছের চূড়া গুঞ্জ পুষ্পমালা।
মকর কুণ্ডল কানে হস্তে তাড়বালা।।
কটিতে কিঙ্কিনী ধড়া চরণে নূপুর।
কেতকী বরণ অঙ্গ গঠন মধুর।।
বৃষভানু নৃপতির নন্দন শ্রীদাম।
সেই সিদ্ধ গোপ মাত্র নাম 'অভিরাম'।।
এক রাত্রি রহিয়া গেলেন অন্য স্থানে।
উৎকণ্ঠা আনন্দে ফেরে নাহিক বিশ্রামে।।
বাল্য লীলা ছলে প্রভু আত্মপ্রকাশিয়া।
বিহারয়ে নিত্যানন্দ চন্দ্রে সুখ দিয়া।।
অদ্বৈত গোসাঞি শান্তিপুর হইতে আইলা।
দেখি আনন্দিত হয়া সাবধানে রইলা।।
পুনঃ চোরা আসিয়াছে জাতি নাশার ঘরে।
ক্ষণে অবধৌত ক্ষণে রহেত সংসারে।।
ভক্তির প্রভাবে জানিলেন সীতানাথ।
সেই প্রভু গৌরচন্দ্র আপনে সাক্ষাৎ।।
"চোরের ঘরের চোর নিতি চুরি করে।
এ চোর ধরিব মোরা কেমন প্রকারে।।"
সহজে অদ্বৈত গোসাঞি তর্জ্জায় সমর্থ।
তার কৃপা যারে সেই জানে সব অর্থ।।
নিজ প্রাণনাথ জানি অদ্বৈত গোসাঞি।
অনেক প্রণাম কৈল প্রেমে বাহ্য নাই।।
'সেই চোরা' 'সেই চোরা' বলয়ে অদ্বৈত।
এ সকল প্রেম কথা কে জানিবে তত্ত্ব।।
দেখিয়া সবার মনে চমৎকার হইলা।
কোন মহাপুরুষ নিত্যানন্দ ঘরে আইলা।।
প্রদক্ষিণ করিয়া অদ্বৈত গেল পুরে।
আর যত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য গেল ঘরে।।
এইমতে বীরচন্দ্র বাল্যলীলা বেশে।
মনোহর লীলা করে দিবসে দিবসে।।
কি কহিব বীরচন্দ্র রূপের মাধুরী।
যার যাঁহা নেত্র পড়ে রহে তাহা হেরি।।
কোটি কন্দর্প লাবণ্য মন মোহনীয়া।
ব্রহ্মাদি দেবতাগণ দেখেন আসিয়া।।
নররূপ ধরিয়া সকল দেবগণ।
নিতি আসি বীরচন্দ্রে করে দরশন।।
ভাল লীলা কর প্রভু পৃথিবী ভিতরে।
তোমার কৃপা বিনে এই কে জানিতে পারে।।
ঘোর কলিযুগে প্রভু ঐছে লীলা কর।
কে জানিতে পারে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।।
এইমত নতি স্তুতি করে দেবগণ।
শুনিয়া হাসেন বীরচন্দ্র নারায়ণ।।
চরণে মগরা খাড়ু বাঘ নখ গলে।
বিধি কি গড়িল রূপ রসের মিশালে।।
অন্যের কি দায় নিত্যানন্দ মোহ পায়।
পুত্র বুদ্ধি না করেন প্রভু সর্ব্বথায়।।
বীরচন্দ্রে গৌরচন্দ্রে কিছু নাহি ভেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ।।
শ্রীবীরচন্দ্র গোসাঞির চরণ করি আশ।
বংশ বিস্তার কহে বৃন্দাবন দাস।।

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তারে আদ্য লীলায়াং
শ্রীল শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র প্রকাশ কথনং নাম দ্বিতীয় স্তবকঃ।

।। তৃতীয় স্তবক ।।

শ্রীবীরচন্দ্র কলি-তামস সংহার চন্দ্রস্বভক্ত কৌমুদ প্রফুল্লিত কারি চন্দ্র।
শ্রীজাহ্নবাদ্য নয়নে ক্ষণদীপ্ত চন্দ্রপ্রেমামৃতং বিতরণে পরিপূর্ণ চন্দ্র।।

জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দয়াময়।
যার নাম লবা মাত্র ভক্তি সিদ্ধ হয়।।
মাহেশ নিবাসী এক বিপ্র শুদ্ধ চিত্ত।
বিষ্ণু বৈষ্ণবের পূজা তার নিত্য কৃত্য।।
'সুধাময়' নাম পিপ্পিলাইর[১] জামাতা।
'বিদ্যুন্মালা' নাম হয় তাহার বনিতা।।
বিষ্ণু-পরায়ণী-শুদ্ধা-পতিব্রতা-নারী।
স্বামীর নিকটে নিত্য রহে কর জুড়ি।।
কন্যা পুত্র হীন মুই বৃথা জন্ম যায়।
কি সুখ সংসারে থাকি কিসের মায়ায়।।
মুখুটী কহয়ে সতী মোর মন জই।
নির্ব্বিঘ্ন হয়েছি গৃহে তোরে সত্য কই।।
প্রভুর চন্দনযাত্রার যাত্রিক সহিতে[২]।
চল যাব শ্রীমুকুন্দ-দর্শন করিতে।।
তার কৃপায় তোর চিত্তে হইল স্ফুরণ।
চল গিয়া করি জগন্নাথ দরশন।।
এত বলি বিপ্রবর হরিধ্বনি করে।
ভাসি গেল সুধাময় আনন্দ সাগরে।।
তার পরদিনে গ্রামী-বিপ্রে নিমন্ত্রিল।
চতুর্ব্বিধ করি ভক্ষ্য ভোজ্য করাইল।।
ঘরে যত দ্রব্য ছিল বিপ্রে কৈল দান।
মাল্য গন্ধ দিয়া সবার করিল সম্মান।।

হেনকালে আইল যত যাত্রিকের গণ।
মহামহোৎসবে তারা করিল ভোজন।।
প্রাতে উঠি বিপ্রবর পত্নী করি সঙ্গে।
চলিল বৈষ্ণবসহ হরিকথা রঙ্গে।।
অবশেষে বিষয় ধনরত্ন-যত ছিল।
জগন্নাথের ভোগ লাগি সঙ্গে করি নিল।।
ক্রমে ক্রমে চলিয়া আইলা নীলাচলে।
পথ পরিশ্রম নাহি, হরি হরি বোলে।।
শ্রীমুখ দর্শন করি কৃতার্থ মানিল।
সর্ব্ব তীর্থ পর্য্যটন প্রদক্ষিণ কৈল।।
পরম আনন্দ কৈল রথ মহোৎসবে।
সঞ্চয় যা, যার ব্যয় করিল উৎসবে।।
চতুর্ম্মাস্য রহি করে তীর্থ পর্য্যটন।
নিজ ভার্য্যা প্রতি এই কহিল বচন।।
নির্জ্জন স্থানেতে চল সমুদ্রের তীরে।
সাধন করিব প্রাপ্তি লাগি যদুবরে।।
তথা গিয়া এক ক্ষুদ্র পত্রাশ্রম করি।
নিরন্তর দুইজনে জপয়ে মুরারী।।
বহুকাল ধ্যানে তুষ্ট সমুদ্র হইয়া।
কন্যা এক সঙ্গে করি মিলিলা আসিয়া।।
মূর্ত্তিমন্ত জলনিধি হইয়া সদয়।
কন্যা অগ্রে ধরি বিপ্রে মৃদু ভাষা কয়।।

১। পিপ্পিলাই — পিপ্পিলাই বলিতে শ্রীকমলাকর পিপ্পিলাইকে বুঝায়। তিনি দ্বাদশ গোপালের একজন। পূর্ব্ব অবতারে ব্রজে 'মহাবল' নামে ছিলেন।

২। যাত্রিক সহিতে — শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমীপে চতুর্ম্মাস্য যাপনকারী গমনরত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সঙ্গে।

এই কন্যা লইয়া তুমি পালহ যতনে।
ইহা হৈতে পাবে তুমি পুরুষ রতনে।।
এই কন্যা হইতে তোমার কুলের উদ্ধার।
এই কন্যা হইতে যাবে সংসারের পার।।
'নারায়ণী' নামে এই কন্যা লক্ষ্মীরূপা।
গঙ্গা সমর্পিল মোরে তোরে করি কৃপা।।
এই কন্যার বর তিনলোক যোগ্য নহে।
ঈশ্বরের শক্তি ঈশ্বরের যোগ্য রহে।।
বিপ্র কহে, 'আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
আমা হৈতে লক্ষ্মী কৈছে হইব পালন।।'
জলনিধি কহে, 'বিপ্র না করিহ ভয়।
দুঃস্বপ্ন নহে সুস্বপ্ন এই হয়।।'
প্রত্যক্ষা রহিবে তব স্নেহের বশ হৈয়া।
থাকিবেন নিরন্তর প্রভুরে ভাবিয়া।।
গৌরাঙ্গ স্বরূপ তেঁহো বিষ্ণু বিশ্বধাম।
নিত্যানন্দ তনুজ শ্রীবীরচন্দ্র নাম।।
অল্পদিনে তীর্থ করি এথাহি আসিবে।
কন্যা পরিগ্রহ করি কৃতার্থ করিবে।।
এত কহি জলনিধি অন্তর্দ্ধান হৈল।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দোঁহে হৃষ্ট চিত্ত হৈল।।
কবে বীরচন্দ্র প্রভু দিবেন দরশন।
রাত্রিদিন দোঁহাকার এই উপাসন।।
এইখানে শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান।
যে কথা শ্রবণে মিলে গৌর ভগবান।।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দয়াময়।
যার কৃপায় ভক্তিযোগ জ্ঞান সিদ্ধি হয়।।
যার নাম স্মরণে সংসার বন্ধ নাশ।
যার নাম লইলে হয় গৌরাঙ্গের দাস।।
সর্ব্ব অবতার শ্রেষ্ঠ চৈতন্য গোসাঞি।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ নিত্যানন্দ ভাই।।

চৈতন্য বিচ্ছেদে প্রভু সদাই বিলাপ।
কদাচিত বাহ্য হৈলে চৈতন্য আলাপ।।
কায়মনোবাক্যে সদা চৈতন্য ধেয়ায়।
উচ্চৈঃস্বর করিয়া গৌরাঙ্গ গুণ গায়।।
আপনে গৌরাঙ্গ গাই গাওয়ায় জগতে।
গৌরাঙ্গের গুণ গাও পাবে নন্দ সুতে।।
আপনে গৌরাঙ্গ নাম হৃদয়ে জপয়ে।
গৌরভক্ত বিনে নিতাই কিছু না জানয়ে।।
নিরন্তর খড়দহে অভ্যন্তরে স্থিতি।
শ্রীবসু জাহ্নবা সদা বাড়ান পিরীতি।।
গৌর প্রেমে গরগর না জানে দিবারাতি।
শ্যামসুন্দরেহ কভু দেখে গৌর দ্যুতি।।
কে বুঝিতে পারে নিত্যানন্দের প্রভাব।
মন্দিরে প্রবেশ করি কৈলা তিরোভাব।।
পুনঃ প্রভু মনে ভাবি প্রবোধ হইল।
শ্রীবসু জাহ্নবা লইয়া গমন করিল।।
তথা হৈতে একচাকা করিল গমন।
বঙ্কিমদেবেরে গিয়া করেন দরশন।।
কতোদিন বঙ্কিমদেব দর্শন করি তথা।
পুনঃ শ্রীবঙ্কিমদেবে অন্তর্দ্ধান হৈল হেথা।।
এসব বিরহ লীলা বর্ণন করিতে।
প্রাণ পোড়ে অতএব না পারি বর্ণিতে।।
প্রভু দরশনাভাবে বৈষ্ণব ব্যাকুল।
এক বীরচন্দ্র সবার প্রাণ-সমতুল।।
প্রভুর বিচ্ছেদে বীরচন্দ্র অন্যমনা।
বিরলে বসিয়া সদা করয়ে ভাবনা।।
কি করিব কোথা যাব বচন না স্ফুরে।
অপ্রকট হইলা প্রভু ছাড়িয়া আমারে।।
আনে কহে ভক্ত সব তোমা পরতন্ত্র।
যখন যা কর প্রভু তুমিত স্বতন্ত্র।।

মহামহোৎসব করে ভক্তবৃন্দ লয়ে।
অগ্রে পরিমগুলাক্ষা অভিষিক্ত হয়ে।।
বিরহে ব্যাকুল প্রভু মহোৎসব কৈল।
ভক্তবৃন্দ সমুঝিয়া সান্ত্বনা করিল।।
নর্ত্তক গোপাল আর প্রভুর মাতুল।
মহামহোৎসব দ্রব্য বহুতর কৈল।।
দেশে দেশে নিমন্ত্রণ মহান্তের গণে।
মহাপ্রভু অভিষেক হইব শুভদিনে।।
এত শুনি যেবা আইল যেবা না আইল।
লোক দ্বারে ভেট দিয়া কৃতার্থ মানিল।।
তার মধ্যে দুর্ভাগ্য হইল যেবা জন।
জন্মে জন্মে বিমুখ রহিল শ্রীচরণ।।
সে সবার নাম লইতে শ্রদ্ধা নাহি হয়।
প্রভুর শুদ্ধ ভক্তগণের মনে তাপ রয়।।
সে সব প্রসঙ্গ এথা নাহি প্রয়োজন।
মন দিয়া শুন প্রভুর বংশের কীর্ত্তন।।
এইমত মহোৎসব সম্পূর্ণ হইল।
তবে মহান্তের গণ মনে বিচারিল।।
তারপর শ্রীঅদ্বৈত ভক্ত গোষ্ঠী লইয়া।
প্রভু বীরচন্দ্র মহা অভিষেক করিয়া।।
মনে মনে শ্রীঅদ্বৈত জানিলেন সার।
সেই চোরা পুনরপি আইলেন আর বার।।
কারে না কহিয়া প্রভু বিদায় হইয়া।
চলিলেন নিজগৃহে চৈতন্য স্মরিয়া।।
নিজ নিজ গৃহে সব ভক্ত চলি গেলা।
নিজগণ লইয়া প্রভু বিরহে রহিলা।।
তবে কতদিন রহি বীরচন্দ্র রায়।
উপাসনা হব বলি মাতারে সুধায়।।
গোপনে কহিল প্রভু বিরলে ডাকিয়া।
কিবা দৃঢ় কৈল বীর পুনঃ দেখি ইহা।।

তিঁহো নিবেদিল প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
যারে যে করায় সেই তাহাতে তৎপর।।
দাস মুঞি কি বলিব কিবা জানি কথা।
ব্যবহার পরমার্থের জানেন ব্যবস্থা।।
বাহিরে আসিয়া দেখে প্রভু খট্টাপরী।
বসিয়াছেন পারিষদগণ সঙ্গে করি।।
গঙ্গাস্নানে যাব বলি হইল ফুৎকার।
স্নান পূজাদ্রব্য সব কৈল সাক্ষাৎকার।।
‘দূরঘাট যাব’ বলি প্রভু যে বলিল।
নৌকা লইয়া নাবিক স্নান ঘাটেতে রহিল।।
কীর্ত্তনীয়াগণ গায় বেড়ি বীরচন্দ্রে।
নৌকায় চড়িল প্রভু কৃষ্ণ প্রেমানন্দে।।
শান্তিপুর মুখ করি নৌকা ছাড়ি দিল।
তার মন বাক্য শ্রীজাহ্নবা জানিল।।
চন্দ্রশেখরে আনি কহিল তুরিতে।
ফিরাইয়া আন বীরে হৈল বিপরীতে।।
উপাসনা লাগি যান অদ্বৈতের স্থানে।
ছলবল করি শীঘ্র আনহ তাহানে।।
রড়ে ধায় পণ্ডিত অতি ব্যাকুল হইয়া।
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করে তাহা না শুনিয়া।।
হেন সময়ে শুনি কীর্ত্তনীয়া রামদাস।
কায়মনোবাক্যে মনে নিত্যানন্দেতে বিশ্বাস।।
তিঁহো কহে পণ্ডিত এত উদ্বিগ্ন হইয়া।
কোথা যাও কোন বার্ত্তা কহ বুঝাইয়া।।
তিঁহো কহে, ‘প্রভুর নন্দন বীর রায়।
অদ্বৈতের স্থানে উপাসনা হইতে যায়।।’
হায় ! হায় ! করি ডাক পাড়ে উচ্চৈঃস্বরে।
না শুনয়ে প্রভু উচ্চ হরিধ্বনি করে।।
ক্রোধ করি রামদাস বান্ধিয়া ফেলিল।
নির্ভরে বাজিল নৌকা দুই খণ্ড হইল।।

ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রভু গঙ্গার মধ্য জলে।
কাষ্ঠ পাদুকা পায়ে জলের উপরে চলে।।
অর্দ্ধ গঙ্গা গিয়া পুনঃ ফিরিলেন কুলে।
সন্তরণ করি তীর পাইল হিল্লোলে।।
স্তুতি করে রামদাস পরম প্রবীণ।
তুমি সর্ব্ব অন্তর্যামী আমি দীন হীন।।
তুমি জগতের গুরু শিক্ষা দীক্ষা মূর্ত্তি।
ত্রিভুবনে ঘুষিবে তোমার গুণকীর্ত্তি।।
তুষ্ট হইলা প্রভু তার শুনিয়া স্তবন।
মহাপ্রেমময় জানি দিল আলিঙ্গন।।
গঙ্গা স্নান করি চলে নিজ অভ্যন্তরে।
প্রেমী-রামদাসে নিল ধরি তার করে।।
হেনকালে শ্রীমতী জাহ্নবা স্নান করে।
বসিয়া আছেন বীরচন্দ্র পথ হেরে।।
কৃষ্ণ-প্রেমময়ী-মাতা কৃষ্ণ-অনুরাগী।
কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ-রসে অঙ্গ ডগমগী।।
দুই কর বদ্ধ কৃষ্ণ নামের গ্রহণে।
এ সময়ে যুবা পুত্র দেখিয়ে নয়নে।।
অপরাধ হয় পাছে নাম ভঙ্গ ক্রমে।
আর দুই ভুজে বস্ত্র করিল সম্ভ্রমে।।
আর দুই হস্তে দেখি শ্রীহল মুষল।
শুভ্র শ্বেত কান্তি ষড়ভুজ কি সুন্দর।।
তখন দেখাইয়া মাতা তখনি লুকাইল।
দেখি বীরচন্দ্র প্রভু চমৎকার পাইল।।
ইহা দেখি বীরচন্দ্র পড়ে শ্রীচরণে।
অপরাধ কৈনু মাতা ক্ষমা কর মনে।।

মন্ত্রদান করি কর আমার উদ্ধার।
যেমতে হই এ ভব সংসারের পার।।
তবে শ্রীজাহ্নবা মহামন্ত্র কৈল দান।
প্রেম উথলিল করে কৃষ্ণগুণ গান।।
ধরিতে না পারে কেহ হইল অস্থির।
উদ্দণ্ড নর্ত্তনে যেন মহামল্লবীর।।
'পাইনু পাইনু' বলি যায় গড়াগড়ি।
বৈষ্ণবের পদ ধরিবারে রড়ারড়ি।।
ব্রহ্মার বন্দিত অঙ্গ ধূলে গড়ি যায়।
'কৃষ্ণরে' 'বাপরে' বলি করে হায় হায়।।
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ শ্রীনন্দের নন্দন।
একবার দেখা দিয়া রাখহ জীবন।।
এইমতে মহানন্দে বীরচন্দ্র রায়।
কৃষ্ণ মহোৎসবানন্দে ভাসে সর্ব্বথায়।।
সর্ব্বদা করেন কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
হৃদে দেখেন শ্যামসুন্দর মুরলী বদন।।
এমত কৃষ্ণপ্রেম সমুদ্র ডুবিয়া।
কিছু স্থির হইলা কৃষ্ণ নামগুণ গাইয়া।।
সংসার করিব বাঞ্ছা হইল অন্তরে।
'মোর প্রিয়া কোথা বলি' অন্বেষণ করে।।
অন্তর্য্যামী জানিলেন আপনার মনে।
আমিহ যাইব নীলাচল দরশনে।।
মাঘ শুক্ল ত্রয়োদশী প্রভুর জন্মোৎসব।
করিয়া চলিল সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব।।
হরি সঙ্কীর্ত্তন রসে চলে প্রেমানন্দে।
কি সুখ সাগরে ভাসি চলে ভক্তবৃন্দে।।

কতদিনে নীলাচলে প্রবেশ করিলা।
সার্ব্বভৌম[১] আদি ভক্ত প্রভুরে মিলিলা।।
অভিরাম ঠাকুর সবার পরিচয় দিয়া।
এ সকল মহাপ্রভুর প্রিয়তম কহিয়া।।
শুনি প্রভু সবারে কৈলেন আলিঙ্গন।
সবে দেখে সেই কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান।।
সেইরূপ সেই বোল সেইত লক্ষণ।
সেই নৃত্য সেই প্রেম সেই সঙ্কীর্ত্তন।।
তৈছে প্রভুর সভে মর্য্যাদা করিলা।
প্রতাপ রুদ্রের ছেলে আসিয়া মিলিলা।।
ক্ষেত্রে যাই গোবিন্দের দোলযাত্রা দেখি।
মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখে পদ্ম আঁখি।।
চিত্র বিচিত্র লীলা কৈল পুরুষোত্তমে।
পুনঃ গৌরচন্দ্র প্রকট বলে সর্ব্বজনে।।
আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন।
সিংহগ্রীবা গজ স্কন্ধ সর্ব্ব সুলক্ষণ।।
অরুণ বরণ অঙ্গে রত্ন মনিহার।
শ্রবণে কুণ্ডল যেন সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।।
অঙ্গদ বলয়া ভুজে চরণে নূপুর।
জ্ঞান যোগ রোগ শোক দেখি যায় দূর।।
শ্রীমুখ সুন্দর যেবা করয়ে দর্শন।
আর জন্ম নাহি করি তার হয় মন।।
কীর্ত্তন উদ্দণ্ড নৃত্য হরিধ্বনি করে।
জল যন্ত্র ধারা যেন দুই নেত্রে ঝরে।।
এইমত নীলাচল বাসী সর্ব্বজনে।
সবে বলে সেই কৃষ্ণ চৈতন্য আপনে।।
কতদিন রহি গেলা দক্ষিণ ভ্রমণে।
কত মনোহর লীলা কৈল স্থানে স্থানে।।
পূর্ব্বে যৈছে মহাপ্রভু ভ্রমণ করিলা।
সেইমত সর্ব্বদেশ উদ্ধার হইলা।।
যেই দেখে সেই বলে কৃষ্ণ হরি হরি।
ঐছে নর-পশু-পক্ষ সকল নিস্তারি।।
পুনরপি নীলাচলে করিলা গমন।
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে নিস্তারিলা ত্রিভুবন।।
ভাগ্যতরু ফলিত হইলা বিপ্রবর।
পথ শ্রমে আইলা প্রভু সুধাময় ঘর।।

১। সার্ব্বভৌম — সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপবাসী মহেশ্বর বিশারদের পুত্র ও বিদ্যাবাচস্পতির ভ্রাতা। তাঁহার নাম বাসুদেব। অত্যদ্ভুত পাণ্ডিত্য গুণে 'সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য' উপাধি লাভ করেন। যবনগণ কর্ত্তৃক নবদ্বীপ আক্রান্ত হইলে তাঁহারা নবদ্বীপ ত্যাগ করেন। মহেশ্বর বিশারদ কাশীধামে বাস করেন। বাচস্পতি গৌড়ে অবস্থান করেন। আর সার্ব্বভৌমকে ক্ষেত্ররাজ প্রতাপরুদ্র আকর্ষণ করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সেবায় নিয়োগ করেন। তদবধি ক্ষেত্রবাস করিতেছিলেন। তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রতিভায় বড় বড় সন্ন্যাসীগণকে শিক্ষা দিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া ক্ষেত্রে গমন করিলে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রথম মিলন ঘটে। পরে তাঁহার ভবনে অবস্থান করিয়া বেদান্ত বিচার উপলক্ষ্যে তাঁহার মায়াবাদ খণ্ডন করেন এবং তাঁহাকে বিশুদ্ধ ভক্তি পথে আনয়ন করেন। তদবধি গৌর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রভুর সেবায় ব্রতী হইলেন। প্রভু তাঁর বিদ্যাগর্ব্ব খণ্ডনকালে যখন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে সময় ক্ষণ মধ্যে শত শ্লোক রচনা করিয়া সার্বভৌম প্রভুর স্তব করেন। তাহাই 'শ্রীচৈতন্য শতক' নামে প্রসিদ্ধ।

তারে দেখি বিপ্রবর পত্নীর সহিতে।
দর্শন প্রভাবে যায় চরণে ধরিতে।।
আস্তে ব্যস্তে প্রভু তারে সান্ত্বনা করিল।
কিবা রাখিয়াছ বিপ্র তাহা দেহ বৈল।।
বিপ্র বলে, 'আমি অতি দরিদ্র পামর।
কিবা ধন দিব আছে দেখ মোর ঘর।।'
এত কহি হস্ত ধরি তারে ঘরে নিল।
ছায়ারূপা নারায়ণী তাহাই দেখিল।।
পত্রের কুটিরে বসি লক্ষ্মী জলোদ্ভবা।
গন্ধ মাল্য দিয়া করে নারায়ণ সেবা।।
সেই নারায়ণ সাক্ষাৎ আইলা আপনে।
লক্ষ্মীদেবী জানিলেন তাহা মনে মনে।।
এই মোর প্রাণনাথ জানিলা নিশ্চয়ে।
মোর প্রভু বিনে কি মোর মন মোহয়ে।।
এইমত লক্ষ্মীদেবী মনে মনে কৈল।
যেই মালা নারায়ণের কণ্ঠে পরাইল।।
সেই মালা প্রভু কণ্ঠে পড়ে আচম্বিতে।
সুধাময় স্তুতি পাঠ কৈল বহু মতে।।
প্রভু আসি সকল স্বগণ সঙ্গে লৈয়া।
নিকটে চিলকা গ্রামে রহিল আসিয়া।।
সুধাময় বিপ্র আসি নিমন্ত্রণ কৈল।
স্বগণ বিপ্রে গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহিল।।
তবে সেই বিপ্র দিয়া গলেতে বসন।
প্রভুর গণেতে করে আত্ম নিবেদন।।
জলোদ্ভবা কন্যা এক আছে মোর স্থানে।
জলনিধি দিয়াছেন করিতে পালনে।।
মহাপুরুষের যোগ্য এই কন্যা হয়।
পরিচয় দিয়া মোরে করহ নির্ভয়।।
কোন-গোত্র গ্রামী আর কাহার-সন্তান।
অকপটে কহি মোরে কর পরিত্রাণ।।

কহে হাড়াই বন্দ্যোপাধ্যায় পুত্র নিত্যানন্দ।
শাণ্ডিল্য গোত্র হয় ওঝাকুলে পূর্ণচন্দ্র।।
তার এক পুত্র ইহার বীরচন্দ্র নাম।
রূপে গুণে কুলে শীলে সর্ব্বত্র বাখ্যান।।
আত্ম পরিচয় দিল সব বিপ্রগণে।
সভে ভাল ভাল বৈল আনন্দিত মনে।।
এতেক শুনিয়া বিপ্র আনন্দিত হৈল।
সঙ্গের বিপ্রগণ লৈয়া শুভলগ্ন কৈল।।
বিপ্র কহে, 'দান দিব পঞ্চ হরিতকী।'
প্রভু কহে, 'তথাস্তু হৈল একি একি।।'
গোধূলিতে লগ্ন হৈল অতি শুভক্ষণ।
বিনা বর বেশে প্রভু বরের মোহন।।
হেন কালে জলনিধি আইলা বিপ্র স্থানে।
মনুষ্যের বেশ ধরি বসিলা নির্জ্জনে।।
কহ বিপ্র কিবা চাহি করি পুরস্কার।
তোমার ভাগ্যের সীমা কি কহিব আর।।
যো অতি নিমচ্ছর আজি মচ্ছর হৈনু।
লক্ষ্মীনারায়ণ যুগল নয়নে দেখিনু।।
জলনিধি বলে বিপ্র দেখ বিদ্যমান।
পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ সাক্ষাৎ ভগবান।।
জগন্নাথ যেই বস্তু সেই এই রূপে।
কেবল পরমানন্দ আনন্দ স্বরূপে।।
বহু মূল্য রত্ন বিপ্রে কৈল সমর্পণে।
ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য স্তূপ করিল সেই ক্ষণে।।
গন্ধর্ব কিন্নর আর নারদ তুম্বরে।
নরবেশ ধরি সবা আইলা বিপ্রপুরে।।
বেদধ্বনি করে কেহ কেহ গায় বায়।
দেবরূপে-নররূপে কেহ আয় যায়।।
নারায়ণী অঙ্গবেশ করিল মোহিনী।
বর বেশ কৈল আসি সমুদ্র আপনি।।

সর্বপূর্ণ হইল আইল গোধূলি।
দুজনায় দেখা দেখি পুষ্প ফেলাফেলি।।
মহাবাক্য দ্বিজবর করে উচ্চারণ।
কন্যাদান কৈল শুভ লগ্ন শুভক্ষণ।।
সমুদ্র আপন কোবালয় দিব্যাগারে।
কুসুম শয্যায় শুতাইল দোঁহাকারে।।
চিরদিন বিয়োগ বিবাদে দুই জন।
চির-নিরীক্ষয়ে দোঁহে দোঁহার বদন।।
সুপ্রভাতে উঠি প্রভু মুখ প্রক্ষালিল।
সঙ্গীগণ মধ্যে আসি শুভ প্রশ্ন কৈল।।
বক্রেশ্বর[১] পণ্ডিতের প্রভু আজ্ঞা কৈল।
দেশেরে যাইব বলি এই বোল বৈল।।
তিঁহো কহে শিরোধার্য্য তোমার বচন।
এত কহি তিঁহো গেলা রাজার ভবন।।
গজপতির সন্তান সে দেশে অধিকারী।
দূর্দ্দণ্ড প্রতাপ চক্রদেব নামধারী।।
পণ্ডিত আসিয়া নিজ শক্তি প্রকাশিল।
রাজার অন্তরে ভক্তি সিন্ধু উথালিল।।
দণ্ডবৎ করি পড়ে চরণ যুগলে।
কৃতার্থ হইনু এই বার বার বলে।।
কৃপা করি মন্ত্র দেহ আমার শ্রবণে।
স্নান পূজা করি দোঁহে গেলেন নির্জ্জনে।।
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিয়া আত্মসাৎ কৈল।
সংসার তরিল তারে এই বোল বৈল।।
কিবা আজ্ঞা হয় রাজা কহে হস্ত জোড়ে।
নেত্রে জল ঝরে পদে বারে বারে পড়ে।।
তেঁহো কহে প্রভুর শ্রীচরণ বিজয়।
সুধাময় কন্যাসহ পানিগ্রহণ হয়।।
দম্পতিরে দেশে লইব তোমার সহায়।
দর্শনে কৃতার্থ হৈবে শীঘ্র চল রায়।।
যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা আজ্ঞা শিরে লই।
গমন করিল রাজা অতি ত্বরা হই।।
দোলা হস্তি রথ নিল সঙ্গতি করিয়া।
বহু পদাতিক চলে সুসজ্জ করিয়া।।
পণ্ডিত আসিয়া প্রভু প্রতি সব কৈল।
রাজা প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করাইল।।
সুধাময় মাগিল নিজ অভিষ্ট বর।
উৎসবান্তে মন প্রীতে চলে নিজ ঘর।।
তবে প্রভু গৃহে যাইতে উৎকণ্ঠা হইলা।
নিজগণ লইয়া প্রভু গমন করিলা।।
সার্বভৌম আদি করি মহাপ্রভুর গণ।
সবাস্থানে বিদায় হইয়া হর্ষ মন।।
বোঝা বোঝা মহাপ্রসাদ সঙ্গেতে লইয়া।
জগন্নাথ বলরামের শ্রীমুখ দেখিয়া।।
স্তুতি ভক্তি দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া।
চলিলেন বীরচন্দ্র নিজগণ লইয়া।।
দিব্য দোলা পরে প্রভু লক্ষ্মীর সহিতে।
সঙ্কীর্ত্তন সুখে নিজ বর্গের সহিতে।।

১। বক্রেশ্বর পণ্ডিত — বক্রেশ্বর পণ্ডিত শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। শ্রীকৃষ্ণের চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধ, ব্রজের তুঙ্গবিদ্যা ও শশিরেখা সখির মিলনে বক্রেশ্বর পণ্ডিত রূপে আবির্ভূত হন। সঙ্কীর্ত্তন নৃত্য-গীতে তাঁহার অগাধ ক্ষমতা ছিল। তিনি একভাবে চব্বিশ প্রহর নৃত্য করিতেন। তিনি ক্ষেত্রধামে শ্রীকাশী মিশ্রের শ্রীরাধাকান্ত সেবায় অবস্থান করিয়া অত্যদ্ভুত লীলার প্রকাশ করেন।

সর্ব পথ হরি সঙ্কীর্ত্তন প্রেম সুখে।
লক্ষ্মীসহ চলিলেন আনন্দ কৌতুকে।।
পথ ক্রমে ক্রমে চলি আইল শ্রীপাটে।
লোক কোলাহল হৈল জাহ্নবীর ঘাটে।।
নানা বাদ্যভাণ্ড বাজে কৃষ্ণ কোলাহল।
বৈষ্ণব মণ্ডল করে কীর্ত্তন মঙ্গল।।
ধাইয়া আইলা সব নগরিয়াগণ।
দেখে দোলা পরে প্রভু কন্দর্পমোহন।।
লক্ষ্মীর সহিত শোভা কহনে না যায়।
ঝলমল কিরণ কন্যার অঙ্গের ছটায়।।
তাহাতে প্রভুর শ্রীঅঙ্গের কান্তি প্রভা।
কোটি কন্দর্প লাবণ্য দোঁহাকার শোভা।।
সর্ব লোক দেখিয়া করয়ে ধন্য ধন্য।
সবে বলে এই সাক্ষাৎ লক্ষ্মীনারায়ণ।।
বীরচন্দ্র বিভা করি আইলেন ঘরে।
আনন্দে মঙ্গল দ্রব্য আয়োজন করে।।
গঙ্গাদেবী আইলেন বর কন্যা লইতে।
মাতাদ্বয় পশ্চাতে সর্বস্বগণ সহিতে।।
প্রভুর অগ্রজা গঙ্গা নিত্যানন্দ শক্তি।
দ্রবময়ি তনুধরে করে বিষ্ণু ভক্তি।।
গৃহে নিল বর কন্যা করাগ্রে ধরিয়া।
মাতা মুখ নিরখয়ে নয়ন ভরিয়া।।
লোকে কহে গৃহস্থ হইল বীরচন্দ্র।
শাখাগণ বৃদ্ধ হয়ে পূর্ণ হইল স্কন্ধ।।
এইমত নিত্য লীলা করে বীর রায়।
কে জানিতে পারে তেঁহো যদি না জানায়।।
ব্যবহার পরমার্থ খ্যাত হইল ত্রিভুবনে।
ভক্ত সঙ্গে ভক্তালাপ করেন নির্জ্জনে।।
অতুল ঐশ্বর্য্য প্রভু পরমার্থের সীমা।
বৃন্দাবন ভক্তিরস মাধুর্য্য গরিমা।।
বাড়ীর ব্যবহারের যত সমস্তের কর্ত্তা।
মাধব আচার্য্য[১] নাম গঙ্গাদেবীর ভর্ত্তা।।
বার শত নাড়া আর তের শত নাড়ী।
কেহ বহে গঙ্গাজল কেহ শোধে বাড়ী।।
বীর বীর করি নাড়া করে সিংহনাদে।
কারে নাহি ভয় বীরচন্দ্রের প্রসাদে।।
হেন লীলা বীরচন্দ্রের ইচ্ছাতে হইল।
মহাতেজ দেখি নাড়াগণে দণ্ড কৈল।।
নাড়ী সৃষ্টি করি নাড়ার তেজঃ কৈল ক্ষয়।
তথাপি নাড়ার তেজে ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়।।
যৈছে নাড়ী প্রকাশ করিলা বীরচন্দ্র।
তার বিবরণ কহি শুনহ ভক্তেন্দ্র।।
একদিন বীরচন্দ্র আছেন শয়নে।
রাত্রি জাগরণ করি কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনে।।
রন্ধন ব্যবস্থা করে শ্রীবসু-জাহ্নবা।
শ্রীশ্যামসুন্দরের করেন অনুরাগে সেবা।।
এইকালে নাড়াগণ আইলা কোথা হইতে।
ক্ষুধায় ব্যাকুল নাড়া লাগিল কহিতে।।

১। মাধব আচার্য্য — শ্রীমাধব আচার্য্য প্রভু নিত্যানন্দের শিষ্য ও জামাতা। কাটোয়ার নিকটবর্তী নন্যাপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা বিশ্বেশ্বরাচার্য্য, মাতা মহালক্ষ্মী। শৈশবে মাতৃ বিয়োগ ও পিতার সন্ন্যাস ঘটিলে বিশ্বেশ্বরের বাল্যবন্ধু ভগীরথাচার্য্য তাঁহাকে পালন করেন। মাধব বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'আচার্য্য' উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি জিরাট বলাগড়ে শ্রীপাট স্থাপন করেন। গীত-বাদ্যে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। পদকল্পতরু গ্রন্থে তাঁহার রচিত নিত্যানন্দ মহিমামূলক পদ দৃষ্ট হয়।

মা মা বলিয়া নাড়া করয়ে ফুৎকার।
ক্ষুধায় পোড়য়ে পেট দেহ খাইবার।।
শুনি শ্রীজাহ্নবা অতি করুণা হৃদয়।
কহেন ক্ষণ তিষ্ঠ ঠাকুরের ভোগ নাহি হয়।।
শ্যামসুন্দরের ভোগ হইলে খাইতে পাবে।
শুনি সে বচন নাড়াগণে কহে তবে।।
ক্ষুধায় পোড়য়ে পেট রহিতে না পারি।
জ্বলিল জ্বলিল বলি কহয়ে ফুকারী।।
এতেক কহিতে অগ্নি ঘরেতে জ্বলিল।
দেখিয়া সকল লোক কোলাহল কৈল।।
মহা কোলাহল শুনি বীরচন্দ্র রায়।
আস্তে ব্যস্তে হইয়া প্রভু জাগিলা ত্বরায়।।
ধাঁ ধাঁ করিয়া অগ্নি গৃহ মাঝে জ্বলে।
অমৃত নয়নে প্রভু চাহে কুতূহলে।।
ততক্ষণে অগ্নি সব নির্ব্বাণ হইল।
মহাপ্রভু বীরচন্দ্রের মহাক্রোধ হৈল।।
যার অংশে ভ্রূভঙ্গে হয় ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ।
নাড়াগণের দণ্ড দিতে করিলা প্রকাশ।।
নাড়ার তেজ দেখি প্রভু মনে বিচারিয়া।
নাড়ী সৃষ্টি কৈল প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।।
তের শত নাড়ী সৃষ্টি ইঙ্গিতে করিলা।
ভুবন মোহিনী সব রূপেতে উজ্জ্বলা।।
ষোড়শ বৎসর সবে যৌবনে উন্নত।
দেখিয়া সকল নাড়া হইলা মোহিত।।
হাসি হাসি প্রভু সব নাড়া বোলাইল।
এক দুই করিয়া নাড়ারে পছাইল।।
মোহিত সকল নাড়া নাড়ীরে দেখিয়া।
অঙ্গীকার কৈল নাড়া প্রভু আজ্ঞা পাইয়া।।
কৈ কৈ নাড়া তাহে বিবেকি আছিল।
নাড়ীতে দেখিয়া ভাজীগণ পলাইল।।

মহাপ্রভু বীরচন্দ্রের ডরের লাগিয়া।
জলের ভিতরে যাই রহিল ডুবিয়া।।
দুই এক মাস রহিল ডুবিয়া যে জলে।
মহাপ্রভু বীরচন্দ্রের ঐছে কৃপাবলে।।
হেনমতে নাড়াগণে প্রভু দণ্ড কৈল।
সেই হইতে সঙ্গোগী বৈষ্ণব সৃষ্টি হইল।।
হেন প্রভু বীরচন্দ্রের মায়ার প্রকাশ।
কলি যুগ দেখি নাড়ার তেজ কৈল নাশ।।
অতএব স্ত্রী সঙ্গিনী করি দূরে।
তবে সে ভাসিবে কৃষ্ণ প্রেমের সাগরে।।
যেই যেই নাড়া স্ত্রী সঙ্গ ভয়ে পলাইল।
আত্ম মায়াকাশে তারা রহিত হইল।।
সেই নাড়া যেই স্থানে আশ্রম করিল।
সেই সেই স্থান মহা সিদ্ধপীঠ হইল।।
নারী কুম্ভিরিণী গ্রাস করিল যাহারে।
তারে দেখি ভক্তিদেবী পলায়ন করে।।
অতএব স্ত্রী সঙ্গী সঙ্গিনী দূরে করি।
সাধু সঙ্গে ভজ সদা গোবিন্দ মুরারী।।
ইন্দ্রিয়গণের সদা করিয়া দমন।
সর্ব্বদা করহ কৃষ্ণ শ্রবণ কীর্ত্তন।।
যদি বল সংসারি লোকের কিবা গতি।
ধন পুত্র নারী বিনে অন্য নাহি মতি।।
এ সব জীবের কিসে হইবে উদ্ধার।
নিত্যানন্দে গৌরচন্দ্রে নিষ্ঠা আছে যার।।
সর্ব্ব দোষ থাকিলে তরিবে সেইজন।
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র পদে যার মন।।
পাতকি তারিতে দুই প্রভু অবতার।
হেন যে ভজে সে পাইবে নিস্তার।।
স্ত্রী পুত্র সংসারেতে রহিয়া যেই জন।
সর্ব্বদা করয়ে নিতাই চৈতন্য স্মরণ।।

সত্য সত্য সেই কৃষ্ণ-প্যারী করে যাবে।
ভাব যোগ্য দেহ পাই কৃষ্ণপদ পাবে।।
সর্ব্বভক্তের সাধন নিতাই চৈতন্যের নাম।
ইথে নিষ্ঠা কৈল্ল যেই সেই ভাগ্যবান।।
এতএব ভজ সদা নিতাই চৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণ লীলাভাব হইয়া অনন্য।।
এক্ষণে শুনহ বীরচন্দ্র লীলা গুণ।
কৃষ্ণ ভক্তি পাবে সর্ব্ব তাপ হবে ন্যূন।।
কতদিনে সন্তান প্রকাশিতে হৈল মন।
'গোপীজন বল্লভ' নামে প্রথম নন্দন।।
দ্বিতীয় 'শ্রীরামকৃষ্ণ' সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
ব্রহ্মাতেজময় 'রামচন্দ্র' তারপর।।
ত্রিশক্তি ধারণ তিন পুত্র প্রকাশিল।
জীবের কল্মষ বীজ সব নাশ হৈল।।
সকল কনিষ্ঠা এক কন্যা উপাদান।
পার্ব্বতি চরণ মুখুর্য্যারে[১] কৈল দান।।
এই সব কথা হয় অতিশয় গূঢ়।
সাবধান হবে যেন না শুনয়ে মূঢ়।।
মন্ত্রবেদ হয় সম্প্রদায় বিহীন।
ব্যবসায়ী বাসিবে তাহারে সদাভিন্।।
পুরুষ ক্রমে এক মন্ত্রে নহে উপাসক।
যখন যেমত করে লোক প্রতারক।।
আত্মঘাতী আদি পঞ্চ পাতকি করিয়া।
তারা যেন কোন মতে না শুনয়ে ইহা।।
ব্যবহার পরমার্থে সুধারা জানিবা।
গুরু ত্যাগি অপরাধি প্রতি না কহিবা।।
কুচ্ছিত অপাত্রে ধর্ম্ম ব্যাভিচারি জনে।
নিন্দক পাষণ্ড জনে করিবে গোপনে।।
নিত্যানন্দ দ্বেষী নিত্যানন্দে ভক্তি শূন্য।
ভক্তদ্রোহী আদি যত আছে হীন গণ্য।।
ধর্ম্মী কর্ম্মী যোগী জ্ঞানী নানা মত ইষ্ট।
কামী ক্রোধী অহঙ্কারী লোভী যত দুষ্ট।।
ভাব ভিন্ন জনে না কহিবা এই কথা।
প্রভুর বিরল বাক্য পালিবে সর্বথা।।
সগোষ্ঠী বৈষ্ণব যার ঐকান্তিক মন।
মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যার প্রাণধন।।
স্বজাতি প্রতিই কহিবে এই কথা।
গোপনে রাখিবে ব্যক্ত না হয় সর্বথা।।
এই গ্রন্থ লিখি শুনাইনু প্রভু স্থানে।
তেঁহো মোরে কহিয়াছেন রাখিবে গোপনে।।
ঘরের সেবক যেন করয়ে শ্রবণ।
অন্য যেন নাহি শুনে এ অতি গোপন।।
এই গ্রন্থ শুনি প্রভু বড় প্রীতি পাইল।
মোরে আলিঙ্গন করি হাসিতে লাগিল।।
বীরচন্দ্র প্রভুর পদ করি আশ।
বংশ বিস্তার কহেন শ্রীবৃন্দাবন দাস।।

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তারে আদ্য লীলায়াং
শ্রীল শ্রীমদ্বীরচন্দ্র বংশ প্রকাশ কথনং নাম তৃতীয় স্তবকঃ।

১। পার্ব্বতিচরণ মুখুর্য্যা — ফুলিয়া নিবাসী শ্রীপার্বতীচরণ মুখার্জির সহিত প্রভু বীরচন্দ্রের কন্যা ভুবন মোহিনীর বিবাহ হয়।

তথাহি — শ্রীপ্রেমবিলাসে —

"দুহিতার নাম হয় ভুবন মোহিনী। ফুলিয়ার মুখুটী পার্ব্বতীনাথ স্বামী।।"

।। চতুর্থ স্তবক ।।

জয় জয় নিত্যানন্দ পতিত পাবন।
জয় বীরচন্দ্র নিত্যানন্দ যার ধন।।
জয় বসু জাহ্নবার জীবনের জীবন।
জয় বীরচন্দ্র সেই শচীর নন্দন।।
তবে প্রভু করিলেন দ্বিতীয় সংসার।
মহাভাগ্যবতী 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাম যার।।
রূপে গুণে শীলে দেবি লক্ষ্মী মূর্ত্তি মন্ত।
বসু জাহ্নবা বধূ দেখিয়া আনন্দ।।
কৃপা করি শ্রীজাহ্নবা তাঁরে শিষ্য কৈল।
তিঁহো প্রভুর পাদপদ্মে দেহ সমর্পিল।।
বীরচন্দ্রের সেবা করে মহাপতিব্রতা।
নারায়ণী দেবী স্নেহ করেন সর্বথা।।
যৈছে লক্ষ্মী সরস্বতী তৈছে দোঁহার রিতি।
বীরচন্দ্র-নারায়ণী সেবাতে পিরীতি।।
নারায়ণী-বিষ্ণুপ্রিয়া দুই জগন্মাতা।
বসুধা-জাহ্নবা দুঁহার প্রাণের সমতা।।
দুই বধূ দু-মাতার সদা সেবা করে।
শ্রীবসু-জাহ্নবা ভাসে সুখের সাগরে।।
নিরন্তর শ্যামসুন্দরের সেবা পরায়ণ।
প্রভু বীরচন্দ্রের সেবা করে কায়মন।।
নিত্যানন্দ স্বরূপ শ্রীবীরচন্দ্র রায়।
যাহার প্রভাবে পাপ পাষণ্ড পলায়।।
তার তিন পুত্র সাক্ষাৎ মূর্তি মন্ত।
শান্ত-দান্ত-শুচি সদ্গুণের নাহি অন্ত।।
বীরচন্দ্র কিরণ শীতলে সব প্রাণী।
জুড়াইনু এই মাত্র পরস্পর শুনি।।
শ্রীমতী জাহ্নবা বীরচন্দ্র প্রতি বৈল।
তোমার ভক্তিতে আমি বড় তুষ্ট হৈল।।
অনুমতি দেহ বাপ যাব বৃন্দাবন।
ব্রজেন্দ্র নন্দন লাগি চিত্ত উচাটন।।
শুনি বীরচন্দ্র কহে জোড় হস্ত হৈয়া।
কোন অপরাধে প্রভু যাইবা ছাড়িয়া।।
পুরুষ প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ তুমিত নিশ্চয়।
তুমি রাধাকৃষ্ণ রূপ নাহিক সংশয়।।
তুমি বৃন্দাবননাথ বৃন্দাবনেশ্বরী।
তুমি নিত্যানন্দ প্রভু গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।
'অনঙ্গ মঞ্জরী' তুমি মোর মনোভীষ্ট।
ভাব নিষ্ঠ সিদ্ধ মোর সম্মিত ইষ্ট।।
আমি ইথে কি বলিব তুমিত স্বতন্ত্র।
যাইতে তোমার সুখ এই সবার মন্ত্র।।
প্রভু গেলে মোর প্রাণ না রহে সর্বথা।
চরণে ধরিয়া প্রভু করি যে ব্যগ্রতা।।
আমি সঙ্গে যাব প্রভুর চরণ দেখিয়া।
সংসারে থাকিব আমি কিসের লাগিয়া।।
প্রভু কহে, 'তুমি যাহ নহে এ সময়।
পশ্চাৎ আসিবে তুমি তোর নিজালয়।।'
গোসাঞি হইল আজ্ঞা শিরোধার্য্য করি।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি।।
বহু দাসদাসী সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব।
করিলেন শুভ যাত্রা পরম উৎসব।।
গোপীজন বল্লভ গোসাঞি সঙ্গে অনুব্রজি।
দুয়ারে ধরিল আনি দিব্য দোলা সাজি।।
জগন্মাতা আনন্দে চড়িল দোলাপরি।
বৈষ্ণব সকল চলে হরিধ্বনি করি।।
গঙ্গাপার হই চলে গঙ্গা ধারে ধারে।
প্রভুর মুণ্ডন স্থান কন্টক নগরে[১]।।

১। কন্টক নগরে — কন্টকনগরই শ্রীকাটোয়া ধাম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস স্থান। হাওড়া স্টেশন হইতে ব্যাণ্ডেল হইয়া কাটোয়া জংশন যাওয়া যায়। স্টেশনের নিকটেই প্রভুর লীলাভূমি বিরাজিত।

তিনদিন তথায় হইল মহোৎসব।
তথা আসি মিলিলেন অনেক বৈষ্ণব।।
আজ্ঞা হৈল রাঢ়দেশ পথে যাব আমি।
প্রথমত অনুরাগে প্রভুর জন্মভূমি।।
পথি মধ্যে আছয়ে মঙ্গলকোট[১] নামে।
চন্দন মণ্ডল বনিক বৈসে সেই গ্রামে।।
সেই ধনি বৈষ্ণব পরমার্থ নিষ্ঠ মনে।
এক রথ নির্ম্মাইল অনেক যতনে।।
শুনিল যে প্রভু যান বৃন্দাবন ধাম।
কৃতার্থ হইনু বলে পূর্ণ হইল কাম।।
সগোষ্ঠী তথায় গেল গলে বস্ত্র লৈয়া।
পড়িয়া রহিল প্রভুর পথ আগুলিয়া।।
প্রভু কহেন একি হয় পথে পড়ি কেনে।
ঠাকুর রামাই[২] তবে কহে শ্রীচরণে।।
বিষয়ী বনিক জাতি চন্দন ইহার নাম।
ঘরের সেবক নিবেদয়ে তব স্থান।।

শুনি প্রভু কহে উঠ কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ।
প্রভু পূর্ণ করিবেন তোমার মনোভীষ্ট।।
শুনি উঠি নাচে মণ্ডল হরি হরি বলে।
নাচে গায় কান্দে পড়ে লুটি ক্ষিতিতলে।।
জয় নিত্যানন্দ বলি করয়ে হুঙ্কার।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক নেত্রে বহে অশ্রু ধার।।
কৃপায় হইল কৃপাময় কলেবর।
আজ্ঞা হইল সবে চল মণ্ডলের ঘর।।
ইহা শুনি আনন্দিত হইল গৃহস্থ।
মঙ্গল আয়োজন করে সগণে হৈয়া ব্যস্ত।।
নূতন বসন ধৌত পথেতে ফেলিল।
নবঘট পূর্ণ দ্বারে কদলি রোপিল।।
আম্রের পল্লব গাঁথি করে বনমালা।
প্রতি দ্বারে দ্বারে ঘৃত প্রদীপ জ্বালিলা।।
ধূপ দীপ গন্ধ মাল্য ষোড়শ উপচার।
পূজা দ্রব্য রাখিয়াছে মণ্ডপ দুয়ার।।

১। মঙ্গলকোট — মঙ্গলকোট বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। বর্দ্ধমান-কাটোয়া রেলপথে কৈচর স্টেশন হইতে উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত।

২। ঠাকুর রামাই — শ্রীরামাই পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ শ্রীবংশীবদনের পৌত্র ও শ্রীচৈতন্যদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে বংশীবদনই পুনঃ অপ্রাকৃত লীলার জন্য নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূর গর্ভে প্রকট হন। শ্রীনিত্যানন্দ পত্নী শ্রীজাহ্নবা দেবীর বরে শ্রীরামাই পণ্ডিতের জন্ম হয়। ১৪৫৬ শকে ফাল্গুন শুক্লা সপ্তমীতে রামাই পণ্ডিতের জন্ম হয়। রামাইয়ের কৈশোর বয়সে শচীনন্দন নামে এক ভ্রাতা জন্মিলে জাহ্নবাদেবী রামাইকে খড়দহে আনয়ন করেন। জাহ্নবাদেবীর স্নেহে রামাই অশেষ গুণের অধিকারী হইলেন। কতদিন বৃন্দাবনে জাহ্নবাদেবী শ্রীগোপীনাথে অন্তর্দ্ধান করিলে রামাই প্রস্কন্দন তীর্থে প্রাপ্ত শ্রীরাম কানাই বিগ্রহ লইয়া গৌড়দেশে আগমন করেন। বাঘ্নাপাড়ায় শ্রীপাট স্থাপন করেন। কতককাল সেবাদি করার পর ভ্রাতা শচীনন্দনের উপর সেবার ভার দিয়া ১৫০৫ শকাব্দের মাঘ মাসে কৃষ্ণ পক্ষ তৃতীয়া তিথিতে রামাই পণ্ডিত অন্তর্দ্ধান করেন। বাংলা ভাষায় শ্রীঅনঙ্গ মঞ্জরী সম্পূটকাদি বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

খট্টাসন ভৃঙ্গারে সুবাসিত জল পুরি।
ব্যজন চামর নব পাদুকাদি করি।।
আত্মগৃহে দারা-পুত্র-প্রাণ-ধন-জনে।
অকপটে সমর্পিল প্রভুর চরণে।।
'আরে মোর মোর নিত্যানন্দ রায়।'
হাসে কান্দে নাচে পড়ে এই মাত্র গায়।।
'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' বলি গর গর হিয়া।
'হা বসু জাহ্নবা' বলি কান্দে ফুকারিয়া।।
আনন্দে লোকেতে পূর্ণ হইল তার বাস।
এককালে সর্বজনে দেখিল প্রকাশ।।
কেহ দেখে চতুর্ভুজা কেহ অষ্টভুজা।
কেহ দেখে ব্রহ্মা শিব আদি করে পূজা।।
কেহ দেখে দুর্গারূপা কেহ বা জাহ্নবী।
কেহবা গায়ত্রী রূপা কেহবা বৈষ্ণবী।।
কেহ দেখে পুরুষ প্রকৃতি এক ধাম।
কেহ দেখে আনন্দ স্বরূপে অভিরাম।।
কেহ দেখে কৃষ্ণ কেহ দেখে বলরাম।
কেহ দেখে বৃন্দাবনেশ্বরী জ্যোতি ধাম।।
কেহ দেখে যুথেশ্বরী প্রকৃতি প্রধান।
গোপীগণ বায়ে যন্ত্র করে নৃত্য গান।।
কেহ দেখে শ্যামল চিকন্ বলরাম।
গোষ্ঠ ক্রীড়া করে সখা সঙ্গেতে শ্রীদাম।।
যার যেই ভাব দেখে আপনার মনে।
নিত্য সিদ্ধগণ করে অপূর্ব দর্শনে।।
এইমত প্রকাশ করয়ে নিত্যানন্দ।
ইহা না মানয়ে যেই সেই অতি মন্দ।।
সে সব জনের সঙ্গে কিবা প্রয়োজন।
নিত্যানন্দ-মতিহীনের না দেখি বদন।।
পঞ্চরসের গুরু হয় মন্ত্র মূর্ত্তি মন্ত।
কৃষ্ণ সুখাধার যার গুণে নাহি অন্ত।।
দাস হৈয়া করে কৃষ্ণের পাদ সম্বাহন।
সখা তাতে সর্বজ্ঞাতা বিশ্বাস বচন।।
বাৎসল্যেতে কৃষ্ণ প্রতি অতি স্নেহ মানে।
মধুরেতে নিজ শক্তি সব কান্তাগণে।।
রাধিকা অনঙ্গ রূপে প্রধান প্রকৃতি।
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে আহ্লাদিনী শক্তি।।
প্রধান প্রকৃতি রূপে আপনে সেবয়।
কৃষ্ণের যখন যেবা মনোবাঞ্ছা হয়।।
দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-কান্তাভাব বৃন্দাবনে।
যেবা চাহে সে ভজুক নিতাই চরণে।।
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য লীলা যত কৃষ্ণের হয়।
সব লীলা পুষ্ট করে রোহিণী তনয়।।
ধর্ম্ম-অর্থ-মোক্ষ-কাম রাজ-ধন মায়া।
যে চাহিবে সব পাবে নিরঙ্কুশ হৈয়া।।
পতিতের ত্রাণ লাগি যার অবতার।
হেন নিত্যানন্দে ভক্তি শূন্য যে সে ছার।।
সে সব জনের সঙ্গে মোর কিবা দায়।
মোর প্রাণধন সদা নিত্যানন্দ রায়।।
যে শরীরে গৌরচন্দ্র করেন বিহার।
নিত্যানন্দে ভক্তি বিনে কিছু নাহি আর।।
হেন নিত্যানন্দে যার নাহিক বিশ্বাস।
ইহকাল পরকাল দুই হয় নাশ।।
সচ্চিদানন্দ তনু রাধাকৃষ্ণ নাম।
সেই দুই এক এবে নিত্যানন্দ রাম।।

তথাহি— ধরণী শেষ সংবাদে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে
নিত্যং শ্রীরাধিকা নাম আনন্দ কৃষ্ণ বিগ্রহ।
উভয়ং মিলিতং নাম নিত্যানন্দে বসুন্ধরে।।
আমার কথাতে যদি না হয় বিশ্বাস।
ধরণী শেষ সম্বাদে দেখ পাইবে প্রকাশ।।

ভক্তিমন্ত জন ইহা দৃঢ় করি মানে।
অভক্তে দেখিলে শাস্ত্র সত্য নাহি মানে।।
এই মতে শ্রীজাহ্নবা দ্বাদশ বৎসর।
মহামহোৎসব করে চলিতে তৎপর।।
সকল বৈষ্ণবগণে ঘোষণা পড়িল।
সবে 'সাজ সাজ' বলি এই বোল বৈল।।
মণ্ডল আসিয়া বলে গলে বস্ত্র দিয়া।
আর তিনদিন প্রভু না দিব ছাড়িয়া।।
তোমার কৃপায় এক রথ নির্ম্মাণ কৈল।
অদ্যাপিহ বিষ্ণু প্রতি উদ্দেশ্যে না দিল।।
সাক্ষাৎ সে কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমারে।
ঘৃণা ত্যাগ করি চড় রথের উপরে।।
এবে মোর মনোভীষ্ট সর্বসিদ্ধ হয়ে।
পতিত পাবন নাম ঘুষিবারে রয়ে।।
মণ্ডলের পত্নী পুত্র পড়ে শ্রীচরণে।
দন্তে তৃণ ধরি করে আত্মনিবেদনে।।
তুমি জগন্মাতা সব তোমার বালক।
ছোট বড় নীচানীচ সবার পালক।।
হা হা জগন্মাতা তুমার লইনু স্মরণ।
এ নফরে কৃপা করি পূর্ণ কর মন।।
তার স্তুতি ভক্তি শুনি প্রভু হাস্য কৈলা।
গোসাঞি গোপীজন বল্লভে আজ্ঞা দিলা।।
রথে চড়ি মণ্ডলেরে করহে উদ্ধার।
সবংশে উত্তম গতি হউক ইহার।।
বিশেষ আমার প্রাণনাথের কৃপাপাত্র।
সে সম্বন্ধ জানি বাপু করহ কৃতার্থ।।
যে আজ্ঞা বলিয়া গোসাঞি আজ্ঞা শিরে ধরি।
সেবক জানিয়ে তার বাঞ্ছা পূর্ণ করি।।
লীলায় চড়িলা প্রভু রথের উপরে।
চারিদিকে লোক সব হরিধ্বনি করে।।

হরি বোল হরি বোল জয় কৃষ্ণ রাম।
এই সুধা ধ্বনি বর্ষে সদা কৃষ্ণ নাম।।
রথেতে চড়িয়া নিজ শক্তি প্রকাশিল।
বনমালা পীত বস্ত্র চতুর্ভুজ হইল।।
উত্তম মধ্যম আর প্রাকৃতের গণ।
সবে মেলি এককালে পাইল দরশন।।
আর এক কৃপাশক্তি করিল বিস্তার।
সবার মুখে স্তুতি বাক্য নেত্রে জলধার।।
রথে চড়ি প্রভু মণ্ডলের পূজা নিল।
বহু দ্রব্য আয়োজনে দৃষ্টিপাত কৈল।।
রথ টানে মণ্ডল স্বগণ সঙ্গে লইয়া।
আর সব লোক টানে কাছিতে ধরিয়া।।
মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজে করতাল করি।
শঙ্খ-ঘন্টা-তুরি-ভেরি-ডমক-খঞ্জরি।।
মহানন্দে হরিধ্বনি করে সব লোক।
দরশনে দূর গেল তাপত্রয় শোক।।
প্রভুর কৃপাতে কারো ক্ষুধা তৃষ্ণা নাঞি।
আপনে ডাকিয়া বলে দয়াল গোসাঁই।।
তৃতীয় প্রহর বেলা হইল আক্রমণে।
বহু শ্রম কৈল সভে পথের কীর্ত্তনে।।
স্নান পান করি সবে রহ এই স্থানে।
অহোরাত্রি কর আজি কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনে।।
রহ রহ বলি ডাক পড়িল সকলে।
মণ্ডল পড়িল আসি প্রভুর পদতলে।।
রথ হৈতে পৃথিবী পরশ কৈল প্রভু।
হেন কৃপাময় লীলা না শুনিল কভু।।
মণ্ডল কহয়ে প্রভু দয়াময় তুমি।
যতেক আইলা চড়ি রথ গম্য ভূমি।।
এই ভূমি হইল তোমার অধিকার।
তীর্থ ক্ষেত্র হইল মোর সত্ত্বা নাহি আর।

ঈষৎ হাসিয়া প্রভু অঙ্গীকার কৈল।
এই সব বার্ত্তা আসি শ্রীমতীরে বৈল।।
লতাতে বেষ্টিত তরু মনোহর স্থান।
শ্রীপাট করিয়া আখ্যান হইল লতাধাম।।
স্বশক্তি সঞ্চার প্রভু তথাতে করিল।
লীলা লাগি বহু মূর্ত্তি বহু ধাম হৈল।।
কলি মত্ত গজ প্রভু সন্তান কেশরী।
স্থানে স্থানে জীব নিস্তারিতে অধিকারী।।
এই পথে চুরি করে সাধুবেশ ধরে।
মন্ত্র বেদ শিক্ষা করায় এ সংসারে।।
আপনাকে প্রভু করি দেখায় অন্যেরে।
সেবকের সহিত রৌরবে ডুবি মরে।।
সে সব পাষণ্ডীর নাম নাহি প্রভু জনে।
করন কারণ দেখিবেক সর্ব্বজনে।।
লোকের নিস্তার বিদ্যা ধর্ম্মের বিচার।
কলিতে করিল প্রভু সন্তান প্রচার।।
জগতের পতিত দুর্গতি দীনজনে।
উদ্ধার করিতে নিত্যানন্দ সাবধানে।।
পতিত পাবন হেতু নিত্যানন্দ সীমা।
পাষণ্ড দুর্জ্জন বলে কিসের মহিমা।।
দেখিয়া স্বরূপ-শক্তি দেখিতে না পায়।
সূর্য্যের কিরণ যৈছে উলুকে না দেখয়।।
হেন নিত্যানন্দে দ্বেষ যে জন করয়।
তবে পদাঘাত করি তাহার মাথায়।।
প্রভু নিন্দা করি আত্মঘাতী হৈয়া মরে।
তারে উদ্ধারিতে কেহ নাহিক সংসারে।।
এক নিত্যানন্দ প্রভু জগতের গুরু।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভক্তি বাঞ্ছা কল্পতরু।।
অজ্ঞান পাষণ্ড দোষ প্রভু নাহি ধরে।
জ্ঞানেতে পাষণ্ড হৈয়া নিন্দা করি মরে।।
মোর কিবা মনঃ কথা মরিবে আপনে।
আত্ম মনো দৃঢ় রহু প্রভুর চরণে।।
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রভু জয় জয়।
আমি বিকাইনু বিনিমূলে যাঁর পায়।।
নিত্যানন্দ বিনে মোর গতি নাহি আর।
মোর প্রাণধন পদ্মাবতীর কুমার।।
জয় জয় গৌরচন্দ্র শচীর নন্দন।
যার কৃপায় পাইনু নিত্যানন্দের চরণ।।
জয় জয় বাপ বিশ্বম্ভর গৌরহরি।
নিত্যানন্দ সঙ্গে যেন তুমা না পাসরী।।
জয় মোর নাথের পরাণ বিশ্বম্ভর।
সদা স্ফুর্ত্তি রহু মোর বাহির অন্তর।।
গৌর নিত্যানন্দ বিনে কি মোহার গতি।
জন্ম জন্ম দুটি ভাই মোর হউ পতি।।
সকল বৈষ্ণবগণ পুরাও মোর আশ।
জন্মে জন্মে হই যেন নিত্যানন্দ দাস।।
আর এক প্রার্থনা করি যে সর্ব্ব স্থানে।
নিত্যানন্দ বিমুখের না দেখি বদনে।।
প্রভু বীরচন্দ্র পদে রহু মোর মন।
শ্রীবসু-জাহ্নবা পদ মোর প্রাণধন।।
বীরচন্দ্র প্রভুর চরণে করি আশ।
বংশ বিস্তার কহে বৃন্দাবন দাস।।

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তারে মধ্য লীলায়াং
শ্রীমতী জাহ্নবা গোস্বামীন শ্রীশ্রীবৃন্দাবন গমনং নাম চতুর্থ স্তবকঃ।

।। পঞ্চম স্তবক ।।

জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের আর্য্য।
জয় নিত্যানন্দ সর্ব্ব ভক্তি শিরোধার্য্য।।
জয় নিত্যানন্দ বসু-জাহ্নবা জীবন।
জয় নিত্যানন্দ অধম পাতকী তারণ।।
জয় বীরচন্দ্র নিত্যানন্দের তনয়।
অভিন্ন চৈতন্য বীরচন্দ্র কৃপাময়।।
তারপর শুন সব অপূর্ব্ব কথন।
যেইমত চলিলেন প্রভু বৃন্দাবন।।
রামদাস রামাই সুন্দর[1] জ্ঞানদাসে[2]।
এই চারি জনে প্রভু ডাকিলেন পাশে।।
রাঢ় মৌড়েশ্বর একচাকা নামে গ্রাম।
দর্শন করিব মোর প্রভুর জন্মস্থান।।
অবশ্য যাইতে হয়ে এই মোর মন।
বড় ভাল ভাল বলি কহে ভক্তগণ।।
শ্রীহরি বলিয়া প্রভু দোলা চড়ি যায়।
গ্রামবাসী স্ত্রী বালক কান্দি কান্দি ধায়।।
কেহ কেহ প্রভু যেবা প্রীতি বাক্য বৈল।
এ জনমে যেন লীলা এত স্নেহ কৈল।।
কৃপাময়ী মূর্ত্তি গঙ্গা সীতা লক্ষ্মী রূপা।
দর্শন দিবারে আইলা যারে করি কৃপা।।
যার যে অভীষ্ট তাহা মাগি নিল বর।
দুঃখীত হইয়া সবে চলিলেন ঘর।।
মণ্ডল আপন বৃত্তি সন্তানেরে দিয়া।
চলিল প্রভুর সঙ্গে বৈষ্ণব হইয়া।।
তাঁর সঙ্গে গোড়াইল তাহার রমণী।
উঠিল আনন্দময় হরি হরি ধ্বনি।।
এইমত পথ ক্রমে আইলা নগরে।
এক রাত্রি তঁহি রহি মহানন্দ করে।।
তারপর আইলেন একচাকা গ্রামে।
কুণ্ডলী তলাতে গিয়া করিল বিশ্রামে।।
সেই গ্রামে বৈসে যত ব্রাহ্মণ সজ্জন।
সবাই মিলিল আসি করিতে দর্শন।।
পণ্ডিতের জ্ঞাতি পুত্র মাধব নাম তার।
আসিয়া করিল তিঁহো বহু পুরস্কার।।
বৈষ্ণবের গণে দিল দিব্য বাসস্থান।
যথাযোগ্য ভোজ্য পৃথক কৈল সমাধান।।
ঘরে ভাত করি কৈল গোসাঞির নিমন্ত্রণ।
আনন্দে উন্মত্ত হৈল সেই গ্রামীজন।।
ভোজনান্তে সন্ধ্যায় কীর্ত্তন আরম্ভিল।
মত্ত হৈয়া সব লোক নাচিতে লাগিল।।
নিত্যানন্দ শক্তি তথা করিল প্রচার।
গোসাঞির নৃত্য দেখি সবে হৈল চমৎকার।।
কেহ দেখে পাতাল হৈতে সব ফণি।
আসিয়া দেখয়ে নৃত্য শিরে জ্বলে মনি।।
কেহ দেখে আকাশে বিমানে দেবগণ।
প্রেমানন্দে নাচে সবে করে দরশন।।
'হরি বোল বোল হরি হরি বলি।'
প্রেমানন্দে নাচে লোক দুই বাহু তুলি।।

১। সুন্দর — সুন্দরানন্দ ঠাকুর প্রভু নিত্যানন্দের শিষ্য দ্বাদশ গোপালের একজন। ব্রজের বসুদাম সখা। যশোহর জেলায় হলদা মহেশপুরে তাঁহার শ্রীপাট। তিনি জাম্বীর বৃক্ষে কদম্ব পুষ্প ফুটাইয়া ছিলেন।

২। জ্ঞানদাস — জ্ঞানদাস প্রভু নিত্যানন্দের কৃপাপাত্র। রাঢ় দেশের কাঁদরা গ্রামে তাঁহার ভবন। বৈষ্ণব সঙ্গীতে তাঁহার অবদান রহিয়াছে।

এই মতে গেল দুই প্রহর রজনী।
কীর্ত্তন রাখিল করি হরি হরি ধ্বনি।।
কুণ্ডলের প্রসঙ্গ হইল সেই স্থানে।
মাধব কহেন তাহা সর্ব্ব ভক্ত শুনে।।
নিত্যানন্দ প্রভু যবে করিল সন্ন্যাস।
অবধৌতাশ্রম লই হৈল দিগ্বাস।।
কর্ণেতে কুণ্ডল এক হাতে যষ্টি ধরি।
ভ্রমিলেন চারিদিক বহু তীর্থ করি।।
চিরকাল ভ্রমিয়ে আসিলেন জন্মভূমে[1]।
আসিয়া উপস্থিত হইল এই গ্রামে।।
হেনকালে গ্রামের সকল প্রজাগণে।
পলাইয়া যায় তারা মনে ভয় মেনে।।
প্রভু কহে, 'সবে কোথা যাও পলাইয়া।'
সবে নিবেদন করে দণ্ডবৎ হৈয়া।।
এক মহা অজগর এই গ্রামে আসি।
মহাউপদ্রব করে তারে ভয় বাসি।।
নিবেদন কৈল তারে গলে বস্ত্র দিয়া।
তুমি উপদ্রব কর কিসের লাগিয়া।।
তুমিত অনন্ত মূর্ত্তি সর্ব্বত্র ব্যাপক।
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা সবার পালক।।
ব্যক্ত হয়া অজগর বৈল সবাকারে।
আমি এই সর্ব্ব প্রাণী করিব সংহারে।।
নহে এক ক্রম করি সবে ঘরে ঘরে।
দিনে দিনে এক বলি আনি দিবে মোরে।।

ইহা শুনি ত্রাসিত হইয়া সর্ব্বজন।
দেশ ছাড়ি যাই সবে করি পলায়ন।।
এতেক শুনিয়া প্রভু অট্ট অট্ট হাসি।
ফিরাইল গ্রামী জনে অনেক আশ্বাসী।।
এই স্থানে বসিল নিতাই অবধৌত।
কোথা সর্প প্রভু করেন দৃষ্টিপাত।।
এই স্থানে বিষদ্বার হৈল অকস্মাৎ।
মহানাগ ফণা ধরি হইল সাক্ষাৎ।।
প্রভু তার ফণা ধরিলেন নিজ করে।
অস্পষ্ট করিয়া কিবা মন্ত্র দিল তারে।।
চরণে পড়িয়া সর্প গর্ত্তে প্রবেশিল।
কর্ণের কুণ্ডল দিয়া দ্বার বন্ধ কৈল।।
এই সব কথা বিস্তারিল দেশে দেশে।
অনেক সংঘট্ট লোক হৈল প্রভু পাশে।।
সাত দিন প্রভু ইহা করিল বিশ্রাম।
কুণ্ডলীতলা আখ্যান হৈল মহা তীর্থস্থান।।
সেই হৈতে কুণ্ডল বাড়িছে দিনে দিনে।
এই কথা গ্রামবাসী সব লোক জানে।।
শুনিয়া সকল ভক্তের হইল আনন্দ।
এইমত বিলাস করেন নিত্যানন্দ।।
হেন মতে অবধৌত বেশেতে ভ্রমিয়া।
সর্ব্বদেশ নিস্তারিল দরশন দিয়া।।
সর্ব জীবে সম দয়া নিত্যানন্দ রায়।
কৃষ্ণ নাম দান করি জগৎ নিস্তারয়।।

১। জন্মভূমে — প্রভু নিত্যানন্দ অবধৌত বেশে তীর্থ ভ্রমণকালীন জন্মভূমিতে আগমন অস্বাভাবিক নহে। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের প্রমাণে তাঁহার বঙ্গদেশে আগমন চিহ্নিত রহিয়াছে।

তথাহি — শ্রীচৈতন্যভাগবতে — আদিখণ্ডে ৮ম অধ্যায়ে —

"এইমত কতদিন থাকি নীলাচলে। দেখি গঙ্গাসাগর আইলা কুতূহলে।।"

খল নিন্দুক আর পাষণ্ড দুর্জ্জন।
আপনার গুণে আকর্ষয়ে সর্বমন।।
হেন নিত্যানন্দে যার বিশ্বাস নহিল।
বিধাতা বিমুখ তার জন্ম বৃথা গেল।।
আর কবে মনুষ্য জনম হইবে রে ভাই।
নয়নে দেখিব পুনঃ চৈতন্য নিতাই।।
এখনহ দৃঢ় করি করহ বিশ্বাস।
দেখিতে পাইবে প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ।।
জরাসন্ধ শিশুপালের মতে না পাইবে।
লোকেতে অযশ আর দুর্গতিতে যাবে।।
এত দেখি শুনি যার না হল বিশ্বাস।
খণ্ড কপালিয়া তার হউক সর্বনাশ।।
জানিয়া শুনিয়া যদি প্রভু নিন্দা করে।
তবে লাথি মারি তার মাথার উপরে।।
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
দুটি ভায়ে নিষ্ঠা কর পাইবে আনন্দ।।
হৃদয়ে ধরহ নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য।
প্রেমানন্দে ভাসিবে হবে মহাধন্য।।
এইমত ইষ্টালাপে সমস্ত রজনী।
পোহাইল মহানন্দে কিছুই না জানি।।
প্রাতঃকৃত্য করি সবে করেন স্নান দান।
প্রভুর চরণে আসি করিল প্রণাম।।
তবে প্রভু তথা হইতে করিলা গমনে।
একচাকা গ্রামে আইলা প্রভুর জন্মস্থানে।।
পরম শোভিত গ্রাম যেন বৃন্দাবন।
দেখিয়া হইল মাতা আনন্দিত মন।।
বৃক্ষ বল্লী লতা সব কি সুন্দর শোভা।
কৃষ্ণ পরায়ণ লোক তেজময় প্রভা।।
পুষ্পের উদ্যানে সর্ব কি শোভা করয়ে।
পুষ্প মকরন্দ খাই অলি ঝঙ্কারয়ে।।

পক্ষী সব গান করে প্রেমে মত্ত হইয়া।
জয় নিত্যানন্দ কৃষ্ণ চৈতন্য বলিয়া।।
দেখি জাহ্নবা দেবীর কি আনন্দ হৈল।
গুপ্ত শ্বেত দ্বীপ করি হৃদয়ে জানিল।।
আসি উতরিলা প্রভু আপনার পুরে।
সর্বগণ সহ প্রভু আনন্দ অন্তরে।।
শ্রীবঙ্কিমদেব প্রভু দর্শন করিলা।
সর্ব গোষ্ঠী সঙ্গে প্রভু কি আনন্দ হইলা।।
গোপীজন বল্লভ প্রভু আনন্দিত মন।
ভক্ত সঙ্গে আরম্ভিল মহাসঙ্কীর্ত্তন।।
শুনি গ্রামবাসী সর্ব জনের আনন্দ।
সবে বলে ঈশ্বর সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমন্ত।।
সবে ধন্য ধন্য বলে শুনিয়া কীর্ত্তন।
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ আদি নাগরিকগণ।।
এবে প্রভু বঙ্কিম দেবেতে নিষ্ঠা হইয়া।
আপনে করিলা সেবা প্রীত যুক্ত হইয়া।।
এইমত কতদিন গেল সুখ রসে।
নিত্য মহোৎসব সঙ্কীর্ত্তন ভক্তি রসে।।
এবে মাতা নিত্যানন্দ চৈতন্য স্মরিয়া।
দুই প্রভুর বিয়োগে মাতা ব্যাকুলিত হইয়া।।
বৃন্দাবন যাব আমি বিলম্বে কার্য্য নাই।
এইমতে শ্রীজাহ্নবা চিন্তা নিষ্ঠ হই।।
গোপীজন বল্লভে প্রভু বিরলে ডাকিল।
মহামন্ত্র দিয়া তারে সব শিখাইল।।
ভক্তির প্রচার আর উপাসনা ধর্ম্ম।
সাধু মার্গ ভক্তি শাস্ত্র মত নিত্য কর্ম্ম।।
আজ্ঞা হইল বাহুড়িয়া যাহ তুমি ঘরে।
আমি যাবো বৃন্দাবনচন্দ্র দেখিবারে।।
আর না সহয়ে মোর বিলম্ব সময়ে।
প্রভুর দর্শন লাগি উৎকণ্ঠা হৃদয়ে।।

দাস দাসী সকল বৈষ্ণব লৈয়া যাও।
জগতের গুরু হইয়া সভক্তি শিখাও।।
রামাই সুন্দরানন্দ চলুক মোর সনে।
দোলা বহি চারি জনা দাসী একজনে।।
এত শুনি গোসাঞি পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া।
ধরি উঠাইল প্রভু শ্রীহস্ত করিয়া।।
চিবুক ধরিয়া করে শিরে ঘ্রাণ নিল।
আত্মশক্তি সঞ্চারিয়া আশীর্বাদ কৈল।।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জগন্মাতা করিয়া স্মরণ।
শ্রীবঙ্কিমদেব প্রভুর করিয়া সেবন।।
এইমত প্রভু চলিলেন বৃন্দাবনে।
গোসাঞি সবারে লইয়া আইলা ভবনে।।
এইমত চলিলেন জাহ্নবা শ্রীমতী।
স্থানে স্থানে উদ্ধারিলা যতেক দুর্গতি।।
দরশনে স্থাবর জঙ্গম পুলকিত।
দুষ্ট জাতি জন ভয়ে হয় এক ভিত।।
রামাই চলিলেন আগে সাবধান হৈয়া।
যেখানে যেমন যান পথ নির্ব্বাহিয়া।।
ক্রমে ক্রমে আইলেন গয়া ক্ষেত্র স্থানে।
পদব্রজে আগমন কৈল বিষ্ণুদ্যানে।।
বিষ্ণু পাদপদ্ম দেখি প্রেমাবীষ্ট হৈল।
প্রভুর সে সেবক বিপ্রগণ সব আইল।।
তা সবারে ব্রাহ্মণ করিয়া দিল দান।
তিন রাত্রি গয়া ক্ষেত্রে করিলা বিশ্রাম।।
গয়ালির ঘর উচ্চ দিব্য বাসস্থানে।
নিত্য নিত্য মিষ্ট দ্রব্য ভুঞ্জান ব্রাহ্মণে।।
তারপর কাশীপুরে করিল বিশ্রাম।
বিশ্বেশ্বর দর্শন করি কৈল গঙ্গাস্নান।।

তিন দিন কাশীপুরে করি অবস্থিতি।
চলিলা গৌরাঙ্গ বলি করি নতি স্তুতি।।
উত্তর বাহিনী গঙ্গা দেখি সুখী হইলা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি প্রভু প্রয়াগে চলিলা।।
প্রয়াগে মাধব দেখি প্রেমাবীষ্ট হইয়া।
দুই নেত্রে অশ্রুধারা পড়য়ে বহিয়া।।
ত্রিবেণীতে স্নান করি মহাসুখ পাইলা।
দান দিয়া ব্রাহ্মণগণেরে সন্তোষিলা।।
মাধবে প্রণাম করি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ প্রেম রসে ঢলি।।
তবে মাতা তথা হইতে করিলা গমন।
হা হা বৃন্দাবনচন্দ্র বলয়ে সঘন।।
ক্রমে ক্রমে আইলেন বৃন্দাবন ভূমি।
সেই স্থানে দোলা ছাড়ি হইলা পথগামী।।
ব্রজভূমি প্রবেশিয়া দণ্ডবৎ করি।
বৃন্দাবনের শোভা লক্ষ্মী দেখে নেত্র ভরি।।
বৃন্দাবন দেখি মাতার প্রেম উথলিল।
চিরদিন অবসরে নিজধামে আইল।।
কাঁহা মোর প্রাণেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা।
কাঁহা প্রাণনাথ মোর প্রাণের অধিকা।।
কাঁহা রাম কাঁহা কৃষ্ণ এতেক কহিয়া।
প্রেমে মাতা বিহ্বলতা অধিক হইয়া।।
কি বলই কিবা করি বিহ্বলতা মন।
কতক্ষণে বাহ্য পাই করেন রোদন।।
ভাব সম্বরণ করি দেবালয়ে আইলা।
পারিষদগণ সব হরি বোল বৈলা।।
দেবালয়ে গিয়া রামাই দিলেন সম্বাদ।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ আনন্দে উন্মাদ।।

বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব রূপ সনাতনে[১]।
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে প্রভুর চরণে।।
কাঁহা মোর কীর্ত্তিকা মাতা বৃষভানু পিতা।
কাঁহা মোর ব্রজেশ্বরী রোহিণী দেবী মাতা।।
এইমত ব্রজ প্রেম রসেতে ডুবিয়া।
প্রেমে উন্মাদ হইয়া রহিল পড়িয়া।।
বৃন্দাবনেশ্বরী প্রকাশিলা নিজ প্রভা।
বৃন্দাবনময় দেখে বিদ্যুতের আভা।।
প্রভুরে দেখয়ে সাক্ষাৎ বৃন্দাবনেশ্বরী।
সেই বেশ সেই কান্তি বৃষভানু কুমারী।।

দেখি রূপ সনাতন চমৎকার পাইলা।
প্রভুর অগ্রেতে দুই ভাই মূর্চ্ছা হইলা।।
দেখিয়া জগৎ গুরু জগতের মাতা।
দোঁহা প্রতি আশীর্ব্বাদ করিলেন মাতা।।
উঠ উঠ মাতা এই লাগিল কহিতে।
উঠি রূপ সনাতন জোড় করি হাতে।।
রূপ সনাতন দোঁহে স্তুতি পাঠ করে।
ডুবিল বৈষ্ণবগণ আনন্দ সাগরে।।
তুমি হরি প্রিয়া তুমি জগতের গুরু।
যেই যাহা চায় পায় বাঞ্ছা কল্পতরু।।

১। রূপ সনাতন — রূপ সনাতন দুই ভাই শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ, দুজনেই গৌড়ের নবাব হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। উভয়ের নবাব দত্ত নাম দবীর খাস ও সাকর মল্লিক। মহাপ্রভু রূপ-সনাতন নাম রাখেন। উহাদের বংশ বিবরণ যথা — কর্ণাট অধিপতি যজুর্বেদী ভরদ্বাজ গোত্রীয় সর্ব্বজ্ঞের পুত্র অনিরুদ্ধ। তাঁহার দুই পুত্র রূপেশ্বর, হরিহর। ভ্রাতৃ বিরোধে রূপেশ্বর পৌলস্ত্য রাজ্যে বাস করেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ নবহট্ট বা নৈহাটীতে বাস করেন। তৎপুত্র মুকুন্দ। তৎপুত্র কুমারদেব। তৎপুত্র রূপ সনাতন। ১৪৩৬ শকাব্দে মহাপ্রভু রামকেলিতে গমন করিলে উভয়ে গোপনে মিলিত হন। পরবর্ত্তীকালে উভয়ে গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে লুপ্ত বৃন্দাবন ধাম, শ্রীবিগ্রহ প্রকট ও ভক্তি শাস্ত্র প্রবর্ত্তন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য পদবাচ্য হন। উভয়ের অলৌকিক জীবন কাহিনী মৎকৃত "শ্রীশ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী" গ্রন্থে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। এখানে শ্রীজাহ্নবার অন্তর্দ্ধানকালীন রূপ সনাতনের মিলন বাক্য থাকিলেও ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস, অনুরাগবল্লী, নরোত্তম বিলাসাদি গ্রন্থ প্রমাণে স্বীকার্য্য নহে। ইহা প্রথম বৃন্দাবন যাত্রাকালীন ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। প্রথম বৃন্দাবন যাত্রায় রূপ সনাতনের মিলন ঘটে। সে সময় রূপ গোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্য্যকে শীঘ্র প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। তৎপরে শ্রীনিবাস গমনের পূর্ব্বে রূপ সনাতনের অন্তর্দ্ধান। তাহার অনেক পরে খেতুরী উৎসবের পরে দ্বিতীয় বার ব্রজগমন। তাহার কতককাল পরে তৃতীয়বার বৃন্দাবন গমন। এইবারে গোপীনাথের অন্তর্দ্ধান ঘটে। মনে হয় গ্রন্থকার জাহ্নবা দেবীর অত্যুজ্জ্বল মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে প্রথম যাত্রার ঘটনাটি তুলে ধরেছেন।

বৃন্দাবনেশ্বরী তুমি কৃষ্ণ ভক্তি দাতা।
চিৎশক্তি প্রধানা তুমি জগতের মাতা।।
তোমা বহি কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠ নাই।
কৃষ্ণ সুখরস আস্বাদয়ে তোমার ঠাঁই।।
এইমত দুই ভাই বহু স্তুতি কৈলা।
তবে শুনি জগতেশ্বরী প্রসন্ন হইলা।।
তবে মাতা রূপ সনাতনেরে কহিল।
তোমা দোঁহা দেখি মন দয়ার্দ্র হইল।।
আমার প্রভুর দোঁহে অনুগ্রহ পাত্র।
প্রেম ভক্তিময় দোঁহা হও শুদ্ধ সত্য।।
শুভ দৃষ্টি কৈল মাতা সবারে চাহিলা।
সবাই আনন্দ হইলা কৃতার্থ মানিলা।।
মুখ্য হরিদাস[১] আর গোসাই দাস[২] পূজারী।
আজ্ঞা মালা প্রসাদ আনিল বাটাভরি।।
পাইয়া প্রসাদ মালা নমস্কার করি।
অঙ্গীকার কৈলা মাতা পরম ভক্তি করি।।
শ্রীচরণ চলিলেন দেবালয় দিয়া।
দ্বার মোচন করিল আগে লোক গিয়া।।

গোপীনাথ বলি অতি অনুরাগে চলে।
শ্রীমন্দির প্রবীষ্ট প্রভু হইল একই কালে।।
অনিমিখে দেখে বিধু বদন সুন্দর।
কহিতে না পারে কিছু কাঁপয়ে অধর।।
মন্দিরের দোয়ার লাগিল আচম্বিতে।
বুঝিতে না পারি লীলা করে কোনমতে।।
গোপীনাথ জাহ্নবার বস্ত্র আকর্ষিয়া।
বসাইলা আপনার বামপার্শ্বে লইয়া।।
আনন্দিত হইলা রাধা সুবদনী।
দুই পার্শ্বে দুই প্রিয়া কি শোভে না জানি।।
সবেই মানিল অতিশয় চমৎকার।
মন্দির সেবক গিয়া মুক্ত কৈল দ্বার।।
সবে দেখে কাঞ্চন প্রতিমা মূর্ত্তি হৈয়া।
বিরাজয়ে গোপীনাথের বামেতে বসিয়া।।
চমৎকার হই সবে করে দরশন।
গোপীনাথের অতিশয় প্রফুল্ল বদন।।
বাম পার্শ্বে শ্রীজাহ্নবা দক্ষিণে রাধিকা।
মধ্যে গোপীনাথ ইথে কি উপমা অধিকা।।

১। মুখ্য হরিদাস — মুখ্য হরিদাস বলিতে ব্রজধামে শ্রীগোবিন্দদেবের পূজারী শ্রীহরিদাস পণ্ডিত বলিয়া মনে হয়। শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীঅনন্ত আচার্য্য, তাঁর শিষ্য শ্রীহরিদাস পণ্ডিত। শ্রীগোবিন্দ প্রকট হইলে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী সেবাধিকারীর জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট নীলাচলে পত্রী পাঠাইলেন। প্রভু শ্রীকাশীশ্বর গোস্বামীকে পাঠাইলেন। কাশীশ্বর কিছুকাল সেবা করার পর সর্ব্বক্ষণ প্রেমাবীষ্ট থাকিতেন। তাই পুনর্ব্বার পত্রী পাঠাইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচল হইতে শ্রীহরিদাস পণ্ডিতকে প্রেরণ করেন। হরিদাস পণ্ডিতের সেবাগুণে শ্রীগোবিন্দদেব তাঁহার নিকট চাহিয়া খাইতেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত লিখনারম্ভে আজ্ঞা গ্রহণকালে শ্রীহরিদাস পণ্ডিত সেবাধ্যক্ষ ছিলেন।

২। গোসাই দাস পূজারী — গোসাই দাস পূজারী শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। শ্রীসনাতন গোস্বামী পাদের সেবিত শ্রীমদনমোহন দেবের সেবাধিকারী ছিলেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ লিখনারম্ভে যখন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ আজ্ঞা গ্রহণের জন্য শ্রীমদনমোহন সমীপে গমন করেন সে সময় গোসাই দাস পূজারী সেবাকার্য্যে ছিলেন।

নিত্যানন্দ গোপীনাথ এক দেহ হয়।
ধরণী শেষ সংবাদে ইহা ফুকারিয়া কয়।।
নিত্যানন্দ-গোপীনাথ অনঙ্গ জাহ্নবা।
রাধিকা অনুজা শ্রেষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণ বল্লভা।।
রামের প্রকৃতি দেহ আছয় অনঙ্গ।
রাধিকার সুখ হেতু রহে কৃষ্ণ সঙ্গ।।
রাধাকৃষ্ণ স্বরূপ চৈতন্য অবতার।
রাম নিত্যানন্দ সঙ্গে করেন বিহার।।
যেই রাম সেই কৃষ্ণ সেই গৌরচন্দ্র।
শ্রীরাধিকা শ্রীজাহ্নবা অনঙ্গ নিত্যানন্দ।।
এক বস্তু ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ প্রকাশ।
লীলা আস্বাদিতে ঐছে করয়ে বিলাস।।
যখন যে লীলা কৃষ্ণের ইচ্ছা হয় মনে।
সেই রূপ ধরি রাম বিলসে কৃষ্ণ সনে।।
কে বুঝে রামের রীত অনন্ত অপার।
পুরুষ প্রকৃতি রাম বিনে নহে আর।।
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য সঙ্গেতে লইয়া।
গৌর নিত্যানন্দ নবদ্বীপে প্রকটিয়া।।
সবে আসি অবতরি করে প্রেমদানে।
বৃন্দাবনে বিলসয়ে একত্র মিলনে।।
এইমত ঈশ্বর লীলার নাহিক বিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ।।
শ্রীজাহ্নবা নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ।
সেই যে আমার গতি জীবনে মরণ।।
বীরচন্দ্র প্রভুর চরণ করি আশ।
বংশ বিস্তার কহে বৃন্দাবন দাস।।

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তারে মধ্য লীলায়াং
শ্রীশ্রীমতী জাহ্নবা জীউর বৃন্দাবন গমনং নাম পঞ্চম স্তবকঃ।

।। ষষ্ঠ স্তবক ।।

জয়তি জয়তি নিত্যানন্দ অবতার রূপ।
জয়তি জয়তি রাধা প্রাণবন্ধু স্বরূপ।।
জয়তি জয়তি রাস লীলা বিহারী।
জয়তি জয়তি রাধাকৃষ্ণ প্রেম প্রচারী।।
চৈতন্যের প্রিয়দেহ নিত্যানন্দ রাম।
অহর্নিশ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম।।
চৈতন্য নিতাইর প্রেম কে কহিতে পারে।
সহস্র বদন প্রভু যদি শক্তি ধরে।।
এ দোঁহার প্রেম প্রীত দোঁহে জানে মাত্র।
আর কেহ জানয়ে দোঁহার কৃপাপাত্র।।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দয়াময়।
যার নাম লবা মাত্র ভক্তি সিদ্ধ হয়।।
এইমত লীলা করে নিত্যানন্দ রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।।
হতভাগা অবিশ্বাসী ইহা নাহি মানে।
আগ্রহ করিয়া যমদণ্ড করি তানে।।
তার সনে মোর কিসে মরে বা না কেনে।
আমার মন সদা রহ প্রভুর চরণে।।
প্রপঞ্চ গোচর হইলে প্রকট নাম ধরে।
প্রপঞ্চের অতীত অপ্রকট কহি তারে।।
স্ফূর্ত্তিরূপে আবির্ভাব স্বরূপ লক্ষণ।
এইমত ঈশ্বর লীলা জানে ভক্ত গণ।।
সঙ্কীর্ত্তনে স্ফুর্ত্তি আবির্ভাব ভক্ত জনে।
বীরচন্দ্র রূপে হয় স্বরূপ লক্ষণে।।

অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গা তটস্থ আখ্যানে।
ইহা কেহ নাহি জানে অন্তরঙ্গ বিনে।।
মূর্ত্তিমন্ত ভক্তি দেবী জাগে যার মনে।
স্ফুর্ত্তি আবির্ভাব জানি স্বরূপ লক্ষণে।।
জ্ঞান কর্ম্ম যোগে বেদে ইহা নাহি পাই।
ভক্তির গোচর হয়েন চৈতন্য গোসাঞিং।।
কলিযুগে নিতাই চৈতন্য দয়াময়।
অবতীর্ণ হইলা জীবে হইয়া সদয়।।
উর্দ্ধমুখে দুহাত তুলিয়া বলি ভাই।
কলিযুগে আর কিছু ধর্ম্ম কর্ম নাই।।
আপনে প্রকটি নাম করিল প্রচার।
সেই নাম লহ সবে ভবে হবে পার।।
কলিযুগে নাম গুণে কৃষ্ণ হয়ে বশ।
ইহা হইতে অধিক প্রেম নাহি ভক্তি রস।।
নাম যেই লৈল সেই কৃষ্ণেরে জিতিল।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তার স্থানে বদ্ধ হইল।।
নাম ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম সত্য।
কৃষ্ণ কৃষ্ণনাম দুই হয় এক তত্ত্ব।।
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণনাম কভু ভিন্ন নয়।
নাম আর কৃষ্ণ তনু অভেদ বেদে কয়।।
প্রেম যোগে লহ নাম না করিও হেলা।
সত্য সত্য কৃপা করিবেন নন্দ ঘোষের বালা।।
প্রেম ভক্তি বিনে কোন কার্য্য সিদ্ধি নহে।
মাথা মুড়াইলে যম দণ্ড নাহি যায়ে।।
হরি নাম মন্ত্ররাজ জপ সব প্রাণী।
পঞ্চম পুরুষার্থ এই সর্ব্ব শাস্ত্রে শুনি।।
গুরুরূপ নিত্যানন্দ বৈষ্ণব অদ্বৈত।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপ শাস্ত্র অভিমত।।
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিতে অন্য নাহি আর।
এইমত যে ভিন্ন মানে সেই ছারখার।।

কলিকালে মন্ত্রগুরু শিক্ষাগুরু রূপ।
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র অদ্বৈত স্বরূপ।।
আশ্রয় আলম্বন উদ্দীপন এক হইয়া।
কলিযুগে প্রকটিল জীবের লাগিয়া।।
ইহা যেই মানে সেই পরম সুবুদ্ধি।
ইহা যেই না মানে সেই পাষণ্ড কুবুদ্ধি।।
অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।।
হতভাগা অবিশ্বাসী ইহা নাহি মানে।
আগ্রহ করিয়া যম দণ্ড করে তানে।।
তার সনে মোর কিসে মরে বা না কেনে।
আমার মন সদা রহু প্রভুর চরণে।।
সর্ব্ব গুণ যুক্ত নিত্যানন্দে ভক্তি শূন্য।
কভু নাহি দেখি সেই পাপী হীনপুণ্য।।
সর্ব্ব গুণ শূন্য সব ধর্ম বিবর্জ্জিত।
নিত্যানন্দে রতি সেই সর্ব্বত্র পূজিত।।
তিলার্দ্ধেক নিত্যানন্দে যে করে স্মরণ।
তার পদরেণু করি মস্তকে ভূষণ।।
এক্ষণে শুনহ নিত্যানন্দের মহিমা।
চারি বেদে যে প্রভুর দিতে নারে সীমা।।
প্রপঞ্চ গোচর হইলে প্রকট নাম ধরে।
প্রপঞ্চের অতীত অপ্রকট কহি তারে।।
স্ফুর্ত্তি রূপ আবির্ভাব স্বরূপ লক্ষণে।
এইমত ঈশ্বর লীলা জানে ভক্তগণে।।
সঙ্কীর্ত্তনে স্ফুর্ত্তি আবির্ভাব ভক্ত জনে।
বীরচন্দ্র রূপে হয় স্বরূপ লক্ষণে।।
কৃষ্ণ বলরাম করি যারে বেদে গাই।
কলিযুগে সেই দুই চৈতন্য নিতাই।।
কৃষ্ণ সুখ হেতু এক প্রভু বলরাম।
সর্ব্বরূপ ধরি কৃষ্ণের পূর্ণ করে কাম।।

কৃষ্ণ প্রকাশ বৃন্দাবনে শ্রীবলরাম।
কৃষ্ণ চিত্তে সুখ দেন এই তার কাম।।

তথাহি —

শ্রীব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ধরণী শেষ সংবাদে —
গোলোকে দ্বিভুজ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।
তৎ প্রকাশরূপোয়ং দ্বিতীয়ো দেহ রূপকঃ

তথাহি — তত্রৈব —

বর্ণ মাত্রং প্রথকষ্ণ স্বরূপের্নৈকমে বহি।
কান্তি লাবণ্যমৈশ্বর্য্যং সর্ব্বকং ন সংশয়।।

নিত্যানন্দ সেই বলরাম সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চ দশাক্ষর মন্ত্রে যার উপাসন।।
কাম গায়ত্রী ধ্যান মন্ত্রে দেখি একরূপ।
কৃষ্ণ বলরাম মাত্র একই স্বরূপ।।
কখন বা পুরুষ রূপেতে করে খেলা।
প্রকৃতি পরমা হইয়া করে রাসলীলা।।

তথাহি — তত্রৈব —

কৃষ্ণত্বং সেন রামোসৌ গোলকাজাদিবাকরঃ।
যত্র বৃন্দাবনে কুঞ্জে ক্রীড়ায় রাধিকা কৃষ্ণ যৌঃ।।
পুমং সে বলরামোয়ং দ্বোয়লীলাদি পোষকঃ।
বিশেষঃ কৃষ্ণচন্দ্রস্য গোষ্ঠক্রীড়া দিনায়কঃ।।
নানা সৃষ্টাদিক তত্ত্বং সরাম শক্তিভির্যুতঃ।
রাধিকারাসযুক্তাশা কৃষ্ণ শক্তি সমন্বিতঃ।।

ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য যার ভক্তি রসধাম।
এই অর্থে পুরাণে বাখানে বলরাম।।

তথাহি — তত্রৈব —

বলেতি সর্ব কার্য্যে সুবলে বানভদ্র নির্মলং।
বলভদ্রামিতি প্রক্ত প্রসঙ্গান্মে সমাসতঃ।।

রাকারে শ্রীমতী রাধা মকারে মধুসূদন।
দ্বয়ো বিগ্রহ সংযোগোদ্রাম নাম ভবেৎ কিল।।

সেই বলরাম নিত্যানন্দ স্বরূপ ধরি।
সেই কৃষ্ণ কলিতে চৈতন্য অবতরি।।

তথাহি — শ্রীউপপুরাণে —

নিত্যং শ্রীরাধিকা চৈব আনন্দ কৃষ্ণবিগ্রহঃ।
দ্বয়োবিগ্রহ সংযোগো নিত্যানন্দর্ভিধিয়তে।।

কৃষ্ণ কহে আমি সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বাশ্রয়।
আমি না তারিলে জীবের কৈছে গতি হয়।।

তথাহি — শ্রীভাগবতে —

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎযদসদসৎ পরম।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোবশিষ্যেত সোহস্ম্যহম্।।

তথাহি — শ্রীনারদীয়ে —

দিবিজাভুবি জায়ার্দ্ধং জায়ার্দ্ধং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামী শচীসুত।।

কলিযুগে জীবের অল্প আয়ু হীন পুণ্য।
হেন জীব উদ্ধারি করিব কলি ধন্য।।

তথাহি — শ্রীবামন পুরাণে —

শুদ্ধগৌর সুদীর্ঘাঙ্গ ত্রিস্রোত ক্ষিরসম্ভবঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামী কলৌযুগে।।

তথাহি — তত্রৈব —

কলি ঘোর তমচ্ছন্নান সর্বানাচার বর্জ্জিতান।
শচীগর্ভে চ সংভুয় তারয়িষ্যামী নারদ।।
হরি নাম যজ্ঞেতে করি সব পুণ্য।
ভক্তগণে সুখ দিব হইয়া আচ্ছন্ন।।

তথাহি — শ্রীমদ্ভাগবতে —

ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাহি যুগানুবৃত্তং।
ছন্নং কলৌ মদভবস্ত্রী যুগেথিসাত্তং।।

সেই কৃষ্ণ সাঙ্গসহ প্রকৃতি প্রধান।
অবতার করি জীবে কৈল প্রেমদান।।

তথাহি — শ্রীভাগবতে —

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদঃ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।

শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণ নিত্যানন্দ বলরাম।
বহু মূর্ত্তি ধরি পূর্ণ কৈল সর্ব্বকাম।।
বিষয় আলম্বন কৃষ্ণ রাধিকা আশ্রয়।
আশ্রয় না হইলে বিষয় আস্বাদ না হয়।।
অতএব রাধাভাবকান্তি ব্যক্ত করি।
প্রকট হইল নাম গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।

তথাহি — শ্রীস্কন্ধ পুরাণে —

অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি বৈভবং।
কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতা।।

বলরাম প্রাকৃত্যাংশে অনঙ্গ মঞ্জরী।
রাধাঙ্গ সেবা করিবার অধিকারী।।
শক্তি বিনু রাধাঙ্গ সেবিতে না পারয়।
রাধানুজা হই কৃষ্ণ সেবন করয়।।
রাধাভাব অঙ্গি করি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
কলিযুগে অবতীর্ণ জীবে কৃপা করি।।

তথাহি — শ্রীব্রহ্ম পুরাণে —

কলৌ প্রথম সন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্ম সমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌরবিগ্রহ।।

তথাহি — শ্রীগরুড় পুরাণে —

শুদ্ধো গৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গো গঙ্গাতীর সমুদ্ভবঃ।
দয়ালু কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌযুগে।।

তথাহি — শ্রীকুর্ম্ম পুরাণে —

কালিনা দহ্যমানানামুদ্ধারার্থং তমোভৃতাং।
কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং ভবিষ্যতি দ্বিজাতিষু।।

তথাহি — শ্রীদেবী পুরাণে — শিবনারদ সম্বাদে—

ভবিষ্যতি কলেঃ সন্ধ্যাং ভগবানঃ।
দ্বিজাতীনাং কুলেজন্ম শান্তানাং পুরুষোত্তম।।

তথাহি — শ্রীমদ্ভাগবতে —
(ব্রজরাজ প্রতি গর্গ বাক্যং)

আসন্‌বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্যগৃহ্নতোহনুযুগং তনুং।
শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।।

তথাহি — শ্রীমহাভারতে —

সুবর্ণ বর্ণ হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাস কৃত্ সমঃ শান্তঃ শান্তি নিষ্ঠাপরায়ণ।।

অতএব বেদ শাস্ত্র পুরাণেতে কয়।
কলৌচ্ছন্য অবতার বেদে ব্যক্ত হয়।।
ইহা যে না মানে সেই খল দুষ্ট জন।
সে সব কুবুদ্ধি জনে কিবা প্রয়োজন।।
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রে বিমুখ যে জন।
সে সব জনের মুখ না দেখি কখন।।
বলরাম প্রাকৃত্যাংশে সে অনঙ্গ মঞ্জরী।
রাধিকা প্রকাশ কৃষ্ণ সঙ্গে অনুচরি।।
সেই রাম নিত্যানন্দ জাহ্নবা অনঙ্গ।
প্রকাশ ভেদেতে করে কৃষ্ণ সঙ্গে রঙ্গ।।
সদা সেই লীলা করে অনঙ্গ মঞ্জরী।
কভু রাম সঙ্গে কভু গোবিন্দ বিহারী।।
চৈতন্যের স্বয়ং প্রকাশ নিত্যানন্দ মূর্ত্তি।
মন্ত্র দাতা গুরুরূপে মন্ত্ররূপে স্ফুর্ত্তি।।
হেন নিত্যানন্দ চৈতন্যেতে করে ভেদ।
বিশেষে নরক ভোগ তার অবিচ্ছেদ।।
আপনার মনে সত্য এই দৃঢ় করি।
অভিন্নাত্মা নিত্যানন্দচন্দ্র গৌরহরি।।
নিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্রে সদা রহু মন।
এই মোর সর্ব্বসিদ্ধি সাধন স্মরণ।।
নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য মোর প্রভু।
দুটি ভায়ের পাদপদ্ম না পাশরি কভু।।
হেন দিন হবে কি চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিকে ভক্তবৃন্দ।।

শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর চরণ করি আশ। বংশ বিস্তার কহে বৃন্দাবন দাস।।

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তারে মধ্য লীলায়াং
শ্রীনিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্র নিরূপণং নাম ষষ্ঠম স্তবকঃ।

।। সপ্তম স্তবক ।।

শ্রীবীর দুর্জ্জন প্রতি দণ্ড বীর।
দুর্দ্দণ্ড কুঞ্জর প্রতি খণ্ডি বীর।।
ঘোরদ্ধি মর্জ্জন গজ কুবলয় বীর।
শ্রীরাধিকা গুপ্ত প্রকাশি বীর।।
নিত্যানন্দ পাদদ্বন্দ্ব মকরন্দকুনা।
অয়ে লুব্ধ মন ভৃঙ্গ করহ ভাবনা।।
চৈতন্য রসের ধাম, পুনঃ বীরচন্দ্র নাম,
ধরি প্রকাশিল কলিকালে।
পতিত দুর্গতি যত, জড় অন্ধ আদি কত,
ভাসাইল আনন্দ হিল্লোলে।।
কিবা সে দর্শন ধাম, যেন মূর্ত্তিমন্ত কাম,
অরুণ বরণ ডগমগি।
শান্ত দান্ত কৃপাবান, ভক্ত জনের ধনপ্রাণ,
হরি রসে সদা অনুরাগী।।
নহিল নহিবে আর, হেন প্রভু অবতার,
পুনঃ আসি করয়ে উদয়।
কলি দণ্ড নিবারণে, কেবা আছে ত্রিভুবনে,
সিংহ জিনি যাহার বিক্রম।
কহে বৃন্দাবন দাস, না পুরিল মন আশ,
বঞ্চিত রহিল মতিভ্রম।।
জয় জয় নিত্যানন্দ জগত আশ্রয়।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যার ইচ্ছা মাত্র হয়।।
যারে কহে আদি দেব ব্রহ্ম সনাতন।
চৈতন্য অগ্রজ চৈতন্যের প্রাণধন।।
ততোধিক চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর।
নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার।।
সখ্য দাস্য বাৎসল্য শৃঙ্গার ভাব আর।
নিত্যানন্দ বহি ইহা কেহ নাহি আর।।
হেন নিত্যানন্দের মহিমা কেবা জানে।
চৈতন্য জানায় যারে সে জানে তাহানে।।
হর্ত্তা কর্ত্তা ভক্তা নিত্যানন্দ বলরাম।
সঙ্কর্ষণ রূপে বৈসে পরব্যোম ধাম।।
তাহার অংশের দ্বারায় সৃষ্টাদি করয়।
এই হেতু নিত্যানন্দ সবার আশ্রয়।।
স্বয়ং রূপে গোবিন্দের অগ্রজ হইয়া।
কৃষ্ণের সঙ্গে বিহরয়ে সখাগণ লইয়া।।
প্রাণ প্রিয়ারূপে কৃষ্ণ সঙ্গে বিলসয়।
রাসাদি বিহার কত নিকুঞ্জে করয়।।
এ সব রসের লীলা কে জানিতে পারে।
অন্তরঙ্গ ভক্ত বিনে নাহি অধিকারে।।
কোন কোন পাপীগণে ক্ষুদ্র বুদ্ধি যার।
কৃষ্ণরামে ভেদ করি যায় ছারখার।।
ঈশ্বরের লীলাগুণ বেদে গম্য নয়।
ইহা নাহি বুঝি পাপী বলিয়া মরয়।।
যে দেহেতে কৃষ্ণচন্দ্র করয়ে বিহার।
তার লীলায় কুতর্ক করয়ে পাপীছার।।
শাস্ত্র দেখিয়াও পাপী কিবা মনে করে।
কেবা চৈতন্যের মায়া জানিবারে পারে।।

অনন্তের আদি হন অনন্ত মহিমা।
আমি ক্ষুদ্র জীব তার কি জানিব সীমা।।
চৈতন্য অধরামৃতের[১] এই বল ধরি।
কি কহিতে কিবা কহি বুঝিতে না পারি।।
নিত্যানন্দ গুণরসে মোর ক্ষিপ্ত মন।
চৈতন্য স্ফুরায় যাহা করিয়ে লিখন।।
ইথে অপরাধ না লইবে ভক্তগণে।
মোর মন সদা রহু নিতাই চরণে।।
নিত্যানন্দ লীলামৃতে মোর লুব্ধ মন।
আপনা কৃতার্থ লাগি চাখি এক কন।।
এ অতি নিগূঢ় কথা অনন্ত অগাধ।
বীরচন্দ্র লীলামৃত করহ আস্বাদ।।
ভক্ত সঙ্গে গোস্বামী করেন অনুমান।
কলিযুগে প্রভু প্রকটিল হরিনাম।।
চারিবেদ সারাৎসার হরিনাম ধন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাহা কৈল প্রচারন।।
নববিধ ভক্তি আর রসের নির্য্যাস।
বহুকাল ব্যতিরেক করিলা প্রকাশ।।
ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সবয়ে লয় ধর্ম্ম।
কালাতীত হৈলে পাছে করয়ে বিকর্ম।।
আমারে রাখিল প্রভু শাসন লাগিয়া।
মহান্ত বৈষ্ণবগণ সেনাপতি দিয়া।।
চাহি বেড়াইব মুঞি সকল সংসার।
ভক্তি অতিক্রম দেখি করিমু সংহার।।
প্রকাশিয়ে চারিহস্ত চক্র লইমু করে।
ভক্তি যে না লইবে তারে করিমু সংহারে।।
যাহার অর্জ্জিত ক্ষিতি সেই না দেখিলে।
যার যেন ইচ্ছা করে নষ্ট হয় কালে।।
ভয় ভক্তি সঙ্গে করি করিমু ভ্রমণ।
এত বলি প্রবাস চলিতে হইল মন।।
অনেক মহান্ত সঙ্গে বহু শিষ্যগণ।
নরযান অশ্বযান করিয়া সাজন।।
শ্বেত, পীত, রক্ত, কৃষ্ণ পতাকা শোভন।
কেহ পূর্ণচন্দ্র অর্দ্ধচন্দ্র দরশন।।
উড়য়ে পতাকাবৃন্দ গগন মণ্ডলে।
নাচিতে লাগিল নাড়া কীর্ত্তন মঙ্গলে।।
'হরি হরি' ধ্বনি হয় 'বীর বীর' আর।
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ভেদিল ধ্বনি যার।।
দেবলোক, নরলোক, নাগলোক করি।
চমৎকার মানি সব বলে হরি হরি।।
অতুল ঐশ্চর্য্য সঙ্গে ভৃত্যগণ লৈল।
যান বহি ভাগ্যবান অনেক আইল।।
ময়ুরের পুচ্ছ গুচ্ছ হস্তে বহু দাসে।
শ্বেত কৃষ্ণ চামর ঢুলায় চারিপাশে।।
কৃষ্ণ নাম বদনে বলয়ে সর্ব্বজন।
'হরি হরি' ধ্বনিতে ভেদিল ত্রিভুবন।।
ধু ধু করিয়া সব তুরি ভেরি বাজে।
'বীর বীর' করিয়া সকল নাড়া সাজে।।
সুবর্ণ রজত ছড়ি বেত্র বেনু হাতে।
গলে দোলে গুঞ্জামালা রাঙ্গা টোপ মাথে।।
কৃষ্ণ প্রেমে গর গর করয়ে হুঙ্কার।
হেন প্রেম দিয়াছেন শরীরে সবার।।

১। চৈতন্য অধরামৃত — চৈতন্য অধরামৃতের গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্মের বহু পূর্ব্বে মাতা শ্রীনারায়ণী দেবীকে শ্রীগৌরাঙ্গদেব উচ্ছিষ্ট তাম্বুল প্রদান করতঃ নিজ কৃপা শক্তি সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। এই বাক্য তাঁহারই ইঙ্গিত।

প্রভু বীরচন্দ্রের করুণা দৃষ্টিপাতে।
প্রেমে পরিপূর্ণ সব চলে প্রভুর সাথে।।
জয় জয় মহাপ্রভু বীরচন্দ্র রায়।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' প্রেমে জগৎ ভাসায়।।
গৌরচন্দ্র রূপে ব্রজভাব প্রকাশিয়ে।
কৃষ্ণনাম দান কৈল জগৎ ভরিয়ে।।
বীরচন্দ্র রূপে কৈল ঐছে পরকাশ।
'গৌরভজ' 'গৌরবল' হও 'গৌরদাস'।।
নিত্যানন্দ পাদপদ্ম হৃদয়ে ভরিয়া।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস অন্তরে রাখিয়া।।
এইসব লওয়ায়েন প্রভু বীর রায়।
ভক্ত গোষ্ঠী সঙ্গে প্রভু চলে সুলীলায়।।
প্রভু পরিচ্ছদ করি চড়ি নরযানে।
শিরেতে বৈঠল গজমুক্তা দোলে কানে।।
স্বর্ণ সূত্র রজত মণ্ডিত দোলাপরে।
চন্দ্রভাষ করে তেজ ঝলমল করে।।
অরুণ বরুণ অঙ্গে সূক্ষ্ম সূত্র বাস।
কি সুন্দর বদন চন্দ্রের মৃদু হাস।।
নাড়া সব প্রেমে মত্ত ক্রমাগত হইয়া।
অগ্রে অতি শীঘ্র চলে কীর্ত্তন করিয়া।।
মত্ত সিংহ সম সব নাড়ার নর্ত্তন।
'হরি বল' 'হরি বল' এই সে কীর্ত্তন।।
মৃদঙ্গ মন্দিরা ডম্ফ করতাল শৃঙ্গ।
চারিপাশে বেড়ি যায় চরণের ভৃঙ্গ।।
জ্ঞানদাস কৃষ্ণদাস রামদাস করি।
নিত্যানন্দ দাস[১] রামাই চলে দোলা ঘেরি।।
নৃসিংহ দাস নামে সব নাড়ার প্রধান।
খন্তি বাহক সব চলে আগুয়ান।।

১। নিত্যানন্দ দাস — শ্রীনিত্যানন্দ দাস প্রভু নিত্যানন্দের পত্নী শ্রীজাহ্নবাদেবীর শিষ্য। শ্রীখণ্ডের বৈদ্যকুলে জন্ম। পিতা আত্মারাম দাস ; মাতা সৌদামিনী। বাল্যনাম ছিল বলরাম দাস। শ্রীজাহ্নবাদেবী তাহার নাম নিত্যানন্দ দাস রাখেন। নিত্যানন্দ দাস বাল্যে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া চিন্তাকুল হইলে শ্রীজাহ্নবাদেবী স্বপ্নাদেশে বলিলেন, 'তুমি খড়দহে আসিয়া আমার নিকট মন্ত্র গ্রহণ কর।' স্বপ্নাদেশ পাইয়া নিত্যানন্দ দাস খড়দহে আগমন করতঃ শ্রীজাহ্নবার পদাশ্রয় গ্রহণ করেন। তদবধি জাহ্নবার স্নেহে পালিত হইয়া খড়দহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীজাহ্নবার প্রথম বৃন্দাবন যাত্রাকালে তিনি সঙ্গে ছিলেন। ব্রজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীজাহ্নবা তাহাকে শ্রীখণ্ডে অবস্থানের নির্দ্দেশ দেন এবং শ্রীনিবাস নরোত্তমের মহিমা বর্ণনা করিতে আদেশ প্রদান করেন। তদনুরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রত্যাদেশ পাইয়া 'শ্রীপ্রেমবিলাস' গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ ২৪½ বিলাসে সম্পূর্ণ। প্রথম বিলাস হইতে আঠার বিলাস শ্রীখণ্ডে, উনিশ-বিশ খড়দহে ও একুশ হইতে চব্বিশ বিলাস কাটোয়ায় বসিয়া রচনা করেন। গ্রন্থ সমাপ্তি কালে শ্রীজীব গোস্বামীর লিখিত পত্রগুলি অর্দ্ধ বিলাসে সন্নিবেশিত করেন। এইভাবে ১৫২২ শকাব্দে (১৬০১ খ্রীঃ) ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে প্রেম বিলাস সম্পূর্ণ করেন। জীবনের শেষভাগে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। রচনা করিয়া ভাষা পরিশোধন তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই ; তাহা তিনি গ্রন্থের মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি 'শ্রীবীরচন্দ্র চরিত' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য ; কোন সুধীভক্তের দৃষ্টিগোচর হইলে জানাইয়া প্রকাশকার্য্যে সহানুভূতি করিবেন।

প্রভু সঙ্গে সঙ্গী যত সব প্রেমময়।
ভবরোগ যায় যার লইলে আশ্রয়।।

সত্ত্বঃ-রজঃ-তমঃ তিনগুণ প্রকাশিয়া।
যেই যাতে বশ করি চলিল দোলিয়া।।

বিদ্যাস্বাধ্যায় পাষণ্ডী পণ্ডিত বশ হয়।
এইমত পূর্ব্বদেশে করিলা বিজয়।।

মহাপ্রভুর তেজ সেবকের তেজ দেখি।
সবে বলে সাক্ষাৎ ঈশ্বর হেন লখি।।

গ্রামে গ্রামে মহোৎসব কীর্ত্তন প্রচার।
দেখিতে সকল লোক হয় চমৎকার।।

হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে দেশ ধন্য হৈল।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ নাম প্রকাশিল।।

হরিনাম মহামন্ত্র জীবে দান করি।
আপনে গাইয়া গাওয়াইল জগভরি।।

সবেই বৈষ্ণব হইল লয় কৃষ্ণনাম।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলে নিত্যানন্দ রাম।।

চতুর্দ্দিকে হরিগুণ গায় ভক্তবৃন্দ।
মধ্যে নৃত্য করে মহাপ্রভু বীরচন্দ্র।।

নর্ত্তনের কালে প্রভুর স্ব-শক্তি বিরাজে।
চারিদিকে ক্রোশেক ব্যাপিত তনুর ছটারাজে।।

কেহ কেহ দেখে প্রভু চারিহস্ত হয়।
দুই হস্তে তালি দুই হস্ত উর্দ্ধে রয়।।

সর্ব্বলোক দেখে প্রভু নানাবর্ণ হয়ে।
শ্বেত শ্যাম অরুণ দেখয়ে হাত ছয়ে।।

চারিদিকে শুনি সব বীণা বংশী ধ্বনি।
বলয়া কঙ্কন আর নূপুর কিঙ্কীনি।।

কেহ দেখে হলধর কেহ বংশীধর।
কেহ অবধৌত দণ্ড কমুণ্ডল কর।।

এইমত গ্রামে গ্রামে প্রকাশ করিয়া।
কৃতার্থ করিয়া লোকে প্রেমভক্তি দিয়া।।

হেনমতে চলিলা দোলিয়া পূর্ব্বদেশে।
ঢাকা নামে রাজধানী করিলা প্রবেশে।।

সেই দেশে অধিকারী হয়ত যবন।
তারে উদ্ধারিমু করি প্রভুর হৈল মন।।

নৃসিংহ দাসেরে কহে হও আগুয়ান।
খন্তি লইয়া যাহ তুমি রাজা বিদ্যমান।।

কহিবা আইলা গোসাঞি গৌড়দেশবাসী।
আসিবে তোমার স্থানে কীর্ত্তন প্রকাশি।।

আজ্ঞা শিরোধার্য্য করি সেবক প্রধান।
খন্তি লইয়া উত্তরিলা গিয়া চারিজন।।

আগেতে নৃসিংহ দাস নির্ভয় অন্তর।
রাজার অগ্রেতে গিয়া কহিল সত্বর।।

গৌড়দেশবাসী গোসাঞি তোমারে কৃপা করি।
আজ্ঞা পাঠাইলা শীঘ্র চল অগ্রসারি।।

এত কহি প্রাঙ্গণেতে নিশান স্থাপিলা।
দেখি সভাসদগণ স্তব্ধ প্রায় হৈলা।।

শুনি রাজা কহে, "হাসি জুনর্নিকাণ।
হিন্দু আশা উখারিয়া বাহিরে তাড়ান।।"

আজ্ঞা মাত্র চারিজন চারি খন্তি ধরে।
আত্ম শক্তি যত দিয়া টানাটানি করে।।

ছাড়িয়া যাইতে নারে না পারে তুলিতে।
জড় প্রায় রহে কিছু না পারে বলিতে।।

অষ্টজন আসি তবে পুনহ ধরিল।
তাহারা তেমতি রহে মৃত্যু প্রায় হইল।।

বলিষ্ঠ যবন শত শতেক আনিয়া।
বহু দন্ত করি তারা ধরিল আসিয়া।।

পরশিবা মাত্র সবার হস্ত রহে লাগি।
আর কত দুষ্টগণ দূর হইতে ভাগি।।

যৈছে মহাপ্রভু বীরচন্দ্র মায়া কৈল।
সপ্ততাল অগ্নি হেন জ্বলিত হইল।।

কেহ তাহে পুড়ি মরে কেহ শীতে কাঁপে।
নাড়া সব প্রাচীর লঙ্ঘিল এক লাফে।।
কতদূর যাই বৈসে উচ্চ টুঙ্গি পরে।
কৌতুক করিয়া সব মূত্র ত্যাগ করে।।
মুষল ধারাতে মূত্র সবে ছাড়ি দিল।
মহাশব্দ হই সহর ভাসিয়া চলিল।।
বহিয়া চলিল ঢাকা সহর চত্বরে।
তবে যাই প্রবেশ করিলা রাজ ঘরে।।
ঘর পড়ে দ্বার পড়ে পড়ে অট্টালিকা।
'ত্রাহি ত্রাহি' করি সবে মরে নাগরিকা।।
রাজা স্তব্ধ বসি উচ্চ সিংহাসনে।
'বুজুর্কী গোসাঞি' বলি ভাবে মনে মনে।।
রাজা বলে, 'বিনি মেঘে পানি কোথাকার।
বহিয়া আইসে দেখি লেহ সমাচার।।'
হেনকালে খবর হইল তথা আসি।
ফকিরের মূত্রেতে সহর যায় ভাসি।।
ইহা শুনি চমৎকার হইল রাজন।
যবনিক ভাষাতে স্মরে নারায়ণ।।
অন্তঃপুরে স্ত্রীলোক আস্ত ব্যস্ত বাহিরায়।
'ডুবিনু ডুবিনু' বলি করে হায় হায়।।
ধাঞা ধাঞা বহিরায় কহে এই বাত।
কোথা হইতে এত পানি হইল অকস্মাৎ।।
সুবুদ্ধি দেওয়ান কহে এ গজপ গোসাঞের।
সাবধান হও নহে হইবে আর ফের।।
ব্যস্ত হইয়া রাজা যায় পদব্রজে চলি।
রাখহ গোসাঞি মোরে এই বোল বলি।।
গলায় কুটার বান্ধি জোড় হাত হই।
নৃসিংহ দাসের আগে পড়িলেক যাই।।
রক্ষ রক্ষ মূঢ় জনে জীন্দাপীর তুমি।
কৃপা কর গোসাঞি কি স্তব জানি আমি।।
তোমার গোসাঞি কোথা দেখাহ আমারে।
ম্লেচ্ছ অধম দেখি কৃপা কর মোরে।।
যৈছে অবজ্ঞা করি অহঙ্কার কৈল।
উচিৎ তাহার শাস্তি সকল হইল।।
অবশেষ প্রাণ আছে ক্ষম অপরাধ।
অনুগ্রহ করি মোরে করহ প্রসাদ।।
শুনিয়া নৃসিংহ দাস হৈল কৃপাময়।
আশ্বাস করিয়া তারে করিল নির্ভয়।।
দৈন্য দেখি নৃসিংহ দাস কহিতে লাগিলা।
চিন্তা নাই কৃষ্ণ তোরে অনুগ্রহ কৈলা।।
তুমি আইস মোর সঙ্গে বলি হরি হরি।
শুনিলে চাহিবে প্রভু কৃপা দৃষ্টি করি।।
কৃষ্ণ নাম প্রিয় প্রভু বীরচন্দ্র রায়।
সর্ব অপরাধ ক্ষমে যেই কৃষ্ণ গায়।।
দম্ভ ত্যাগ করি দূরে রহিবে পড়িয়া।
আমি কৃপা করাইব চরণে ধরিয়া।।
প্রভু আছেন স্নানকৃত্য করি সমাপন।
দূরে থেকে সেই ম্লেচ্ছ করে দরশন।।
শ্যামসুন্দর পীতবাস অষ্টভুজ ধরি।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চারিহস্তে করি।।
দুই হস্তে দেখে প্রভুর মহাগাণ্ডীব বাণ।
দুই হস্তে কর ধরি জপে কৃষ্ণ নাম।।
পারিষদগণ দেখে মহা অস্ত্রধারি।
আজানুলম্বিত মালা সবাকার কণ্ঠোপরি।।
সবে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে 'হরি রাম রাম'।
কোটি চন্দ্র সূর্য্য জিনি তেজ অনুপাম।।
আপনার পীর দেখে চরণের তলে।
নিজ শাস্ত্র ছাড়ি সব কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।।
চমৎকার হইয়া রাজা কহে মন কথা।
এইত গোসাঞি ইথে নাহিক অন্যথা।।

মোর মনে গর্ব্ব এই ছিল অতিশয়।
হিন্দু পীর হইতে মোর পীর শ্রেষ্ঠ হয়।।
এইত মোহার শাস্ত্র কোরাণেতে কহে।
তাহা দেখি সাক্ষাতে অন্যথা সব রহে।।
মোর পীর শত শত লুটে পদতলে।
দেখিয়া ম্লেচ্ছ রাজা বিস্ময় মানিলে।।
হিন্দুপীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর সবার।
ঐছে ম্লেচ্ছরাজ মনে ভাবে আপনার।।
নৃসিংহ দাস দেখি প্রভু হাসি হাসি কয়।
কহ কহ দেখি এই কোন জন হয়।।
তিঁহো কহে "প্রভু দেশের অধিপতি।
অনুগ্রহ কর ইহার যাউক কুমতি।।
প্রভু স্থানে উহার হইয়াছে অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া প্রভু করহ প্রসাদ।।"
হাসি প্রভু তারে কৈল শুভ দৃষ্টিপাত।
দণ্ডবৎ করি রাজা করে জোড় হাত।।
নিবেদন করে রাজা ত্যজি স্ব-স্বভাব।
এইমত যাহা হয় দাসের প্রভাব।।
ইহাতে মালুম হইল তুমি যে গোসাঞি।
সকলি তোমার হয় আত্মপর নাই।।
তুমিত সাক্ষাৎ পীর দেখিনু সাক্ষাতে।
তুমি বহি দ্বিতীয় আর নাহিক জগতে।।
তুমি জগতের নাথ মনুষ্যরূপ ধরি।
পতিত দুর্গত জনে শুভ দৃষ্টি করি।।
উদ্ধার করহ যত পতিত সংসার।
তুমার সে জীব তুমি গতি সবাকার।।
মোহেন নির্ঘৃন্ন ম্লেচ্ছ কৈল অঙ্গীকার।
ঈশ্বরের শক্তি বিনু অন্যে নাহি আর।।
নিগ্রহের পাত্র আমি অনুগ্রহ করি।
চরণ দেখুক সবে চল মোর পুরী।।

কহিয়া প্রভুরে নিল আপন নগর।
দিব্য বাসস্থান ছিল ব্রাহ্মণের ঘর।।
নব হর্ম্মদর উচ্চ তাহার উপরে।
দিব্য খট্টা পাড়ি দিল বসিবার তরে।।
সেই স্থানে গণসহ চৈতন্য বিজয়।
সগণ সহিত রাজা দাণ্ডাইয়া রয়।।
দরশন লাগি হৈল লোকের গহন।
উচ্চ স্থানে রহি প্রভু দিল দরশন।।
কোটি কন্দর্প লাবণ্য প্রভুর কলেবর।
'হরে কৃষ্ণ' নাম প্রভুর জিহ্বায় নিরন্তর।।
যেই দেখে সেই বলে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি'।
হেনমতে উত্তম মধ্যম কৃপা করি।।
হিন্দুতে যবনে সব কৃষ্ণ নাম গায়।
হেন প্রভু বীরচন্দ্র করুণা হৃদয়।।
নৃসিংহ দাসে লইয়া রাজা ঘরেতে চলিল।
আত্ম নিবেদন রাজা সকলি করিল।।
নীচ জাতি মোর কোন অধিকার নাই।
শুনিয়াছি সকলের হয়েন গোসাঞি।।
সকল গণনা মধ্যায় যবন আছয়।
আমার কোরাণ তোমার পুরাণেতে কয়।।
এত কহি বহুমূল্য বস্ত্র রত্নগণ।
যোগ্য পাত্রে ধরি কৈল তারে সমর্পণ।।
চলিল নৃসিংহ দাস খন্তি উখাড়িয়া।
প্রভু আগে সব বার্ত্তা কহিলেন গিয়া।।
বহুরত্ন পাই প্রভু হাসিতে লাগিলা।
এই এক ঈশ্বরের অদ্ভুত যে লীলা।।
পুনঃ আসি রাজা প্রভুরে কুর্নিশ করিল।
প্রভু কহে 'গণসহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল'।।
প্রভু মুখে শুনি বলে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম'।
প্রভু বলে 'মুক্তি পাইলা তোমরা ভাগ্যবান'।।

এইমত প্রভু যবনেরে কৃপা করি।
গণসহ চলিলেন বলি হরি হরি।।
হেনমতে বঙ্গদেশ দলন করিয়া।
উত্তরে কৃতার্থ কৈল প্রেমভক্তি দিয়া।।
বিদ্যা-সাধ্যা-ভক্তি-শক্তি যেই যাহা লয়।
তাথে পরিহার মানি প্রভুরে ভজয়।।
'নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' নাম দিয়া।
তার লীলা-গুণ শক্তি প্রকাশ করিয়া।।
রাধাকৃষ্ণ উপাসনা উপদেশ করি।
কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম পরচারি।।
কলিযুগে কৃষ্ণ নাম বিনা ধর্ম্ম নাই।
অনায়াসে মুক্তি পাবে কৃষ্ণগুণ গাই।।
এই মত প্রভু কৃষ্ণনাম ভক্তি দিয়া।
পূর্ব্ব উত্তর দেশ নিস্তার করিয়া।।
হেন প্রভু বীরচন্দ্রের মহিমা কে জানে।
পাপীষ্ঠ অধম সব মিথ্যা করি মানে।।
কলিযুগে কিসের কৃষ্ণ অবতার।
কোন শাস্ত্রে আছে কৃষ্ণ কলিতে বিহার।।
কল্কী অবতার মাত্র কলিশেষে জানি।
কৃষ্ণ অবতার কোন মিথ্যা সব বাণী।।
উদর ভরণ লাগি পাপীষ্ঠ সকল।
মিথ্যা নাট্য গীত সব প্রপঞ্চ কেবল।।
এ সব পাষণ্ডে সব বীরচন্দ্র রায়।
শক্তি সঞ্চারিয়া সবায় গোবিন্দ বলায়।।
এইমত নিন্দুক পাষণ্ড যত ছিল।
'নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য' বলি কান্দাইল।।
এ সকল কথা যেই শ্রদ্ধা করি শুনে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পায় সেই সব জনে।।
মহাপ্রভু বীরচন্দ্র চরণ করি আশ।
বংশ বিস্তার কহেন শ্রীবৃন্দাবন দাস।।

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তারে মধ্য লীলায়াং
পূর্ব্বদেশ ভ্রমণ উত্তরদেশ প্রবেশ নাম সপ্তমঃ স্তবকঃ।

।। অষ্টম স্তবক ।।

নিত্যানন্দমহং বন্দে কলম্বিত মুক্তিকং।
তরেৎ সংসার ঘোরাবিধং যত পদাশ্রয় বির্য্যত ইতি।।
জয় জয় বলদেব নিত্যানন্দ রাম।
কৃপা কর স্ফুর্ত্তি হও তোমার গুণ নাম।।
নিত্যানন্দ প্রভু মোর করুণা নিদান।
অগতির গতি লাগি কৈলা প্রেমদান।।
উত্তর দেশের লোক অনেক প্রকার।
শৈব-শাক্ত-কর্ম্মী-যোগী ভিন্ন আচার।।
মদ্য-মাংস-মৎস্য-মর্গ মালাতে সাধন।
কার্মিক্ষা বুব্রত মহীপালের জাগরণ।।
যোগীপাল ভোগীপালের যাত্রা মহোৎসব।
ভোট কম্বল চটাদি পরিধান সব।।
সেই সব লোক হরি সঙ্কীর্ত্তন করে।
নিতাই চৈতন্য বলি ডাকে উচ্চৈঃ স্বরে।।
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন করয়ে ভজন।
হেন প্রভু বীরচন্দ্র করিলা শাসন।।
এমন করুণাময় বীর অবতার।
দুষ্ট দ্বেষী যবন যতেক কদাচার।।
আজন্ম স্বভাব ত্যজি কৃষ্ণ গুণ গায়।
হেন আকর্ষণ করে বীরচন্দ্র রায়।।

কৃষ্ণনাম ভক্তি দিয়া করিল নিস্তার।
ঐছে মহাপ্রভু বীরচন্দ্র অবতার।।
কিরীটের বাণ সম মোহে এককালে।
একত্রে বান্ধিল প্রভু করুণার জালে।।
শক্তি সৌন্দর্য্য কারুণিক গুণ তায়।
পরস্পর সবাকার মন আকর্ষয়।।
মহানন্দাধারে এক মালদহ গ্রাম[১]।
কোন ভাগ্যবন্ত গৃহে করিলা বিশ্রাম।।
গৌড়েশ্বর রাজার সে অধিকার হয়।
বহু ভাগ্যবন্ত লোক তাহাতে বৈসয়।।
দর্শন করিয়া সবে হয় চমৎকার।
ভব্য লোক কহে এই সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।।
কেহ বলে মূর্ত্তিমন্ত সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
মহাতেজময় দেখি বাহির অন্তর।।
কি সুন্দর মুখপদ্ম কি সুন্দর হাস।
সর্ব্বলোক মোহ পায় দেখিয়া প্রকাশ।।
কেহ কহে করুণার মূর্ত্তিমন্ত হইয়া।
কাঙ্গালে কৃতার্থ করে প্রেমধন দিয়া।।
আর এক আশ্চর্য্য দেখয়ে প্রকাশে।
যেই দেখে কৃষ্ণ নাম জিহ্বাতে আইসে।।
যবন দেখিয়া আসি কুর্নিশ করয়ে।
নিজমত ছাড়িয়াও সে কৃষ্ণ বলয়ে।।
প্রতিদিন ঘরে ঘরে করে মহোৎসব।
সর্ব্বলোক ঐকান্তিক হইল বৈষ্ণব।।
স্বর্ণ মুদ্রা রত্ন বস্ত্র দোলা দিয়া।
সর্ব্ব লোক পূজা কৈল চরণে পড়িয়া।।
একদিন প্রভু এক ভাগ্যবন্ত ঘরে।
সকল বৈষ্ণব মেলি সঙ্কীর্ত্তন করে।।
হেনকালে মেঘ আরম্ভিল চতুর্ভিতে।
নগরিয়া লোক অসন্তোষ হইল চিত্তে।।
অন্তর্যামী জানিলেন সবার বাঞ্ছিত।
আমার কীর্ত্তনেতে সবার হইল প্রীত।।
ঝড় বৃষ্টি আইসে দিক অন্ধকার করি।
দেউটি নিভায় যত জ্বলে সারি সারি।।
দেখি প্রভু উর্দ্ধমুখে কহেন ডাকিয়া।
বাড়ির বাহিরে তুমি বরিষহ গিয়া।।
লোকানন্দ ভঙ্গ হইলে ইথে কোন সুখ।
সাধুর স্বভাব হয় পর দুখে দুখ।।
আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক হেন শক্তি আছে কার।
অজভবাদিক আজ্ঞাকারী দাস যার।।
এতেক নিবৃত্তি ইহ বর্ষে চারিদিগে।
বাড়ীর ভিতরে ঝড় বৃষ্টি নাহি লাগে।।
আনন্দে বৈষ্ণব সব করয়ে কীর্ত্তন।
হরি হরি বলে সব আনন্দিত মন।।
গোসাঞির প্রভাব দেখি লোক স্তব্ধ হয়।
ঘন ঘন উচ্চ হরি ধ্বনি যে করয়।।
বাড়ীর ভিতরে যেন মহাদীপ জ্বলে।
দনা মৃগমদ কস্তুরির গন্ধ চলে।।
চন্দন কাশ্মীর পুষ্প উর্দ্ধ হইতে পড়ে।
শ্বেত সুগন্ধে মন্দ পবন সঞ্চারে।।
কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনি সর্বদেবগণ।
সৌগন্ধিত পুষ্প বৃষ্টি কৈলা ততক্ষণ।।
কৃষ্ণ প্রেমানন্দে কাহার বাহ্য নাই।
হেন লীলা করে প্রভু বীরচন্দ্র গোসাঞি।।
প্রহরেক বৃষ্টি হইল বাড়ির বাহিরে।
প্রান্তর চত্বর পরিপূর্ণ জল ভরে।।

১। মালদহ গ্রাম — মালদহ গ্রাম উত্তরবঙ্গে মালদহ জেলায় অবস্থিত। হাওড়া ফারাক্কা রেলপথে ফারাক্কার কয়েক স্টেশনের পরবর্ত্তী মালদহ টাউন স্টেশন।

কীর্ত্তন রাখিয়া প্রভু বিশ্রাম করয়।
চারি দণ্ড কীর্ত্তনের প্রতিধ্বনি রয়।।
প্রকট করিল প্রভু এমন প্রভাব।
দরশনে দূরে গেল আজন্ম স্বভাব।।
যে দেখয়ে সেই বলে কৃষ্ণ হরি হরি।
উত্তম মধ্যমে সবায় আকর্ষণ করি।।
রামকেলি হইতে কেশব ছত্রীর নন্দন।
সে আইল প্রভুর করিতে নিমন্ত্রণ।।
হস্তীরথ অশ্ব দোলা অনেক আইল।
দূরে রাখি পদব্রজে প্রভু পাশে আইল।।
এক বিপ্র সঙ্গে মাত্র গ্রাম্য লোক যত।
দূরে থাকি দণ্ডবৎ করে শত শত।।
প্রভু কহে "ইহ কোন ভাগ্যবান হয়।"
আইস আইস করি সব বৈষ্ণব কহয়।।
প্রভুকে জানায় ইহ রাজার উজির।
কেশব ছত্রীর পুত্র পণ্ডিত গম্ভীর।।
নিকটে আইসহ বলি প্রভু আজ্ঞা কৈলা।
ভীত হইয়া দুর্লভ ছত্রী নিকটে আইলা।।
প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখি হইলা বিস্মৃতি।
পূর্বে যেন দেখেছিল গৌরাঙ্গ মূরতী।।
সেইমত দেখিলেন সকল লক্ষণ।
তেঁহত সন্ন্যাসী ইহার ত্রিকচ্ছ বসন।।
দরশন করি মনে হইয়া চমৎকার।
আপনার নয়নে করিলা পুরস্কার।।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে চরণের তলে।
মৃদু মৃদু করি আত্ম পরিচয় বলে।।

পূর্বে প্রভু আগমন[১] করিলা রামকেলি।
শ্রীরূপ সনাতন আর মোর পিতা মেলি।।
কৃতার্থ হইল তারা করি দরশন।
পঞ্চত্ব পর্য্যন্ত পিতা করিল স্মরণ।।
পিতা স্থানে শুনি মোর মন লুব্ধ ছিল।
গত নিশির শেষে এক সুস্বপ্ন দেখিল।।
কমল নয়ন দীর্ঘ বাহু ভুজ স্কন্ধ।
পূর্ণচন্দ্র জিনিয়া সে হাস্য মন্দ মন্দ।।
আমারে কহিলা অতি মধুর বচন।
আজন্ম বাঞ্ছিত তোর করিব পূরণ।।
আমার দর্শন লাগি ভাবহ অন্তরে।
তোরে কৃপা করিয়া আইনু তোর ঘরে।।
স্বচ্ছন্দে করহ তুমি আমার দর্শন।
শ্রবণ পূরিয়া শুন আমার কীর্ত্তন।।
এত কহি মোরে প্রভু কৈল অন্তর্দ্ধান।
তদবধি আমার বিকল হয় প্রাণ।।
বিষয়ী পামর মুই এত কৃপা করি।
নিকটে আনিলে মোরে কৃপারজ্জু ধরি।।
তুমিত চৈতন্য সাক্ষাৎ তুমি নারায়ণ।
তুমি রামচন্দ্র তুমি ব্রহ্মা সনাতন।।
তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি হলধর।
ত্রিজগৎ পালক তুমি, তুমি সর্ব্বাপর।।
কলিকালে এত কৃপা করিলে জীবেরে।
দরশনে কৃতার্থ করিলা ঘরে ঘরে।।
এত কহি চরণে পড়িল লোটাইয়া।
আত্মসাৎ কৈল প্রভু শ্রীচরণ দিয়া।।

১। পূর্ব্বে প্রভু আগমন — ১৪৩৬ শকাব্দে (১৫১৫ খ্রীঃ) বৃন্দাবন যাত্রা উদ্দেশ্যে প্রভু গৌড়দেশ আগমন করতঃ পানিহাটী-কুমারহট্ট-শান্তিপুর হইয়া রামকেলিতে গমন করেন। সে সময় রূপ সনাতন গোপনে প্রভুর সহিত মিলিত হন। তৎকালীন ঘটনা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে বিশেষ বর্ণন রহিয়াছে।

বিনতি করিয়া পুনঃ দুর্লভ সজ্জন।
আজ্ঞা হয় মহোৎসব করিতে হয় মন।।
হাসিয়া কহয়ে গোসাঞি এত আরো ভাল।
উচ্চ করিয়া সবে হরি হরি বল।।
দুর্লভ কৃতার্থ হইয়া চলিল নগরে।
পসারির স্থানে দ্রব্য আয়োজন করে।।
দধি দুগ্ধ চাঁচি ছানা ঘৃত চিনি গুড়।
মণ্ডা মনহরা পেড়া আনিল প্রচুর।।
খাজা ক্ষিরিশা গঙ্গাজলি খণ্ডসার।
চিনি ফেলি নবাত সর্করা আদি আর।।
আম্র কাঁঠাল নারিকেল কদলক।
বাদাম ছোঁহরা দ্রাক্ষা খর্জ্জুর অনেক।।
ভারে ভারে চালাইলা মহানন্দা তীরে।
দিব্য নারিকেল আম্র বাগান ভিতরে।।
শত শত লোক তাহা কোদাল লইয়া।
স্থান সংস্কার করে সুন্দর করিয়া।।
শত শত নবঘট পুরি গঙ্গাজলে।
বারে বারে আনি স্থান ক্ষালিল সকলে।।
বাজারে কিনিয়া নিল পসারির স্থানে।
যার যাহা ইচ্ছা তাহা করেন ভোজনে।।
এত বলি মুদ্রা দিল পসারির হাতে।
গ্রহণ করিল সব নোয়াইয়া মাথে।।
আজ্ঞা দিল উত্তম সামগ্রী কর সবে।
পশ্চাৎ পাইবা মুদ্রা যত কিছু হবে।।
যে আজি মাগিবে যাহা তাহা দিব আমি।
ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিবা তুমি।।
যার যেই ইচ্ছা খাবে তারে তত দিবে।
যে চাহিবে তা দিবা অন্যথা নাহি হবে।।
পসার চলহ সবে বাগানের ধারে।
স্ত্রীলোকে দোকান কর দুয়ারে দুয়ারে।।

দরশন লাগি যত যাত্রিক আসিবে।
যার যত ইচ্ছা লউক প্রদান করিবে।।
যে বলিবে না পাইলাম তারে দণ্ড দিব।
সর্ব্বস্ব লইয়া দেশ হইতে নিকলিব।।
এ আজ্ঞা শুনিয়া সবার অন্তরে হইল ভয়।
যেই যাহা চায় তারে ততক্ষণে দেয়।।
কাঙ্গালী দুঃখিনী যত খাইয়া লইয়া।
হরি বোল হরি বোল বলে আনন্দ হইয়া।।
সবে বলে ধন্য ধন্য গোসাঞি মহাপ্রভু।
এমন দয়াল ঠাকুর না পাইমু কভু।।
কেহ বলে হেন কীর্ত্তি কভু না শুনিল।
কেহ বলে ঈশ্বর বা বিদিত হইল।।
কেহ বলে মনুষ্যেতে ইহা নাহি হয়।
কেহ বলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি জয় জয়।।
কেহ বলে শুনিয়াছি শাস্ত্র ভারতে।
যুধিষ্ঠির রাজা করি ছিলা হেনমতে।।
হেনমতে সর্ব্বলোক প্রশংসা করিয়া।
নাচে গায় হরি বলে বদন ভরিয়া।।
এইমত নিয়োজিত করিয়া সকলে।
প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া প্রভু পাশে চলে।।
প্রভু সঙ্গে সূপকার যতেক ব্রাহ্মণ।
স্নান পূজা করি সবে করিলা গমন।।
প্রস্তুত করিল নিজ নিজ আয়োজন।
কীর্ত্তনীয়াগণ আরম্ভিল সঙ্কীর্ত্তন।।
হরি বোল হরি বোল এই মাত্র শুনি।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সবে দিল হরি হরি ধ্বনি।।
আনন্দে মঙ্গল ধ্বনি উঠিল গগনে।
নেত্র ভরি লোক সব করে দরশনে।।
শ্রীচরণ বিজয় মহোৎসব অধিষ্ঠান।
আপামর সেই করে হরিগুণ গান।।

কি আনন্দ হইল সেই মালদহ গ্রাম।
সবে বলে পাইনু বৈকুণ্ঠ মুক্তি ধাম।।
হেন শক্তি প্রকাশ করিলা বীরচন্দ্র।
কোটী কোটী লোক করে কীর্ত্তন আনন্দ।।
মর্ত্ত্যলোকে হেন সুখ দেখিয়া কীর্ত্তন।
ব্রহ্মাদি দেবতাগণ করিলা গমন।।
নররূপ ধরি সবে নিজগণ লইয়া।
কীর্ত্তন করেন সবে হরি বোল বলিয়া।।
নাগলোক লইয়া সবে বাসুকী চলিলা।
দেখি গৌর বীরচন্দ্রের অদ্ভুত যে লীলা।।
নররূপ ধরি সবে কীর্ত্তন করয়।
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম হরি জয় জয়।।"
দেবলোক নরলোক নাগলোক মেলি।
সঙ্কীর্ত্তন করে 'হরি কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি।।
হেন লীলা পৃথিবীতে করে গৌর রায়।
বীরচন্দ্র রূপে পুনঃ প্রেমেতে ভাসায়।।
কে জানে ঈশ্বর লীলা কোনমতে করে।
কেবা ঈশ্বরের বেদ্য বুঝিবারে পারে।।
পূর্ব্বে যেন সুখ হইল নবদ্বীপ পুরে।
সাঙ্গপাঙ্গে ভক্ত সঙ্গে কৈলা বিশ্বম্ভরে।।
সেই সব সুখ হইল মালদহ গ্রামে।
কে কহিতে পারে ইহা তাঁর কৃপা বিনে।।
যে লীলা করিলা বীরচন্দ্র নিজগুণে।
সংক্ষেপে কহিনু তাহা দিগ্ দরশনে।।
কীর্ত্তন সমৃদ্ধ আয়োজন দেখি আর।
হাসে প্রভু বীরচন্দ্র জগতের সার।।
প্রভু আয়োজন দেখি সন্তুষ্ট হইলা।
কৃষ্ণে নিবেদন করি মহাপ্রসাদ কৈলা।।
সেই প্রসাদ লয়ে গেল স্থানে স্থানে।
যার যত ইচ্ছা বসি করয়ে ভোজনে।।
দুর্ল্লভ দুর্ল্লভ অবশেষ পাত্র পাইল।
সবংশের নিমিত্তে বসনে বান্ধি নিল।।
দুই সহস্র মুদ্রা আর সুবর্ণ সহস্র।
উত্তরের অশ্ব দুই বহুবিধ বস্ত্র।।
মহোৎসব স্থান দেবত্তর পাট্টা লিখি।
গলে বস্ত্র দিয়া পড়ে প্রভু পাশে রাখি।।
তারে কৃপা করি প্রভু অঙ্গীকার কৈলা।
এই স্থান প্রসিদ্ধ হইল বলি বৈলা।।
সেই হইতে শ্রীপাট হইল মালদহ।
এমত করিল বীরচন্দ্র অনুগ্রহ।।
তারে বিদায় দিয়া প্রভু পাঠাইল ঘরে।
রাঢ় দেশ চলিবারে হইল তৎপরে।।
প্রভু বীরচন্দ্রের লীলা অমৃতের সার।
শ্রদ্ধা করি শুনিলে হয় গৌর পরিবার।।
শ্রীজাহ্নবা নিত্যানন্দ চরণ করি আশ।
বংশ বিস্তার কহেন বৃন্দাবন দাস।।

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তারে মধ্য লীলায়াং
উত্তরদেশ ভ্রমণং নাম অষ্টম স্তবকঃ।

।। নবম স্তবক ।।

জয় জয় নিত্যানন্দ অজভবাদি ঈশ্বর।
জয় মহাপ্রভু বীর করুণা সাগর।।
অপ্রেক্ষ্কেক গতি নিত্যানন্দ চন্দ্রময়ী প্রভু।
যদিচ্ছয়া পামরোপি উত্তম শ্লোকমীয়তে।।
মন নিতাই চৈতন্য বলি ডাক।
এমন দয়াল প্রভু, আর না পাইবে কভু,
হৃদয় কমলে করি রাখ।।
কিবা সে মধুর লীলা, নটন কীর্ত্তন কলা,
অতীব গম্ভীর অবতার।
আপনার গুপ্তধনে, আনি মর্ত্ত্যে করি দানে,
ত্রাণ কৈল এ তিন সংসার।।
পরশমনির গুণে, তুচ্ছ লাগে মোর মনে,
লৌহ পরশিলে হেম করে।
নিতাই চৈতন্য গুণে, গান করে কত জনে,
রতন হইল ঘরে ঘরে।।
আমোদে বলিয়া হরি, নাম সঙ্কীর্ত্তন করি,
তিনলোক করিল নিস্তারে।
অস্পর্শ পতিত যত, গান করি অবিরত,
কলিভব অনায়াসে তরে।।
জয় নিত্যানন্দ রাম, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম,
বলি প্রেমরসে পড়য়ে ঢুলিয়া।
কহে বৃন্দাবন দাস, মনেতে রহিল আশ,
বঞ্চিত রহিনু মুঞি অভাগিয়া।।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দয়াময়।
যার নাম লবামাত্র সর্ব্বসিদ্ধি হয়।।
হেন নামে মুঞি পাপীর নহিল বিশ্বাস।
না ছুটিল মনে বিষয় সংসারের আশ।।
কি করিব কোথা যাব মন স্থির নয়।
নিতাই চৈতন্য গুণে মন নাহি রয়।।
এইবার করুণা কর নিতাই চৈতন্য।
তুমার নাম বিনে মুখে না বলুক অন্য।।
তব লীলা গুণ বিনে কর্ণ না শুনয়।
তব স্বরূপ বিনে নেত্র অন্য না দেখয়।।
হস্ত মোর তব সেবা পরিচর্য্যা করে।
বিষয় গরল যেন মনে নাহি ধরে।।
সর্বদা তোমার শ্রীচরণে মন রয়।
এই কৃপা কর প্রভু হইয়া সদয়।।
এবে শুন বীরচন্দ্র প্রভুর লীলাগুণ।
শ্রবণে কৃতার্থ হবে তাপ হবে ন্যূন।।
রাঢ়ে আসি বীরচন্দ্র করিল প্রবেশ।
শুনি মাত্র ভাঙ্গিয়া চলিল সর্বদেশ।।
যে দেখিল একবার সদা জাগে মনে।
ঐ প্রভু আইল বলি চলে সর্বজনে।।
কেহ লয় দধি দুগ্ধ নারিকেল কলা।
কেহ বস্ত্র কেহ রত্ন কেহ পুষ্পমালা।।
প্রভু পায়ে আসি পড়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
প্রভু করেন কৃপা দুই হস্ত তুলি।।
সবে কৃষ্ণ হরি বলি যাহ নিজ ঘরে।
তোমা সবায় কৃপা করুন গৌর বিশ্বম্ভরে।।
আশীর্ব্বাদ শুনিয়া সবার হয় সুখ।
নয়ন ভরিয়া দেখে প্রভুর শ্রীমুখ।।
পথে নানা মত জনে প্রেমদান করি।
ক্রমে ক্রমে আইলেন একচক্র পুরী।।
নিত্যানন্দ প্রভুর সে জন্মস্থান হয়।
দেখি দণ্ডবৎ করি হৈল প্রেমোদয়।।

শ্রীবঙ্কিমদেব দেখি প্রেমানন্দ হইলা।
দণ্ডবৎ করি বহু স্তব স্তুতি কৈলা।।
কিবা সে মুরলী মুখ ভঙ্গি কি সুন্দর।
সাক্ষাৎ দেখয়ে যেন ব্রজেন্দ্রকুমার।।
প্রেমে পূর্ণ হইলা প্রভু বাহ্য পাসরিয়া।
'হা হা প্রাণনাথ কৃষ্ণ' বলিয়া বলিয়া।।
'নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ' বলি করয়ে হুঙ্কার।
হা হা গৌরচন্দ্র প্রভু শচীর কুমার।।
কদম্ব কেশর অঙ্গ নেত্রে অশ্রুধারে।
কেবল বলয়ে 'প্রভু কৃষ্ণ হরে হরে'।।
বহুক্ষণে হইলেন আপনে সুস্থির।
মৃদু মৃদু কহিলেন বচন সুধীর।।
আজি উপবাস কর এই তীর্থ স্থলে।
মহামহোৎসব কালি করিব সকালে।।
আজ্ঞা শিরোধার্য্য করি সব ভক্তগণ।
কীর্ত্তন করয়ে ধ্বনি পরশে গগন।।
পূর্ব্ব উত্তর প্রবাসের যত মুদ্রা ছিল।
সব ব্যয় করি দ্রব্য আয়োজন কৈল।।
প্রাতে উঠি বিশ-ত্রিশ পাচক ব্রাহ্মণ।
শাক সুপ আদি অন্ন করয়ে রন্ধন।।
গোধূমের রুটি আদি ঘৃত পক্ক যতো।
মধুকুল্য পয়ঃকুল্য ফলমূল কতো।।
নব-মৃত কুণ্ডী আর জলের আধার।
কুম্ভকার আনিলেক শত শত ভার।।
নিচ্ছেদ অগ্রের খণ্ড কদলির পত্র।
ধৌত করি আনি লোক সহস্র সহস্র।।
গোময় লেপিত স্থান অতি মনোহর।
মনোহর চন্দ্রাতপ তাহার উপর।।
আধারেতে নৈবেদ্য করিয়ে সারি সারি।
তাহার উপর দিল তুলসী মঞ্জরী।।

আপনার হস্তে প্রভু করিল নিবেদন।
শ্রীবঙ্কিমদেব সুখে করিলা ভোজন।।
মহানন্দ প্রভু বীরচন্দ্র ভগবান।
আনন্দে বৈষ্ণব সব করেন কীর্ত্তন।।
ব্রাহ্মণ মণ্ডলী বৈসে করিতে ভোজন।
মিষ্টান্ন পক্কান্ন নানাবিধ রসায়ন।।
আপনার শ্রীহস্তে দিলেন সবাকারে।
পরিপূর্ণ হৈল আর নারে খাইবারে।।
গৃহস্থ বৈষ্ণব সব বৈসে এককালে।
পরিপূর্ণ হইয়া আনন্দে হরি বোলে।।
এই মতে মহোৎসব করিয়া সম্পূর্ণ।
আত্মগণ মিলিয়া পাইল প্রসাদ অন্ন।।
সেই গ্রামে তিনদিন করিলা বিশ্রাম।
বীরচন্দ্রপুর করি করিল আখ্যান।।
এই মতে রাঢ় দেশ করিয়া ভ্রমণ।
চলিলেন শ্রীকুণ্ডল করিতে দর্শন।।
রাঢ়ে সে দেখিলেন কেহ নিত্যানন্দ বিনে।
কেবল চৈতন্য নাম লয়েন বদনে।।
'নিতাই চৈতন্য' বলি ডাকে সর্ব্বজন।
জয় শচীসুত পদ্মাবতীর নন্দন।।
জয় নিত্যানন্দ জয় গৌরচন্দ্র।
ইহা বলি আর কিছু না জানে আনন্দ।।
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া।
রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রেমরসেতে ডুবিয়া।।
রাধাকৃষ্ণ উপাসনা হরিনাম বিনে।
রাঢ় দেশের লোক আর কিছুই না জানে।।
পূর্ব্বে শাসন করিলেন প্রভু নিত্যানন্দ।
এবে প্রেমে ভাসাইল প্রভু বীরচন্দ্র।।
কুণ্ডল দর্শন করি মহাপ্রভু বীর।
হা হা নিত্যানন্দ বলি হইলা অস্থির।।

কোথা গেলা হা হা প্রভু আমারে ছাড়িয়া।
'হা কৃষ্ণ চৈতন্য' বলি পড়িলা ঢলিয়া।।
প্রেমের বিকার দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ।
'নিতাই চৈতন্য' বলি করে সঙ্কীর্ত্তন।।
'জয় নিত্যানন্দ জয় জয় গৌরহরি।'
সেই ধ্বনি কর্ণগত হইল শীঘ্র করি।।
উঠিলেন বীরচন্দ্র হুঙ্কার করিয়া।
'নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ চৈতন্য' বলিয়া।।
নৃত্য করে সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে বীর রায়।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ হরিগুণ গায়।।
এইমত সঙ্কীর্ত্তন করি কতক্ষণে।
রাখিলা কীর্ত্তন প্রভু ভক্তগণ সনে।।
সর্ব্বলোক নিস্তারিলা সঙ্কীর্ত্তন করি।
সবারে শিখান সদা বল 'কৃষ্ণ হরি'।।
দেখিয়া প্রভুর কৃপা রাঢ় লোক যত।
'নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র' বলে অবিরত।।
দেখি শুনি প্রভু অতি প্রসন্ন হইয়া।
কহিলেন যাবো আমি গঙ্গাতীর দিয়া।।
যে আজ্ঞা বলিয়া সবে ধরিলেন পথ।
প্রভুর যে ইচ্ছা সে সবার অভিমত।।
দ্রুত গতি যান প্রভু অশ্বেতে চড়িয়া।
ছড়ি হস্তে ভৃত্যগণ আগে যায় ধায়া।।
পথি মধ্যে দেখিলেন গতিরে আসিতে।
একপদ খঞ্জ আইসে চড়িয়া দোলাতে।।
প্রভুকে দেখিয়া পথে দোলা নামাইল।
দূরে থাকি দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল।।
প্রভু অশ্ব পৃষ্ঠে শীঘ্র নিকটে আইল।
অশ্বেতে রহিয়া তিন চাবুক মারিল।।
শ্রীরঘুনন্দনে[১] তুমি শূদ্র জ্ঞান করি।
উপাসনা না হইয়া গৃহে যাইছ ফিরি।।
এতেক শুনিয়া গতি হইল চমৎকার।
দণ্ডবৎ হই পদে পড়ে বারে বার।।
মনে মনে করে প্রভু অন্তর্য্যামী হই।
আমার মনের কথা হৃদয়ে জানই।।
জানিয়া প্রভুর তত্ত্ব মনে ভয় পাইয়া।
কহে গতি প্রভুর দুই চরণে ধরিয়া।।
যদি দণ্ড করি মোরে হইলা কৃপাবান।
মন্ত্র উপদেশ করি রাখ মোর প্রাণ।।
প্রভু তুষ্ট হইয়া তার হস্তেতে ধরিল।
পদ্ম হস্ত তাহার মস্তকে ফিরাইল।।
সেইক্ষণে মন্ত্র দিয়া কৈলা আত্মসাৎ।
গতি কহে জন্মে জন্মে তুমি মোর নাথ।।
প্রেমধারা পড়িছে নয়ন বুক বহিয়া।
'পাইনু পাইনু' বলে দুই হাত তুলিয়া।।
পশ্চাতে সকল বৈষ্ণব আসি মিলে।
সবে আসি বসিলেন বটবৃক্ষ তলে।।
তাহারা সুধান ইহো কোন মহাশয়।
বিশেষ করিয়া প্রভু দেন পরিচয়।।

১। শ্রীরঘুনন্দন — শ্রীরঘুনন্দন শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীমুকুন্দ দাসের পুত্র ও গৌরপ্রিয় নরহরি ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি পূর্ব্ব অবতারে কামদেব ছিলেন। ঠাকুর অভিরাম প্রণাম করিয়া তাঁহার মহিমা ব্যক্ত করেন। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ সেবা ও প্রেমবৈভবের বিচিত্র কাহিনী সর্বজনবিদিত।

আমি যবে গিয়াছিলাম দক্ষিণ ভ্রমণে। সেদেশে সাক্ষাৎ হৈল শ্রীনিবাসের[১] সনে।।
গোপালভট্টের[২] শিষ্য বৈষ্ণব অগ্রগণ্য। নিত্যানন্দ চৈতন্য পদে ভক্তি অনন্য।।
তৈলঙ্গ দেশেতে এক ব্রাহ্মণের ঘরে। তিনদিন[৩] কৃষ্ণ কথায় রহে একত্তরে।।
প্রসঙ্গে পুছিল ব্যবহারের বিষয়। আদ্যোপান্ত সমস্ত দিলেন পরিচয়।।
চৈতন্যদাসের[৪] পুত্র জাজিগ্রামে বাড়ি। শ্রীখণ্ডের সরকার ঠাকুরের[৫] স্থানে পড়ি।।

১। শ্রীনিবাস আচার্য্য — শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশ মূর্ত্তিরূপে বর্দ্ধমান জেলায় চাকুন্দী গ্রামে আবির্ভূত হন। পিতা শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ও মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া। পিতা অদর্শনে মাতাসহ জাজিগ্রামে মাতুলালয়ে আসিয়া অবস্থান করেন। নরহরি ঠাকুরের নির্দ্দেশে ক্ষেত্র গমন, পরে পুনঃ ক্ষেত্র গমন, প্রত্যাবর্ত্তন। গৌড়দেশ ভ্রমণ অন্তে বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী সমীপে দীক্ষা গ্রহণ, শ্রীজীব গোস্বামী সমীপে শাস্ত্রাধ্যয়নে আচার্য্য উপাধি লাভ। ভক্তি গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে আগমন, বিষ্ণুপুরে বীর হাম্বীর কর্ত্তৃক গ্রন্থ অপহরণ। পরে বীর হাম্বীরের উদ্ধার, বিষ্ণুপুর ও জাজিগ্রামে অবস্থান করিয়া ভক্তিশাস্ত্র প্রচার ও গৌরাঙ্গের বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের দুই পত্নী, তিন পুত্র ও তিন কন্যা। শ্রীঈশ্বরী দেবী ও শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া নামে দুই পত্নী, বৃন্দাবন আচার্য্য, রাধাকৃষ্ণ আচার্য্য ও গতিগোবিন্দ নামে তিন পুত্র এবং হেমলতা ঠাকুরাণী, কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরাণী ও কাঞ্চন লতিকা ঠাকুরাণী নামে তিন কন্যা।

২। গোপালভট্ট — শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী, ছয় গোস্বামীর একজন। তিনি পূর্ব্ব অবতারে ব্রজে শ্রীগুণ মঞ্জরী ছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যবাসী বেঙ্কট ভট্টের পুত্র। ত্রিমল্ল ভট্ট ও প্রবোধানন্দ ভট্ট তাহার জেঠা ও কাকা ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ ভ্রমণ কালে তাঁহার গৃহে চতুর্ম্মাস্য যাপন করেন। সে সময় শিশু গোপাল ভট্ট প্রভুর সেবা করিয়া কৃপার ভাজন হন। তিনি প্রভুর আদেশ মত পরবর্ত্তীকালে সস্ত্রীক পিতা, জেঠা ও কাকার মৃত্যুর পর উদাসী হইয়া বৃন্দাবনে আগমন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্তরে জানিয়া ক্ষেত্র হইতে ডোর কৌপীন ও আসন প্রেরণ করেন। তিনি রূপ-সনাতন গোস্বামী প্রভৃতির সঙ্গে অবস্থানকরতঃ প্রভু প্রদত্ত দ্রব্য শিরধারণ করিয়া প্রভুর নির্দ্দেশিত কার্য্য সম্পাদনা করিলেন। শ্রীহরিভক্তি বিলাসাদি তাঁহার প্রেম-গুণের কীর্ত্তির নিদর্শন।

৩। তিনদিন .... একত্তরে পাঠান্তর — 'মোরে ভক্তি কৈলা অতি করিয়া সৎকারে।'

৪। চৈতন্যদাস — চৈতন্যদাস চাকুন্দী গ্রামবাসী। ইহার নাম শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাটোয়ার সন্ন্যাসলীলা দর্শনে প্রেমোন্মত্ত হন এবং পাগল প্রায় 'চৈতন্য চৈতন্য' বলিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি চৈতন্যদাস নামে প্রসিদ্ধ হন। তাঁহারই সুযোগ্য পুত্র শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ মূর্ত্তি শ্রীনিবাস আচার্য্য।

৫। শ্রীখণ্ডের সরকার ঠাকুর — সরকার ঠাকুর বলিতে শ্রীখণ্ডের নরহরি দাস ঠাকুরকে বুঝায়। তিনি পূর্ব্ব অবতারে শ্রীমধুমতী সখী ছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ।

তেঁহো মোরে কহিলেন দীক্ষার কারণে।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হই করিনু গ্রহণে।।
দুষ্ট ব্রাহ্মণ বাক্যে মন ফিরি গেল।
ঠাকুর বা কি বলিব বড় লজ্জা হৈল।।
শূদ্র স্থানে শিষ্য হবে ব্রাহ্মণ হইয়া।
শুনিয়া আমার মন গেল বিচলিয়া।।
সেইক্ষণে উঠিয়া করিনু পলায়ন।
পথে তীর্থ করিতে পাইনু বৃন্দাবন।।
শ্রীগোপাল ভট্ট গোসাঞি মোরে কৃপা কৈল।
মন্ত্র দিয়া গ্রন্থ দিয়া গৌড়ে পাঠাইল।।
সম্প্রতি আছিয়ে গৃহী আশ্রমের মতে।
নিযুক্ত হইনু মাত্র বৈষ্ণব সেবাতে।।
সঙ্কল্প করিয়া মনে পাইতেছি ভয়।
সেবা চালাইবেক সন্তান নাহি হয়।।
এক খঞ্জ-অন্ধ কিবা কুমার দেন মোরে।
স্থাপন করি যে তবে সেবা করিবারে।।
আমি কৈনু অবশ্য সন্তান হবে তোর।
তোমার পত্নীরে আন বিদ্যমান মোর।।
তবে তার পত্নী আসি প্রণমিল মোরে।
চর্বিত তাম্বুল ধর বলিনু তাহারে।।
তবে মহাভক্তি করি হস্ত যে পাতিল।
অধর তাম্বুল আমি তার হস্তে দিল।।
কৃতার্থ মানিয়া সেই খাইলা অধরামৃত।
আমার প্রসঙ্গে গর্ভ হইলা ত্বরিত।।
তাহা হইতে জন্মিল এই তাহার সন্তান।
মোর অনুগ্রহ পাত্র কহিনু বিধান।।
শুনিয়া বৈষ্ণব সব আনন্দিত হইল।
'গৌরবের পাত্র' বলি এই বোল বৈল।।

গতি কহে গোসাঞির চরণে ধরিয়া।
এদেশে আইলা প্রভু কৃপালু হইয়া।।
কহিতে সমর্থ নাহি মনে বাঞ্ছা হয়।
মোর গৃহে করুন শ্রীচরণ বিজয়।।
ভক্তাধীন ভক্তবাক্য অঙ্গীকার কৈলা।
চলিব বলিয়া তারে এই বাক্য বৈলা।।
সেদিন রহিলা কোনও ভাগ্যবান ঘরে।
এমত কৃতার্থ হৈল সবে পরস্পরে।।
বনভূমি[১] যাইতে গ্রামে গ্রামে মহোৎসব।
কত কত লোক হৈল পরম বৈষ্ণব।।
সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম প্রভু সবারে শিখাই।
কলিকালে আর কিছু ধর্ম কর্ম নাই।।
ভজ কৃষ্ণ স্মর কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম।
ইহা হইতে সত্য সত্য যাবে কৃষ্ণধাম।।
সবারে সমান ভাব অতিথি সেবন।
গৃহস্থের এই ধর্ম্ম কর সর্বক্ষণ।।
পাইয়া প্রভুর শিক্ষা ভাগ্যবান জনে।
কৃষ্ণনাম লয় করে অতিথি সেবনে।।
বনভূমে প্রবেশ করিয়া বীরচন্দ্র।
মনোহর স্থান দেখি হৃদয়ে আনন্দ।।
নদীর নির্মল জল নির্জন দেখিয়া।
এই স্থানে স্নানকৃত্য করিব বলিয়া।।
যান ছাড়ি বসিলেন আম্রবৃক্ষ তলে।
বিশ্রাম নিশান শিঙ্গা বাজে এককালে।।
নদীপার নিকটস্থ এক মহাশয়।
পরমেশ্বর দাস মল্লিক তার নাম হয়।।
নিত্যানন্দগণ তেঁহো সবংশ সহিতে।
শুনিয়া আইলা তেঁহো অতি হরষিতে।।

১। বনভূমি — বনভূমি বলিতে বনবিষ্ণুপুরকে বুঝায়।

প্রভুপদে পড়িলেন দণ্ডবৎ হৈয়া।
'নিত্যানন্দ' বলি কান্দে চরণে ধরিয়া।।
'বাপ নিত্যানন্দ' মোর পতিতের প্রাণ।
মো হেন পতিত জনে করিলেন ত্রাণ।।
পুনর্বার না দেখিনু সে চন্দ্র বদন।
প্রভু বিনে রহিয়াছে পাপীষ্ঠ জীবন।।
এত বলি কান্দে ধরি প্রভুর শ্রীচরণে।
বীরচন্দ্র আরে বাপ লইনু স্মরণে।।
তুমি নিত্যানন্দ তুমি শচীর কুমার।
তুমি কৃষ্ণ তুমি বিষ্ণু জগতের সার।।
এ হেন নির্বিন্য মোরে দরশন দিয়া।
কৃতার্থ করিলে পুনঃ কৃপার্দ্র হইয়া।।
এইমত কান্দে মল্লিক প্রেমে স্থির নয়।
দেখি চমৎকার বীরচন্দ্র মহাশয়।।
প্রভু কৃপাপাত্র জানি প্রেমে পূর্ণ হৈলা।
'হা হা নিত্যানন্দ' বলি কান্দিতে লাগিলা।।
কৃপায় কমল আঁখি করুণা করিয়া।
উঠাইয়া নিল প্রেম আলিঙ্গন দিয়া।।
মল্লিক করিল তবে আত্ম নিবেদন।
বহু আর্ত্তি করি নিল আপন ভবন।।
ভক্তি ভাবে সবংশে পড়িল শ্রীচরণে।
প্রধান গৃহেতে বসায় দিব্য আসনে।।
শ্রীচরণ ধোয়াইয়া চরণামৃত নিল।
সবংশেতে পান করি গৃহে ছড়াইল।।
নিজদাস দেখি প্রভু হেন কৃপা কৈলা।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রসাদ মল্লিক পাইলা।।
গতিরে সুধান তুমি সঙ্গী কোথা হৈলা।
আপনার অবস্থা সব কহিতে লাগিলা।।
শুনিয়া সন্তুষ্ট অতি হইলা মল্লিক।
সেইদিন হইতে তারে বাসে প্রাণাধিক।।

পারিষদ বৈষ্ণব সকলে পুরস্করি।
পদপ্রক্ষালিয়া বসাইলা নমস্করি।।
প্রভুসেবা করিবারে বহু ব্যস্ত হৈয়া।
কেহ কোন আয়োজন করে তুষ্ট হৈয়া।।
স্নিগ্ধ জল আনি কেহ সুবাসিত কৈল।
সুগন্ধি বিষ্ণুতৈল শ্রীঅঙ্গেতে দিল।।
কেহ পুষ্প আনি কেহ ঘষয়ে চন্দনে।
কোঁচা বানাইল কেহ নূতন বসনে।।
কেহ সুগন্ধির মালা করয়ে গ্রহণ।
কেহত তুলসী শয্যা করে হর্ষ মন।।
পূজার নিমিত্ত কেহ স্থান সজ্জা করে।
দিব্য আসন ধরিলেন তাহার উপরে।।
ষোড়শোপচারে পূজার সামগ্রী করিয়া।
সগোষ্ঠী সহিতে আছে গলে বস্ত্র দিয়া।।
প্রভুর স্নানকৃত্য করি পিঁড়ার উপরে।
নিজ নিত্য কৃত্য মত বিষ্ণুপূজা করে।।
পূজা সমর্পণ কৈল মল্লিকের গণ।
ষোড়শোপচারে পূজে প্রভুর চরণ।।
আরত্রিক নির্ম্মঞ্ছন কৈল বহু মতে।
আরম্ভিলা ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তন করিতে।।
বহুক্ষণ সঙ্কীর্ত্তন নৃত্যগীত কৈলা।
সংক্ষেপে কীর্ত্তন রাখি সবে বিশ্রামিলা।।
বহু শ্রদ্ধা ভক্তে প্রভু জল পান কৈল।
অবশেষ সকল বৈষ্ণবে বাটি দিল।।
পাকের নিমিত্ত বহু আয়োজন কৈল।
ভক্তি করি পাচকেরে অভ্যন্তরে নিল।।
যতেক প্রকার কৈল ব্যঞ্জনাদি সূপ।
শাল্যন্ন গোধূমরুটি কৈল স্তূপ স্তূপ।।
প্রভু বসিয়াছেন দিব্য খট্টার উপরে।
নিকটে বৈষ্ণবগণ ইষ্টালাপ করে।।

চরণের তলে বসি সে গতিগোবিন্দ।
চরণ সেবয়ে অতি হৃদয় আনন্দ।।
বস্তু-তত্ত্ব জিজ্ঞাসেন প্রভুর সমীপে।
জীব হৈয়া সংসারে তরিবে কোন রূপে।।
কৃপায় কহেন প্রভু সব তত্ত্বাখ্যান।
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য প্রেম ভক্তি অভিধান।।
গুরু পদাশ্রয় নব ভক্তির সাধন।
শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তির লক্ষণ।।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা নানারস ভেদ।
আর যত গুপ্ত লীলা নাহি জানে বেদ।।
রাধানঙ্গমঞ্জরীর অনুগত হইয়া।
নিজ ভাবাশ্রিত সখীর কটাক্ষ জানিয়া।।
করিবেক প্রেমসেবা বুঝিয়া সময়।
রূপে-গুণে ডগমগি ভাবের আশ্রয়।।
সর্ব্বদা করিবে কৃষ্ণনাম গুণে রতি।
ব্রজেন্দ্র নন্দনে জানিবেন প্রাণপতি।।
বৃষভানু সুতা দুই গোবিন্দ মোহিনী।
তার পরিচর্য্যা সেবা দিবস রজনী।।
তার পাশে স্থিতি সদা তার সহচরী।
এইমত রাগাত্মিকা ভজন অচারি।।
সব তত্ত্ব জানাইলা গতিগোবিন্দেরে।
সবশেষে আজ্ঞা দিল দৃঢ় করি তারে।।
কলিকালে সাধ্য কেবল চৈতন্য নিতাই।
হরিনাম সাধন বিনে কোনও গতি নাই।।
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করি লও কৃষ্ণ নাম।
সত্য সত্য সত্য পাবে রাধাকৃষ্ণ ধাম।।
বৈষ্ণব স্থানেতে সদা হবে সাবধান।
বৈষ্ণব অপরাধ হইলে নাহি পরিত্রাণ।।
আপনার পাদপদ্ম ধরি তার শিরে।
বর দিল এই সব স্ফুর্ত্তি হউক তোরে।।

পুনর্ব্বার কহিলেন করুণা করিয়া।
অহঙ্কার অভিমান দূরেতে তেজিয়া।।
সর্ব্বভূতে সমাদর নম্রতা স্বভাব।
তবে সে পাইবে সত্য কৃষ্ণ অনুরাগ।।
শ্রীমুখের আজ্ঞা পাইয়া শ্রীগতিগোবিন্দ।
প্রেমে পরিপূর্ণ দেহ হইল আনন্দ।।
চরণে ধরিয়া কান্দে আত্মসাথ করি।
এই পাদপদ্ম যেন কভু না পাসরি।।
হেনকালে শ্রীকৃষ্ণের ভোগ সরিল।
আরত্রিক শঙ্খ ঘন্টা বাজিতে লাগিল।।
ভোগ সমর্পণ করি প্রভু বোলাইল।
প্রসাদ পাইয়া প্রভু আচমন কৈল।।
অবশেষ প্রসাদ অন্ন সকলে পাইল।
এই সব আনন্দে সানন্দে দিন গেল।।
রাত্রিতে করেন বহু কীর্ত্তন আনন্দ।
বর্ণিতে পারেন প্রভু আপনে অনন্ত।।
কীর্ত্তন মণ্ডলে বীরচন্দ্রের প্রকাশ।
কিভাবে কেমন হয় তাহা জানে ব্যাস।।
কেহ দেখে চূড়া ধড়া পৌগণ্ড বয়েস।
কেহ দেখে নবীন যৌবন পরবেশ।।
কেহ দেখে শুভ্রকান্তি শ্রীহল মুষল।
কেহ দেখে শ্যামসুন্দর বংশী করতল।।
কেহ দেখে মদনমোহন রসরাজ।
সন্ন্যাসীর বেশে নাচে কীর্ত্তন সমাজ।।
হরি বল হরি বল বলে দুই বাহু তুলি।
অশ্রুজলে ভক্ত অঙ্গ সিঞ্চয়ে সকলি।।
কেহ দেখে শঙ্খচক্র চতুর্ভুজ করে।
সহস্র বদনে ছত্র শ্রীঅনন্ত ধরে।।
করুণা কিরণ জাল চারিদিগ্ দিয়া।
সভক্ত অভক্ত জনে আনয়ে টানিয়া।।

রাসের আরম্ভে যেন কৃষ্ণ বংশী গানে।
আকর্ষণ করি নিলা সব গোপী গণে।।
সেই আকর্ষণ করিল কীৰ্ত্তনে।
সৰ্ব্ব লোক আসি করে কীৰ্ত্তন দর্শনে।।
সে আনন্দ সে কীৰ্ত্তন দেখি সর্ব্বজনে।
কৃষ্ণ প্রেমে ভাসে কৃষ্ণ বলয়ে বদনে।।
শ্রীনিবাস আচার্য্য আসি বৈষ্ণবগণ সঙ্গে।
প্রেমাবেশে বসি আছেন কৃষ্ণকথা রঙ্গে।।
মধুর কীৰ্ত্তন ধ্বনি হেনকালে আসি।
উন্মত্তের প্রায় কৈল শ্রবণ পরশি।।
কি মধুর বলিয়া ধাইল শীঘ্র গতি।
পশ্চাতে ধাইল যত বৈষ্ণবগণ তথি।।
শীঘ্র আসি মিলিলেন কীৰ্ত্তন মণ্ডলে।
বীরচন্দ্র প্রকাশ দেখেন এককালে।।
স্নিগ্ধ শান্ত শ্রীনিবাস পণ্ডিত গম্ভীর।
বীরচন্দ্র দরশনে হইলা অস্থির।।
অশ্রুপাত মল্লিক প্রভুর পাশে থাকি।
প্রভুর দর্শনামৃতে ঝরে মাত্র আঁখি।।
আচার্য্যের আগমন কীৰ্ত্তনে দেখিয়া।
কহিতে লাগিলা প্রভুর শ্রীমুখ হেরিয়া।।
মল্লিক কহিলা এই আইলা শ্রীনিবাস।
দেখিয়া প্রভুর মনে অধিক উল্লাস।।
দুই বাহু পসারিয়া কৈল আলিঙ্গন।
শ্রীনিবাস বহুবিধ করিলা স্তবন।।
চরণে পড়িয়া লুটে চরণের ধূলি।
প্রসাদ পরমানন্দ এই বোল বলি।।
কীৰ্ত্তনের মাঝে নাচে দুই হাত তুলিয়া।
বীরচন্দ্র নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ বলিয়া।।
প্রভুর সৌন্দর্য্য আর কীৰ্ত্তন আনন্দ।
বিস্মিত হইলা শ্রীনিবাস প্রেমানন্দ।।

ধন্য ধন্য বলি সর্ব্বলোক প্রেমে ভাসে।
দেখি মহাপ্রভু বীরচন্দ্রের প্রকাশে।।
কেহ বলে জন্ম না হইবে পুন আর।
হেন প্রভু কলিযুগে দেখি সাক্ষাৎকার।।
কেহ বলে জিনিলাম শমনের দায়।
হেন প্রভু সর্ব জীবের সাক্ষাৎ বেড়ায়।।
কিবা প্রভু কিবা গণ কিবা সঙ্কীৰ্ত্তন।
দেখিয়া শুনিয়া নিস্তারিলা সর্ব্বজন।।
এইমত কীৰ্ত্তনানন্দে বহু নিশি হৈল।
কীৰ্ত্তনীয়ার পরিশ্রম অন্তরে জানিল।।
কহিলেন আজি কর কীৰ্ত্তন বিরাম।
শ্রান্তি শান্ত করি বসি লও কৃষ্ণনাম।।
'হরি হরি' বলি সবে রাখিলা কীৰ্ত্তন।
চারিদণ্ড প্রতিধ্বনি রহিল শ্রবণ।।
রাত্রে ভোজনানন্দে ছয়দণ্ড গেল।
ব্যবহার প্রসঙ্গ আর দুই দণ্ড হৈল।।
অবশেষ নিশি প্রভু নিদ্রাগত হৈয়া।
উঠিলেন প্রাতে 'কৃষ্ণ চৈতন্য' বলিয়া।।
মঙ্গল আরতি করি বৈষ্ণবের গণ।
প্রাতঃকৃত্য করিয়া আইলা সর্ব্বজন।।
শ্রীচরণ গমন লাগিয়া গতি কয়।
শ্রীনিবাস সঙ্গে অঙ্গে দাঁড়াইয়া রয়।।
আচার্য্যে কহিল প্রভু গতির বৃত্তান্ত।
শুনিয়া আচার্য্য বড় হইলা আনন্দ।।
কহেন প্রভুর পদে মিনতি করি কত।
মুই মোর পরিজন পুত্র মিত্র যত।।
ঐ পাদপদ্ম বিনু মোর নাহি গতি।
তুমিত দ্বিতীয় দেহ চৈতন্য মূরতি।।
এইমত আচার্য্য বহু স্তুতি কৈলা।
শুনি বীরচন্দ্র প্রভু প্রসন্ন হইলা।।

কহিলেন প্রভু কিছু ঈষৎ হাসিয়া।
তোমাতে আমাতে ভেদ নাহিক বলিয়া।।
মল্লিক আসিয়া প্রভুর চরণ পূজিল।
বালক বৃদ্ধ সব আসি দণ্ডবৎ কৈল।।
সবার মস্তকে পদ দিলেন তুলিয়া।
নিতাই চৈতন্য কৃপা করুন বলিয়া।।
যানে আরোহিয়া প্রভু চলেন লীলায়।
আগে আগে বৈষ্ণব কীর্ত্তন করি যায়।।
প্রভুর ইঙ্গিত পাই বৈষ্ণবের গণ।
'নিতাই চৈতন্য' বলি করয়ে কীর্ত্তন।।
একবার বলরে মন নিতাই চৈতন্য।
।। ধ্রু।।
কীর্ত্তন শুনিয়া প্রভুর মন্দ মন্দ হাস।
হুঙ্কারিয়া নৃত্য করে প্রেমানন্দ দাস।।
আগুবাড়ি চলিলেন আচার্য্য নন্দন।
বহুবিধ পূজা দ্রব্য করিল সাজন।।
ধৌত বস্ত্র পাতিয়া রাখিলা দূর হৈতে।
কীর্ত্তন করিয়া আইসেন যেই পথে।।
যোড়শোপচারে পূজা আয়োজন করি।
সমুচিত স্থানেতে রাখিল সব ধরি।।
বাড়ির নিকটে উঠে কীর্ত্তনের ধ্বনি।
শুনি চমৎকার লোক চলিল তখনি।।
গতি অনুব্রজিয়া আইলা কিছু আগে।
নগরিয়া লোক দাঁড়াইয়া দুই ভাগে।।
এককালে ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য প্রকাশিয়া।
চমৎকার করি নিল মন ভুলাইয়া।।
চারিদিকে লোক সব 'হরি হরি' বলে।
সকলেই ভাসে যেন আনন্দ হিল্লোলে।।
সবার শরীরে বীরচন্দ্রের বসতি।
সবারে আনন্দ দেন আনন্দ মূরতি।।

যে দেখয়ে প্রভুরে সে বলে হরি হরি।
সৌন্দর্য্য দেখিয়া সবার মন নিল হরি।।
সবেই বলেন এ সাক্ষাৎ নারায়ণ।
উত্তম মধ্যম আদি বলে সর্ব্বজন।।
শ্রীচরণ চলি গেল বাড়ির ভিতরে।
বিদ্যুৎ সমান চারিদিগেতে সঞ্চারে।।
সগোষ্ঠী সহিত সে আচার্য্যের পরিবার।
দরশন আনন্দে অঙ্গ না ধরে কাহার।।
কোটি কন্দর্প লাবণ্য প্রভুর সৌন্দর্য্য।
দেখিয়া সবার মনে হইল আশ্চর্য্য।।
সবে দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে ভূমিতলে।
সবার বদনে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি বলে।।
সবে বলে এদেশ হইল মহাধন্য।
হেন মহাপুরুষ দেশেতে অবতীর্ণ।।
সবে বলে শুনিয়াছি নদীয়া নগরে।
অবতীর্ণ হইয়াছেন আপন ঈশ্বরে।।
সেই প্রভু পুনর্ব্বার প্রকাশ হইলা।
কে জানে ঈশ্বর তত্ত্ব ঈশ্বরের লীলা।।
সরস্বতী সত্য কহে লোকে নাহি জানে।
সেই গৌর বীরচন্দ্র সাক্ষাৎ আপনে।।
প্রাঙ্গণে বৈষ্ণব সব করেন কীর্ত্তন।
পুত্রসহ শ্রীনিবাস করেন নর্ত্তন।।
কেহ নাচে কেহ গাহে কেহ বলে হরি।
নাড়া সব 'বীর বীর' বলে দম্ফ করি।।
এইমত সঙ্কীর্ত্তন কতক্ষণ হইল।
প্রভুর আজ্ঞা পাই সবে কীর্ত্তন রাখিল।।
কীর্ত্তনাবসানে প্রভুর চরণ ধুয়াইল।
সবংশেতে পান করি মস্তকে ধরিল।।
এত কৃপা করি মোরে কৈলে অঙ্গীকার।
কৃতার্থ হইনু বলি কহে বারে বার।।

সগোষ্ঠী সহিতে করে সেবা আয়োজন।
আচার্য্যের ভক্তিতে প্রভুর তুষ্ট হৈল মন।।
যথাযোগ্য সম্ভাষা করিয়া বৈষ্ণবেরে।
বসাইলা অত্যন্ত করিয়া সমাদরে।।
সগণ সহিত প্রভু স্নান দান করি।
সংখ্যানাম লয়েন বসি খট্টার উপরি।।
পাচক বিপ্রেতে পাক আরম্ভ করিল।
আচার্য্য আদরে বহু ব্যঞ্জন রান্ধিল।।
এইমত পাকক্রিয়া হৈল সম্পূর্ণ।
পাত্রে সাজাইয়া কৈলা কৃষ্ণে সমর্পণ।।
প্রভু গিয়া সেই ভোগ করিল ভোজন।
দিব্য সুবাসিত জলে কৈল আচমন।।
অবশেষে প্রসাদ তুলিয়া লইলা গতি।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিল বৈষ্ণবের প্রতি।।
সগোষ্ঠীতে আচার্য্য সে মহাপ্রসাদ পাইলা।
কৃতার্থ হইনু বলি আনন্দে ভাসিলা।।
প্রসন্ন হইলা আজি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
বৈষ্ণব সেবার ফল আজি হইল ধন্য।।
কৃষ্ণভক্ত সেবা কৈলে এই ফল ধরে।
প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণ তারে কৃপা করে।।
বৈষ্ণব সেবার ফল এইত নিশ্চয়।
আত্মসাৎ করি কৃষ্ণ পরিকরে লয়।।
যার যেই ভাব সিদ্ধ অনায়াসে হয়।
ভক্ত সেবার প্রভাবে সকল সিদ্ধি হয়।।
এইমত বৈষ্ণবের মহিমা কহিয়া।
প্রেমের সমুদ্রে আচার্য্য আছেন ডুবিয়া।।
হেনমতে ভোজনানন্দ করি সমাপণ।
রাত্রে আরম্ভিলা প্রভু মধুর কীর্ত্তন।।
বীরহাম্বীর হয় সেই দেশের অধিপতি।
দেয়ানে বসিলা রাজা যেন রাজনীতি।।

পরস্পর প্রভুর গুণ-কীর্ত্তন হয়।
রাজা কহে দরশন করিতে মন হয়।।
পাছে ঘৃণা করি মোরে না দেন দরশন।
বিষয়ী বলিয়া পাছে না করেন গ্রহণ।।
পতিতেরে পরিত্রাণ নিত্যানন্দ করে।
সূর্য্যের কিরণে যৈছে সর্ব্বত্র সঞ্চারে।।
কালি প্রাতে করিব ঠাকুরে নিবেদন।
কেমন প্রকারে হয় প্রভুর দর্শন।।
এইমতে উৎকণ্ঠালাপে আছেন বসিয়া।
কীর্ত্তন মধুর ধ্বনি প্রবেশে আসিয়া।।
না জানি কীর্ত্তনে আছে কতেক মধুর।
শ্রবণে প্রবেশ কৈল অমৃতের পূর।।
আকর্ষণ মন্ত্র যেন করায় সঞ্চার।
এইমত বীরচন্দ্রের কীর্ত্তন প্রচার।।
পূর্ব্বে যৈছে বৃন্দাবনে নন্দের নন্দন।
বংশীধ্বনি করি মোহিলেন গোপীমন।।
উন্মত্ত হইয়া গোপী কৃষ্ণপাশে আইলা।
রাস-রসে কৃষ্ণ গোপীগণেরে মোহিলা।।
তৈছে বীরচন্দ্রের কীর্ত্তন আকর্ষণে।
মোহিলেন জীবের মন কৃষ্ণ নাম গুণে।।
উন্মত্তের প্রায় চলে প্রেমের আবেশে।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া নয়ন জলে ভাসে।।
রাজা গিয়া বাড়ির ভিতরে প্রবেশিলা।
মণ্ডলী দর্শন করি চমৎকার হইলা।।
বিশেষ বীরচন্দ্র রহে মণ্ডলী ভিতরে।
বাহিরে কিরণ যেন ঝলমল করে।।
সারি সারি প্রদীপ জ্বলিছে চারিদিগে।
তার প্রতিবিম্ব যাইয়া শ্রীঅঙ্গেতে লাগে।।
সূক্ষ্ম শুভ্র বস্ত্র বেষ্টন আছয়ে যে শিরে।
চাঁচর কুন্তল গুচ্ছ পৃষ্ঠের উপরে।।

বহু মূল্য গজমুক্তা শ্রবণে দোলয়।
নয়ন অম্বুজ অন্ত শ্রুতি পরশয়।।
সুরঙ্গ অধর তাতে দশনের ছবি।
তনুর বরণ যেন প্রভাতের রবি।।
আজানুলম্বিত ভুজ সুন্দর গঠন।
মদনসদন ভুলে করি দরশন।।
চরণ চালন দেখি চন্দ্রনখ ছলে।
কায়ব্যূহ হয়া রহে চরণ কমলে।।
কদম্ব কেশর জিনি পুলক কদম্ব।
কখন বা অট্টহাস কখন বা স্তম্ভ।।
জলদ সমান ছুটয়ে নেত্রের জল।
তিতিল ভিজিল সব কীর্ত্তন মণ্ডল।।
ময়ুর পুচ্ছের এক পাখা করে লৈয়ে।
আচার্য্য ফিরেন কাছে ব্যজন করিয়ে।।
সেই পাখা অঙ্গের ভিতরে যেন দোলে।
দেখিয়া সকল লোক পড়ে ক্ষিতি তলে।।
ঝলমল কিবা শোভা বাহির অন্তরে।
ডগমগি প্রেমভরে কীর্ত্তন বিহরে।।
নৃপতি দেখেন ভৃত্য স্কন্ধে হস্ত দিয়া।
রহিতে না পারি ক্ষিতি পড়িল ঢলিয়া।।
আস্তে ব্যস্তে ভৃত্য সব ধরি উঠাইল।
আচার্য্য নন্দন প্রভু পদে নিবেদিল।।
শুনিয়া কৃপার্দ্র-হৈল পতিত পাবন।
ধরি আলিঙ্গন দিয়া দিল শ্রীচরণ।।
পরশিবা মাত্র রাজা হইল অস্থির।
পূর্ণ কৃপাপাত্র হইলা শ্রীবীর হাম্বীর।।
চারিদিগে লোক সব হরি হরি বোলে।
ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ হিল্লোলে।।
এইমত লীলা করে বীরচন্দ্র রায়।
কে তাহা জানিতে পারে যদি না জানায়।।
কীর্ত্তন বিশ্রাম হইল রাত্রি হৈলে শেষ।
এমত আনন্দ কথা বিস্তারিল দেশ।।
কৃতার্থ মানিয়া রাজা চলিলা ভবনে।
নিশি শেষ পুনর্বার দেখেন স্বপনে।।
সেইমত কীর্ত্তন নর্ত্তন সেই বেশে।
স্বগণ সহিত গৃহে করিলা প্রবেশে।।
সম্মুখে রহিয়া এই কহেন হাসিয়া।
তোর দেশে আইনু তোরে কৃপার লাগিয়া।।
তোর ভক্তি দেখি আমি সন্তুষ্ট হইনু।
তোঁহার ভবনে আমি রহিনু রহিনু।।
পুনঃ দেখে ন্যাসীরূপ কমুণ্ডল ধারী।
সাক্ষাৎ চৈতন্য রূপ মৃদু হাস্য করি।।
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' শ্রীবদনে লয়।
দেখি মহারাজ বড় হইলা বিস্ময়।।
পুনঃ দেখে শুভ্র শ্বেত শ্যামল বরণ।
শ্রীহল মুষল দেখে মুরলী বদন।।
রাজা পানে দৃষ্টি করি হাসি হাসি কয়।
আমারে জান কি রাজা মনেতে নিশ্চয়।।
এতেক কহিয়া প্রভু কৈলা অন্তর্দ্ধান।
কি দেখয়ে কি দেখয়ে বলয়ে রাজন।।
নিদ্রা ভঙ্গ হইল রাজা চাহে চতুর্ভিতে।
কেহ কোথা নাহি নিশি হইয়াছে প্রভাতে।।
প্রাতঃকৃত্য করি রাজা উৎকণ্ঠিত মন।
আচার্য্যেরে বলাইলা করিয়া যতন।।
প্রেমে অঙ্গ গর গর অঙ্গ পুলকিত।
কৃষ্ণ কৃপা চিহ্ন দেখি আচার্য্য বিস্মিত।।
কি দেখিলা কি হইল কহত নিশ্চয়।
অশ্রু পুলক হই রাজা আচার্য্যেরে কয়।।
সব কহিলেন রাজা আচার্য্যের স্থানে।
শুনিয়া আচার্য্য তবে কহেন রাজনে।।

সাক্ষাৎ চৈতন্য শ্রীবীরচন্দ্র কৃপাময়।
তোমারে করিতে কৃপা এখানে উদয়।।
সেইত চৈতন্য গোসাঞি গুপ্ত অবতরি।
সর্বজীবে কৃপা করে করুণা সঞ্চারি।।
চৈতন্য গোসাঞির এই মহিমা অপার।
ঐছে দয়াল প্রভু না হইবে আর।।
কহিতে চৈতন্য গুণ আচার্য্য ঠাকুর।
প্রেমে পরিপূর্ণ কহে 'হা গৌর হা গৌর'।।
দুইজনে গলাগলি করেন রোদন।
হা কৃষ্ণ চৈতন্য বলি গর্জে ঘনে ঘন।।
কতক্ষণে দুইজনে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
স্থিত হইয়া দুইজন করে কোলাকুলি।।
আচার্য্য বলেন রাজা কৃতার্থ হইলা।
তুমি ভাগ্যবান তোমায় এত কৃপা কৈলা।।
রাজা কহেন, কৈছে প্রভুর দরশনে।
তিঁহো কহিলেন প্রভুর পারিষদগণে।।
পারিষদ যাই প্রভুর আগে নিবেদিল।
রাজার অনুরাগ কথা সকল কহিল।।
হাসিয়া কহেন প্রভু আপন বদনে।
চৈতন্য গোসাঞি কৃপা করিল আপনে।।
রাজার মনের বাঞ্ছা পূরণ হইবে।
দয়াল চৈতন্য গোসাঞি অবশ্য করিবে।।
প্রভুর করুণা বাক্য আসি রাজারে স্থানে।
কহিলেন শুনি রাজা আনন্দিত মনে।।
প্রভুর চরণে ভক্তি প্রণাম করিয়া।
চলিলা আচার্য্য স্থানে বিদায় হইয়া।।
এইমত বীরচন্দ্র আচার্য্য ভবনে।
বহুবিধ শাস্ত্রালাপে মগ্ন রাত্রিদিনে।।
নিতি নব নব লীলা করে দরশন।
গৃহেতে দর্শন দেন নৃপতির মন।।

প্রভাতে উঠিয়া প্রভু বনে প্রবেশিলা।
দেখিয়া বনের শোভা আনন্দ হইলা।।
ভ্রমিতে দেখেন এক স্থান মনোরম।
নীরের নিকট স্থান নির্জন কানন।।
পুষ্পের সৌগন্ধে আমোদিত হৈল নাসা।
চঞ্চলের প্রায় নিরখয়ে চারিদিশা।।
দেখিলেন নিকটেই এক কুঞ্জ আছে।
ফলফুল পূর্ণিত হয়েছে সব গাছে।।
কোকিল ভ্রমরাগণ মধুপান করি।
কেকাধ্বনি করি নাচে ময়ুর ময়ুরী।।
দূরে এক শিশু বংশী বাজাইয়া বনে।
জলপান করাইতে আনায় ধেনুগণে।।
দেখিতে শুনিতে প্রভু প্রেমাবীষ্ট হইয়া।
পড়িলেন তরুতলে ধরণী চলিয়া।।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি প্রভু অচৈতন্য হইলা।
দেখিয়া বৈষ্ণবগণ আস্তব্যস্ত হইলা।।
ধরি বক্ষে তুলিলেন বৈষ্ণবের গণ।
বেড়িয়া মধুর করে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন।।
রাজা শুনিলেন এই সব বিবরণ।
অনুরাগে গিয়া রাজা করে দরশন।।
মুদিত নয়ন গণ্ড প্রেমজলে ভাসে।
পলাশের গাত্র যেন পুলক প্রকাশে।।
দরশন কৈল রাজা চরণের তলে।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন দেখিলা সকলে।।
শ্লথ সন্ধিহীন অঙ্গ সুদীর্ঘ আকার।
দেখিয়া নৃপতি বড় হইল চমৎকার।।
মহাভক্ত জ্ঞানী রাজা পণ্ডিত প্রবল।
ঈশ্বর লক্ষণ দেখে প্রভুরে সকল।।
বহুক্ষণে বাহ্য প্রকাশিলা বীরচন্দ্র।
অশ্রুনেত্রে দেখে রাজা চরণারবৃন্দ।।

নিবেদন করয়ে বসন দিয়া গলে।
পরিত্রাণ কর প্রভু এই বোল বলে।।
আমার বাটীতে হউক চরণ উদয়।
তবে মোর মনবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হয়।।
পূর্ব্বে প্রভু সন্তুষ্ট আছেন রাজা প্রতি।
পদচক্রমনে চলিলেন শীঘ্রগতি।।
পথে পথে দেখেন কতেক দেবালয়।
অধিক রাজার প্রতি চিত্তানন্দ হয়।।
প্রভু প্রবেশিলা রাজার বাড়ীর ভিতরে।
বসাইল লয়ে দিব্যস্থান মনোহরে।।
আপনে নৃপতি ধরি চরণ পাখালে।
দেখিতে দেখিতে ভাসে নয়নের জলে।।
শুক্ল শুভ্র বস্ত্রে শ্রীচরণ মুছাইয়া।
চরণামৃত পান কৈল কৃতার্থ মানিয়া।।
যেইমাত্র শ্রীচরণামৃত কৈলা পান।
কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে রাজার ঝরয়ে নয়ান।।
সর্ব্বাঙ্গ শরীরে রাজার রোমাঞ্চ হইলা।
দেখিয়া রাজার ভক্তি প্রভুবর তুষ্ট হৈলা।।
কত সেবা কৈলা রাজা মনের আনন্দে।
মহাপ্রভু বীরচন্দ্র বলি রাজা কান্দে।।
মোরে উদ্ধারিতে প্রভু আইলা মোর ঘরে।
পতিত পাবন নাম জাগিল সংসারে।।
তুমিত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ চৈতন্য স্বরূপ।
জীব নিস্তারিতে তোমার এ লীলা কৌতুক।।
বিনা তুমি না জানালে কে জানিতে পারে।
গুপ্তলীলা কর প্রভু পৃথিবী ভিতরে।।
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বীরচন্দ্র।
চরণের দাস করি ঘুচাহ ভববন্ধ।।
ঐছে কত স্তব কৈলা কেবা অন্ত করে।
হাসে প্রভু বীরচন্দ্র চাহিয়া রাজারে।।

প্রভু কহে রাজা তুমি বড় ভাগ্যবান।
তুমিত আমার দাস ইথে নাহি আন।।
কিন্তু তুমি আমার প্রকাশ নাহি কর।
এই আজ্ঞা তুমি মোর হৃদয়েতে ধর।।
যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা কৈলা জোড় হাত।
শ্রীচরণ দিলা প্রভু রাজার মাথাত।।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রসাদ পাইয়া রাজন।
হৃদয়ে রাখিলা প্রভুর ও রাঙ্গা চরণ।।
নিত্য নিত্য প্রভুর নূতন সেবা করে।
নিতি নব অনুরাগ প্রভুর উপরে।।
প্রভু নিতি নিতি দেবালয় স্থান দেখি।
উদ্দীপন পাইয়া মনেতে হন সুখী।।
বাহিরে করয়ে রাজা মহা মহোৎসব।
নিরবধি কীর্ত্তনেতে নাচেন বৈষ্ণব।।
রাত্রিকালে প্রভু আসি করেন কীর্ত্তন।
মধুর মধুর গান মধুর নর্ত্তন।।
কৃষ্ণনাম বলি গান উচ্চৈঃস্বরে করি।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম বলে হরি হরি।।
এই কৃষ্ণ নাম ধ্বনি জীব নিস্তারয়।
যার কর্ণে প্রতিধ্বনি প্রবেশ করয়।।
স্থাবর জঙ্গম আদি নিস্তার হইল।
হেন মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশিল।।
ধন্য ধন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
যাহার কৃপাতে সর্ব্বজীব হইল ধন্য।।
সঙ্কীর্ত্তন হইল ভক্তি প্রকাশ করিয়া।
সেই ধর্ম্ম বীরচন্দ্র আপনে লওয়াইয়া।।
সর্ব্বদেশ ধন্য কৈল করি সঙ্কীর্ত্তন।
আপনে আচরি শিখাইলা জগজ্জন।।
সবে কৃষ্ণ গাও নাচ বল হরি হরি।
অনায়াসে ভব ভয় সবে যাবে তরি।।

বিষয়ে থাকিয়া কৃষ্ণপদে কর আশ।
স্ত্রী পুত্র বান্ধবাদি হও কৃষ্ণ দাস।।
কি গৃহস্থ উদাসীন এই ধর্ম্মসার।
কলিযুগে এই ধর্ম্ম বিনে নাহি আর।।
গৃহস্থের মূলধর্ম অতিথি সেবন।
এই ধর্ম রাখি কর কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন।।
উদাসীন বিষয় বিরক্ত মন হইয়া।
ইন্দ্রিয় বারণ কর কৃষ্ণনাম লইয়া।।
উদাসীন ধর্ম্ম এই বড়ই কঠিন।
বিষয় আলাপে হয় কৃষ্ণভক্তি হীন।।
অতএব উদাসীন ইথে সাবধান।
বিষয়ী জনার কভু নিকটে না যান।।
গৃহস্থ আশ্রম হয় সুলভতা অতি।
সংসারে থাকিয়ে যদি কৃষ্ণে করে রতি।।
গুরুকৃষ্ণ বৈষ্ণবের করয়ে সেবন।
কথঞ্চিত বিষয় আসক্ত নয় মন।।
কৃষ্ণনাম লয়ে সদা অনুরাগী হইয়া।
সংসার ত্বরিয়া যায় কৃষ্ণনাম গাইয়া।।
এই ধর্ম বীরচন্দ্র জগতে লওয়াই।
কৃষ্ণ বিনু জগতের গতি আর নাই।।
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সবে হর্ষ মন।
স্ত্রী পুত্র বান্ধবাদি লইয়া সর্ব্বজন।।
সে বোল শুনিয়া রাজা অঙ্গীকার কৈল।
কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন সব প্রজারে লওয়াইল।।
যৈছে রাজা যুধিষ্ঠির ব্যাসের বচনে।
হস্তিনানগরে লওয়াইলা প্রজাগণে।।
তৈছে রাজা বনবিষ্ণুপুরে প্রকাশিল।
'গুপ্ত বৃন্দাবন' খ্যাতি তাহাতে হইল।।
এই প্রভু আজ্ঞা কৈলা শ্রীবীর হাম্বীরে।
এই ধর্ম তুমি সব লওয়াও প্রজারে।।

পূর্বে যেন নিতাই চৈতন্য লওয়াইলা।
সেইমত বীরচন্দ্র প্রভু করে লীলা।।
নিরন্তর বীরচন্দ্র ভক্তগণ লইয়া।
জীব নিস্তারেন সদা কৃষ্ণগান গাইয়া।।
সর্বদা থাকেন প্রভুর নিকটে রাজন।
প্রভু ছাড়া রাজার না রহে কাহু মন।।
রাজা বলে প্রভু না দিব ছাড়ি আমি।
জীবন ত্যজিব এথা হইতে গেলে তুমি।।
নিরন্তর সেই প্রেমানন্দে বিষ্ণুধাম।
'গুপ্ত বৃন্দাবন' বিষ্ণুপুর থুইলা নাম।।
প্রভু কহে মোর অধিষ্ঠান এই স্থানে।
নিরবধি হইবেক কীর্ত্তন নর্ত্তনে।।
আর কত মহান্ত আসিবে এই স্থানে।
বিপদ না হবে কভু সম্পদ বিহনে।।
তোর বংশে সকলে রহিব অধিষ্ঠান।
ভক্তিতে শক্তিতে করিবেক প্রেমদান।।
কিন্তু নিত্যানন্দ পদে নহিলে বিশ্বাস।
সকল সম্পদ অবিশ্বাসে সর্ব্বনাশ।।
প্রভুর এমত বর শুনিলে রাজন।
আপনাকে কৃতার্থ মানিল ততক্ষণ।।
গলে বস্ত্র হইয়া রাজা পড়ে পদতলে।
চরণ ভিজাইল দুই নয়নের জলে।।
এমত কৃপালু বীরচন্দ্র অবতার।
নহিল নহিল ভাই নহিবেক আর।।
হেন প্রভু ছাড়িয়া কাহারে গিয়া ভজে।
দেখিলেই আনন্দ পাথারে মন মজে।।
যার যেই মন সেই মরে বা না কেনে।
মোর চিত্ত নিরন্তর রহুক সে চরণে।।
দেখিয়া শুনিয়া যার মনে ক্ষোভ লয়।
অমৃত খাইতে বা কে কাহারে যাচয়।।

হেনমতে বীরচন্দ্র বনবিষ্ণুপুরে।
হরি সঙ্কীর্ত্তন রসে সর্ব্বদা বিহরে।।
বীরচন্দ্র প্রভুর চরণ করি আশ।
বংশ বিস্তার কহেন বৃন্দাবন দাস।।

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তারে অন্ত লীলায়াং
দেশভ্রমণং নাম নবম স্তবকঃ।

।। দশম স্তবক ।।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়।
জয় নিত্যানন্দ বীরচন্দ্র জয় জয়।।
ভাইরে নিতাই চৈতন্য গুণ গাও।
গাহিয়া দেখ একবার কেমন জুড়াও।।
তথাহি — পদং — ধ্রু।। —
হরি হরি হেন কি জনম হবে আর।
আমি অতি ভাগ্যহীন, দেখিব নয়নে পুন,
— নদীয়াতে গৌর অবতার।।
গোলোকের গুপ্তধন, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন,
প্রকট করিল ঘরে ঘরে।
মুঞি অভাগিয়া বিনে, পাইলেক জগজনে,
ধনী হৈল সকল সংসারে।।
কহে বৃন্দাবন দাস, সদা এই অভিলাষ,
নিতাই চৈতন্য গুণ গাই।
নিতাই চৈতন্য নাম, হৃদে স্ফুরুক অবিরাম,
ইহা বহি আর নাহি চাই।।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় রসধাম।
জয় নিত্যানন্দ জয় বীরচন্দ্র নাম।।
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ কৈল রাঢ় দেশ।
বৃন্দাবন যাব বলি হইল আবেশ।।
প্রিয়ভক্ত যে যে প্রভুর সঙ্গে ছিল।
খড়দহ যাহ বলি বিদায় করিল।।
রামাই সুন্দরানন্দ আদি প্রিয়জন।
প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া তারা করিল গমন।।
পাঁচসাত জন প্রভুর রহিল সঙ্গেতে।
তারা বলে আমরা যাইব প্রভুর সাথে।।
প্রভু বলে মোর বোল সবেই মানহ।
গৃহে যাই সবে সদা কৃষ্ণ নাম লহ।।
ঝারিখণ্ড পথে প্রভুর যাইবার মন।
প্রভাতে উঠিল হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন।।
স্বেচ্ছাময় কেবা কিবা বলিবারে পারে।
উত্তরিলা এক দেবালয়ের দুয়ারে।।
অতি মনোরম স্থান সুগন্ধ ভরয়।
নাসা প্রবেশিতে প্রভু হইলা প্রেমময়।।
ধাইয়া গিয়া পুরীর ভিতরে প্রবেশিলা।
ইতি উতি চাহিয়া উন্মত্ত প্রায় হৈলা।।
দেবালয়ের পূজারী অতি ব্যস্ত প্রায় হৈয়া।
দরশন নিমিত্তে দিল দ্বার ঘুচাইয়া।।
দরশন করি প্রভু হইলা অস্থির।
সর্বাঙ্গে পুলকাবলি নেত্রে বহে নীর।।
প্রভু পুছিলেন কোন নামে অধিষ্ঠান।
'শ্রীমদনমোহন' বলি কহিলা আখ্যান।।
শুনিবা মাত্রেতে প্রভুর প্রেম উথলিল।
রাধা অঙ্গে সঙ্গ হয়া গৌরবর্ণ হৈল।।
এই গৌর নবদ্বীপে কৈল অবতার।
আত্মগুপ্ত কান্তি ধরি কৈলা অঙ্গীকার।।
ভিতরেতে রসময় কৃষ্ণকান্তি হয়।
বাহিরে প্রিয়ার কান্তি দেখি জ্যোতির্ম্ময়।।

এই হেতু গৌরাঙ্গেরে রসরাজ কহে।
রসবতী ঢাকা তার উপরেতে হয়ে।।
অতএব রাধাকৃষ্ণ গৌর ভগবান।
রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা বেদের আখ্যান।।
অতি কষ্টে সেই ভাব কৈল সম্বরণ।
অনিমিষে শ্রীমূর্তি করেন দরশন।।
প্রভু কহেন বৃন্দাবনে ললিত ত্রিভঙ্গ।
কি লাগিয়া এখানে অধিক কি সুরঙ্গ।।
পূজারী কহেন ছিল ললিত ত্রিভঙ্গ।
অভিরামের প্রণামে অধিক হয় বঙ্ক।।
এতেক শুনিয়া প্রভু কহিলেন তানে।
ভক্তের মহিমা বাড়াইতে কৃষ্ণ জানে।।
অভিরাম গোপালের পরম মহত্ত্ব।
সবাকারে শুনাইয়া কহিলেন তত্ত্ব।।
প্রভু যবে ফিরিলেন অবধূতাশ্রমে।
উৎকণ্ঠা হইয়া গেল বৃন্দাবনভূমে।।
কৃষ্ণ অদর্শনে উৎকণ্ঠিত অতিশয়।
'ভাইরে শ্রীদাম' উচ্চ করিয়া ডাকয়।।
গোবর্দ্ধন গিরি হইতে বাহির হইলা।
শিঙ্গা বেনু রব করি আসিয়া মিলিলা।।
কনক উজ্জ্বল কান্তি নটবর বেশ।
পীতবস্ত্র যষ্টি হাতে কৃষ্ণ প্রেমাবেশ।।
প্রভুরে সুধান তুমি কোন মহাজন।
আমারে বা কেনে তুমি করিলে আবাহন।।
চিনিতে না পারি বর্ণ হইয়াছে আন।
আমা বুঝি ডাকিলেন দাদা বলরাম।।
সেইত বচন শুনিয়া আইনু আমি।
নিশ্চয় কহিবে এই কোনজন তুমি।।
এতেক পুছিলা যদি ভাইয়া শ্রীদাম।
পরিচয় দিলেন কহিয়া বলরাম।।

শ্রীদাম কহেন কোথা শিঙ্গা ধড়াচুড়া।
নাগরালী ছাড়িয়াছ হয়ে নাড়া মুড়া।।
দেখিতে শ্রীমোহন বংশী কানাইর হাতে।
ধেনু সব বলাইতে যাহার ধ্বনিতে।।
দূর বনে যাইত ধেনু তৃণের লোভেতে।
বংশীধ্বনি করি বলাইতে যূথে যূথে।।
শ্বেত গৌর লুকাইয়া অরুণ গৌর কেনে।
'দাদা বলরাম' বলি না লাগয়ে মনে।।
দেখি তবে তোর হস্তে করতালি দিয়া।
যমুনা পর্যন্ত আমি যাব পলাইয়া।।
ধরিবারে পার যদি তবে জানি বলি।
এতেক কহিয়া তার হাতে দিল তালি।।
ধাওরে বলিয়া পথে যায় পলাইয়া।
দশ পদ অন্তরে ধরিলা তারে গিয়া।।
ভাইরে বলিয়া তার কণ্ঠে হস্ত দিয়া।
শুভ্র গৌরকান্তি হল-মুষল ধরিয়া।।
কহিলেন এই হইয়াছে কলিকাল।
ঘুমায়ে রহিলে মূর্খ জাতি সে গোপাল।।
তার স্কন্ধে হল দিয়া কৈল আকর্ষণ।
'খর্ব হও' বলি এই বলিল বচন।।
তবু আপনার হাতে রহে চারিহাত।
সুন্দর শরীর মহাপুরুষ সাক্ষাৎ।।
সেই শুদ্ধ সখ্যভাব হয় সর্ব্বকাল।
অতএব নাম হৈল 'অভিরাম গোপাল'।।
হাসি হাসি বলে শ্রীদাম শুন আরে ভাই।
কোথা তোমার প্রাণাধিক জীবন কানাই।।
একবার যারে ছাড়া না পারি রহিতে।
সে কৃষ্ণ ছাড়িয়া কৈছে কি কর বনেতে।।
এক আত্মা দুটি ভাই আমরা সে জানি।
তারে দেখি কৈছে তুমি ভ্রম একাকিনী।।

হাসি রাম কহে তেঁহো গৌরদেশে যাইয়া।
অবতীর্ণ হৈলা সব গোপগোপী লইয়া।।
নবদ্বীপ নামে গ্রাম জাহ্নবীর তীরে।
জীব নিস্তারিল সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ করে।।
এইসব কথা কহিলেন বীরচন্দ্র।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ হইলা আনন্দ।।
প্রভু কহে আমি শুনিনু উদ্ধারণ দত্ত স্থানে।
তীর্থ পর্য্যটন কালে ছিলা প্রভুর সনে।।
হরি হরি বলে সব বৈষ্ণবের গণ।
শুনি বীরচন্দ্র প্রভুর আনন্দিত মন।।
দেবালয় প্রদক্ষিণ করিয়া গোসাঞি।
কোন ভাগ্যবন্ত গৃহে রহিলেন যাই।।
প্রভাতে চলিলা প্রভু ঝারিখণ্ড দিয়া।
কতেক প্রকার লোক বৈষ্ণব করিয়া।।
চোর দস্যু বাটপাড় আর গলাকাটা।
প্রভুর কৃপাতে তারা ভক্ত হৈলা গোটা।।
হিংসা দ্বেষ ছাড়ি সব কৃষ্ণ নাম লয়।
হেন প্রভু বীরচন্দ্রের কৃপাতে করয়।।
হয় নাহি হবেক নাহি হেন অবতার।
গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ বীরচন্দ্র আর।।
ঝারিখণ্ডে হেন প্রভুর কৃপাবলোকন।
কদাচিত অন্য দেব না করে উপাসন।।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যানন্দ বীর চৈতন্য বলিয়া।
সঙ্কীর্ত্তন করে সবে প্রেমে মত্ত হইয়া।।
পূর্ব্বে গৌরচন্দ্র বৃন্দাবন ভুমি যাইতে।
নিস্তার করিল কত এড়াইল তাহাতে।।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি পথে যাইয়া চলিয়া।
কত দেশ এড়াইল প্রেমেতে ভুলিয়া।।
বীরচন্দ্র মহাপ্রভু জীবে কৃপা করি।
ক্রমে ক্রমে চলি যান সকল নিস্তারি।।

নিবিড় কানন পথে ফল ফুলে ভরা।
মধুপানে মত্ত কত গুঞ্জরে ভ্রমরা।।
কোকিল ময়ুর কত গান নৃত্য করে।
মন্দ মন্দ পবনেতে মকরন্দ ঝরে।।
কুরঙ্গ কুরঙ্গি সব যুথ বদ্ধ হৈয়া।
ক্রীড়াসক্ত হৈয়া ফিরে ভ্রমণ করিয়া।।
করীন্দ্র করীলি সঙ্গে করয়ে ভ্রমণ।
পর্ব্বত শিখর অতিশয় সুশোভন।।
এইমত পশুপক্ষী বনে ক্রীড়া করে।
পাশে পাশে ব্যাঘ্র ভল্লুক গণ্ডারে।।
দেখি বীরচন্দ্র প্রভুর কি আনন্দ হইল।
আইস আইস বলি সবারে বোলাইল।।
প্রভু বলে সবে মেলি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।
শুনিয়া প্রভুর বাক্য প্রেমেতে বিহ্বল।।
শুনিয়া প্রভুর বোল প্রভু মুখ হেরি।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে সবে সেই মুখ ভরি।।
কেহ কারু হিংসা নাহি করে পশুগণ।
সবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে আনন্দিত মন।।
বৃক্ষে বসি পক্ষিগণ শব্দ করে ভাল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি হরি গোবিন্দ গোপাল।।
শুনি বীরচন্দ্র প্রভু আনন্দিত মন।
ঐছে পশুপক্ষীগণে করে আকর্ষণ।।
সবার হৃদয়ে বীরচন্দ্রের বসতি।
তিঁহো যাহা বলাইবে তাহাতে হয় মতি।।
কৃষ্ণ নাম শুনি প্রভু পশুপক্ষী মুখে।
ভাসিলেন বীরচন্দ্র কৃষ্ণপ্রেম সুখে।।
যৈছে রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন বিহারিতে।
পশুপক্ষীগণ তাহা দর্শন করিতে।।
রাধাকৃষ্ণ নাম লয় প্রেমে পূর্ণ হইয়া।
সেই ভাবে বীরচন্দ্র আবেশ হইয়া।।

রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রভু চিন্তিয়া হৃদয়ে।
বনশোভা দেখি প্রভু আনন্দে ভাসয়ে।।
এইমত প্রভু করেন রহস্য বনেতে।
বনশোভা দেখি প্রভুর কি আনন্দ চিত্তে।।
সঙ্গের বৈষ্ণব সব দেখি চমৎকার।
সবে মানে প্রভুর এই আশ্চর্য বিহার।।
মহাঘোর বনে যবে প্রবেশ করয়।
দেখিয়া প্রভুর চিত্তে মহানন্দ হয়।।
এই বৃন্দাবন বলি প্রেমেতে ভাসয়।
হা হা বৃন্দাবনচন্দ্র বলিয়া কান্দয়।।
প্রভু কহে যত সুখ পাইনু এই বনে।
এ সুখের লব নাহি বৈকুণ্ঠ ভুবনে।।
এই মত পথক্রমে আইলা গয়া ক্ষেত্রে।
'বিষ্ণুপদ' দেখি কহে জুড়াইল নেত্র।।
বিষ্ণুধামে যত বৈসে সব পরিষদ।
বৈকুণ্ঠ সমান স্থান অতুল সম্পদ।।
তিনদিন সেই স্থানে করিলা বিশ্রাম।
দেখিলেন যত যত বিষ্ণু লীলাধাম।।
ব্রাহ্মণ ভুঞ্জান প্রভু করি বহু যত্ন।
পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন বহু রত্ন।।
পথক্রমে চলিয়া আইলা কাশীপুরে।
মুক্তি ক্ষেত্র বলি দেখিলেন বিশ্বেশ্বরে।।
বিশ্রাম করিয়া করিলেন স্নান পান।
সবারে কহেন প্রভু মহেশ আখ্যান।।
পূর্ব্বে এই কাশীধামে রহেন শঙ্কর।
কাশী নৃপতিরে তুষ্ট হৈয়া দিল বর।।
বিষ্ণুরে জিনিব বলি বর মাগি নিল।
ভাঙ্গড় ভোলানাথ তাহে তথাস্তু বলিল।।
বরে মত্ত হইয়া ভ্রান্ত দ্বারকায় গিয়া।
কৃষ্ণ সঙ্গে সমর করিল অভাগিয়া।।
রণেতে হারিয়া পুনঃ আইলা শিবস্থানে।
আসি জানাইল রাজা সব বিবরণে।।
শুনি কালানল সম হইলেন রুদ্র।
তমোগুণে ভগবানে জ্ঞান হইল ক্ষুদ্র।।
কার্ত্তিক গণেশ ভূত প্রেত যক্ষ দানা।
বৃষারূঢ় ত্রিশূল ধরিল সঙ্গে সেনা।।
কাশীরাজা অগ্রগামী মহাদম্ভ করি।
পুনঃ বেড়িলেন গিয়া দ্বারকা নগরী।।
শুনি যদুপতি অতি ক্রোধ যুক্ত হৈয়া।
বাহির হইলা চক্র ধারণ করিয়া।।
অবলীলায় কাশীরাজার মস্তক কাটিয়া।
যোড় হস্তে রহে চক্র নিকটে আসিয়া।।
শঙ্কর আপন মদে প্রভু না জানিয়া।
ক্রোধ করি পাশুপত দিলেন ছাড়িয়া।।
শিব অহঙ্কার দেখি ঈষৎ হাসিলা।
সুদর্শন চক্র প্রতি এই আজ্ঞা দিলা।।
পাশুপত বারণ করিয়া কাশীপুরে।
নিজতেজে পোড়াইয়া কর ছারখারে।।
শিবে ত্রাস দেখাইয়া যাইবা তার সঙ্গে।
আজি ব্যস্ত সমস্ত করিবে তারে ঢঙ্গে।।
যে আজ্ঞা বলিয়া চক্র অতি বেগে ধায়।
ভয় পাই রুদ্র ব্যস্ত হইয়া পলায়।।
কাশীপুর পোড়াইয়া কৈল ছারখার।
চক্রভয়ে শিব ভ্রমিলেন এ তিন সংসারে।।
শিব কহে কে রাখিবে এই চক্র স্থানে।
নিবারিতে কেহ নাই এক কৃষ্ণ বিনে।।
পুনর্ব্বার দ্বারকায় উপস্থিত হৈল।
ধাম প্রবেশিবা মাত্র তমোগুণ গেল।।
আসিয়া কৃষ্ণের পাদপদ্মেতে পড়িলা।
শিবেরে দেখিয়া কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিলা।।

স্তুতি করে মহাদেব প্রেমাবীষ্ট হৈয়া।
মত্ত প্রায় কৈল মোরে তমোগুণ দিয়া।।
তোমার নিযুক্তে আমি করি সর্ব কর্ম।
আপনে না জানি আপনার ধর্ম্মাধর্ম্ম।।
এমন বিকত্থে মোর আর কার্য্য নাই।
আপনার শূল রাখে আপনে গোসাঞি।।
তমোগুণে কাজ নাই শুদ্ধ সত্য গুণ লব।
নিস্পৃহ হইয়া তোমার চরণ ভজিব।।
এত বলি অগ্রে পড়িলেন লোটাইয়া।
কৃষ্ণ তার হস্ত ধরি নিল উঠাইয়া।।
প্রসন্ন হইয়া তারে কহিতে লাগিলা।
ভোলানাথ এমন নহিবে কভু ভোলা।।
শিব কহে, 'মোর ধাম পোড়াইলে তুমি।
তোমার স্বধামেতে থাকিব এবে আমি।।'
কৃষ্ণ কহেন, মোর যত আছে নিত্যধাম।
শুন শিব, তোমারে দিলাম এক স্থান।।
একাম্র-কানন বন স্থান মনোহর।
তথায় হইবে তুমি কোটি লিঙ্গেশ্বর।।
সেই বারানসী প্রায় সুরম্য নগরী।
সেই স্থানে আমার পরম গোপ্য পুরী।।
সেই স্থান কহি শিব আমি তোমা স্থানে।
সে পুরীর মর্ম্ম মোর কেহ নাহি জানে।।
সিন্ধু তীরে বটমূলে নীলাচল ধাম।
ক্ষেত্র পুরুষোত্তম অতি রম্য স্থান।।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে।
তবু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে।।
সর্ব্বকাল সেই স্থানে আমার বসতি।
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি।।
সে স্থানের প্রভাবে যোজন দশভূমি।
তাহাতে বৈসয়ে যত জন্তু কীট কৃমি।।

সবারে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণে।
মরণ মঙ্গল করি কহয়ে যেখানে।।
নিদ্রাতে সে স্থানে সমাধি ফল হয়।
শয়নে প্রণাম ফল যথা বেদে কয়।।
প্রদক্ষিণ ফল পায় করিলে ভ্রমণ।
কথামাত্র যথা হয় আমার স্তবন।।
হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্মল।
মৎস্য খাইলেও পায় হবিষ্যের ফল।।
নিজ নামে স্থান মোর হেন প্রিয়োত্তম।
তাহাতে যতেক বৈসে সে আমার সম।।
সে স্থানে নাহিক যমদণ্ড অধিকার।
আমি করি ভাল মন্দ বিচার সবার।।
হেন যে আমার পুরী তাহার উত্তরে।
তোমারে দিলাম স্থান রহিবার তরে।।
ভুক্তি মুক্তি প্রদায়ক স্থান মনোহর।
তথায়ে বিখ্যাত হঞা শ্রীভুবনেশ্বর।।
সম্প্রতি ভুবনেশ্বর কাশীর প্রকাশ।
বহুমূর্ত্তি হইয়া তাহাই কর বাস।।
শুনিয়া অদ্ভুত পুরীর মহিমা শঙ্কর।
পুনঃ শ্রীচরণ ধরি করিলা উত্তর।।
শুন প্রাণনাথ মোর এক নিবেদন।
মুঞি সে পরম অহঙ্কৃত সর্ব্বক্ষণ।।
তবে কি তোমারে ছাড়ি মুঞি অন্যস্থানে।
থাকিলে কুশল মোর নাহি কোন ক্ষণে।।
তোমার নিকটে সে থাকিতে মোর মন।
দুষ্ট সঙ্গ দোষে ভিন্ন হইব কখন।।
এতে কেহ মোরে যদি থাকে ভৃত্যজ্ঞান।
তবে মোরে নিজ ক্ষেত্রে দেহ একস্থান।।
ক্ষেত্রের মহিমা শুনি শ্রীমুখে তোমার।
বড় ইচ্ছা হইল তথায় থাকিতে আমার।।

নিকৃষ্ট হইয়া প্রভু সেবিব তোমারে।
তথায় তিলেক স্থান দেহ প্রভু মোরে।।
ক্ষেত্রবাস প্রতি মোর বড় লয় মন।
এত বলি মহেশ্বর করেন ক্রন্দন।।
শিববাক্যে তুষ্ট হইল শ্রীচন্দ্র বদন।
বলিতে লাগিলা তারে করি আলিঙ্গন।।
শুন শিব তুমি মোর নিজ দেহ সম।
যে তোমার প্রিয় সে আমার প্রিয়তম।।
যথা তুমি তথা আমি ইথে নাহি আন।
সর্ব্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাম আমি স্থান।।
ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্ব্বত্র আমার।
সর্ব্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাম অধিকার।।
একাম্র-কানন তোমারে দিল আমি।
তাহাতেও পরিপূর্ণরূপে থাক তুমি।।
সেই স্থান আমার পরম প্রিয়তম।
মোর প্রীতে তথায় থাকিবে সর্ব্বক্ষণ।।
যে আমার ভক্ত হৈয়া তোমা না আদরে।
সে আমায় মাত্র যেন বিড়ম্বনা করে।।
এতেক শুনিয়া শিব আনন্দিত হৈয়া।
ভুবনেশ্বরেতে রহে নিবাস করিয়া।।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ আনন্দিত মনে।
অচিন্ত্য ঈশ্বর লীলা কহে সর্বজনে।।
তারপর প্রয়াগে করিল আগমন।
বেণীমাধব দেখি হইলা প্রেমাবীষ্ট মন।।
তিনদিন রহি কৈলা কীর্ত্তন নর্ত্তন।
দেখিয়া প্রয়াগ বাসী হৈল চমৎকার মন।।
এই মতে বৃন্দাবনে করিলা প্রবেশ।
দরশন মাত্রে হইলা প্রেমের আবেশ।।
চৌরাশী ক্রোশে জীবজন্তু ভূমি বৃন্দাবন।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি করয়ে স্তবন।।
জয় জয় বৃন্দাবন স্থাবর জঙ্গম।
সবেই কৃষ্ণের প্রিয় কৃষ্ণ দেহ সম।।
জয় বৃন্দাদেবী তোমা মহিমা অপার।
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে করুন অঙ্গীকার।।
জয় বৃন্দাদেবী তোমার পদে নমস্করি।
রাধা অনঙ্গের মোরে কর সহচরী।।
জয় কৃষ্ণ বলদেব বৃন্দাবন চন্দ্র।
আত্মসাৎ করি মোরে ঘুচাও ভববন্ধ।।
এইমত প্রার্থনা করিয়া বীরচন্দ্র।
চলিলেন বলি বলি হা কৃষ্ণ গোবিন্দ।।
শিক্ষাগুরু প্রভু সর্ব্ব জনেরে শিখায়।
আপনে করিয়া ভক্তি জগতে জানায়।।
প্রভু আইলেন শুনি ব্রজে বৈষ্ণবের গণে।
আগে আসি অনুব্রজি করে দরশনে।।
দেবালয় হইল আনন্দ কোলাহল।
গৌড়েশ্বর গোসাঞি আইলা এই স্থল।।
কীর্ত্তন করিয়া চলে গৌড়ের বৈষ্ণব।
প্রভুর দরশনে মনে বাড়িল উৎসব।।
প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখি বৈষ্ণবের গণ।
সবে বলে সেই সাক্ষাৎ শচীর নন্দন।।
পড়িলা বৈষ্ণবগণ দণ্ডবৎ হৈয়া।
সবারে তোলেন প্রভু মাথে হস্ত দিয়া।।
প্রভু বলে কর সবে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন।
গাইতে লাগিলা সবে বৈষ্ণবের গণ।।
প্রভু পদব্রজে গেলা দেবালয় দ্বারে।
কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ আসি নাসিকা সঞ্চারে।।
উদ্ঘূর্ণা হইয়া পড়িলা সেই স্থানে।
বেড়িয়া বৈষ্ণবগণ করেন কীর্ত্তনে।।
বহুক্ষণে সেই ভাব করি সম্বরণ।
চলিলেন গোবিন্দে করিতে দরশন।।

অনিমিষে দেখেন যুগল শ্রীচরণ।
হেরি স্বানুভাবানন্দে হৈল মগন।।
গোবিন্দ আপাদমস্তক করিয়া দর্শন।
শ্রীমুখ মণ্ডলে নেত্র রহিল লাগিয়া।।
মদনমোহনে পুনঃ দর্শন করিয়া।
স্তব্ধ প্রায় রহিলেন বক্ষে দৃষ্টি দিয়া।।
বামপার্শ্বে শ্রীজাহ্নবা দর্শন করিয়া।
মূর্চ্ছা প্রায় হইয়া প্রভু পড়িল ঢলিয়া।।
উত্তান নয়ন শ্বাস ঘন ঘন চলে।
ক্ষণে সূক্ষ্ম প্রায় অঙ্গ ক্ষণে অঙ্গ ফোলে।।
এইমত তৃতীয় প্রহর ভাবেতে।
তাহাতে ভাবের কত গতি শত শতে।।
তবেত ভক্তগণ প্রভুকে বেড়িয়া।
নাম সঙ্কীর্ত্তন করেন উচ্চ করিয়া।।
শ্রীজাহ্নবা গোপীনাথ বলেন ফুকারি।
কতক্ষণে বাহ্য প্রকাশিলা বলি হরি।।
হা হা জাহ্নবা গোপীনাথ প্রাণেশ্বর।
কৃপা দৃষ্টি কর মুঞি অধম পামর।।
আত্মসম্বরিয়া প্রভু মিলিলা বৈষ্ণবে।
দেবালয় বাহিরে আসি বসিলেন সবে।।
সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব[১] যার নাম।
যোড়হস্তে দণ্ডবৎ করিলা প্রণাম।।
প্রভু কহিলেন ইহো কোন মহাশয়।
মুখ্য হরিদাস সব দিলেন পরিচয়।।
শুনি আনন্দিত প্রভু বহু কৃপা কৈল।
রূপ সনাতনের গুণ কহিতে লাগিল।।
রূপ সনাতনের অতুল এই কীর্ত্তি।
ভক্তিরসে প্রকট হইলা শ্রীমূর্ত্তি।।
শুনিয়াছি তুমি বড় গাম্ভীর্য্য পণ্ডিত।
আমারেও শুনাইয়া মনে দেহ প্রীত।।
জীব কহেন সব তোমার চরণ প্রসাদ।
মূকেরে স্তাবক করো না হয় প্রমাদ।।
তথাহি —

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গু লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎ কৃপা তমহংবন্দে পরমানন্দীশ্বরং।।
অম্ভোধিঃ স্থলতাং স্থলং জলধিতাং ধূলিলবঃ।
শৈলতাং শৈলোসৃৎ কলতাংতৃণঃ কুলিশতাং।।
হিমং দহনতা মায়াতিয়স্যেচ্ছয়ালীলা।
দুর্ললিতাস্ততয্যসনিলে কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ।।

এইমত জীব গোসাঞি প্রভুর অগ্রেতে।
কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করে প্রেমের সহিতে।।
শুনি বীরচন্দ্র বড় প্রসন্ন হইলা।
প্রেমে গর গর জীবে আলিঙ্গন কৈলা।।
তুমারে চৈতন্য কৃপা হইয়াছে নিশ্চয়।
চৈতন্যের কৃপা বিনু হেন স্ফুর্তি নয়।।
তুমার গোষ্ঠীকে প্রভু বড় দয়া কৈলা।
শুনিয়াছি পূর্ব্বে তার সাক্ষাৎ দেখিলা।।
জীব কহে, 'তুমি চৈতন্য সাক্ষাৎ।
মোরে কৃপা করিবারে আইলা এখাত।।

১। শ্রীজীব — শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরূপ সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবল্লভের পুত্র। শ্রীরূপসনাতনাদির গৃহত্যাগ কালে শ্রীজীব শিশু ছিলেন। বড় হইয়া মায়ের মুখে পিতা, জেঠাদ্বয়ের গৃহত্যাগ ও বৈরাগ্যের কাহিনী শ্রবণ করতঃ বৈরাগ্যের উদয় হয়। প্রথমে নদীয়ায় শ্রীনিত্যানন্দসহ মিলন, কাশীতে মধুসূদন বাচস্পতি সমীপে বিদ্যা অধ্যয়ন। বৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামীর পদাশ্রয় করিয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন, লিখন ও শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ দ্বারে ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্ত্তন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তথা শ্রীরূপসনাতন গোস্বামীর অভিলষিত কর্ম শ্রীজীব গোস্বামী দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছে।

তোমার লীলা বুঝিতে কাহার শকতি।
পুনঃ প্রকটিলা লীলা রাখিতে ভকতি।।
এই গুপ্ত অবতার জীব নিস্তারিতে।
অজভবাদিক ইহা না পারে জানিতে।।
কখন কি কর তুমি বেদে নাহি জানে।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর বেদ জানিবে কেমনে।।
অচিন্ত্য তুমার লীলা বেদেতে দুর্ল্লভ।
যাহারে জানাহ তুমি তাহারে সুলভ।।
এই অবতার তোমার অতিগুপ্ত হয়।
যাহারে জানাহ সেই জানয়ে নিশ্চয়'।।
হেনমতে জীব সঙ্গে কৃষ্ণ কথা রসে।
দুঁহু দুঁহার মহিমা কহেন প্রেমাবেশে।।
প্রভু ভৃত্যের কথা এই কে কহিতে পারে।
ভক্তি বিনে কৃষ্ণেরে চিনিতে কেহ নারে।।
এইমত কৃষ্ণ কথা অনেক হইল।
গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে বিস্তার না কৈল।।
প্রেম বিতরিতে বীরচন্দ্র অবতার।
জীবেরে শিখাইল প্রেমভক্তি তত্ত্বসার।।
প্রেমভক্তি সার এই জীবেরে কহিলা।
শুনি জীব গোসাঞি প্রেমরসেতে ডুবিলা।।
প্রভু ভৃত্যে দুইজনে কণ্ঠে কণ্ঠে ধরি।
'হা কৃষ্ণ চৈতন্য' বলি দোঁহে যায় গড়াগড়ি।।
পূর্বে যৈছে কাশীপুরে শচীর নন্দনে।
ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা করাইল সনাতনে।।
সেইমত জীব গোসাঞিরে ভক্তিতত্ত্ব।
কহিলা সিদ্ধান্ত সার ভক্তির মহত্ত্ব।।
জীব সঙ্গে কৃষ্ণালাপ অনেক হইলা।
এইকালে গোসাঞিদাস পূজারী আইলা।।
আসিয়া প্রভুর পদে দণ্ডবৎ কৈলা।
প্রভু আগে জোড়হস্তে কহিতে লাগিলা।।

নিবেদন গমন করেন দেবালয়।
সন্ধ্যা উপস্থিত হৈলা আরতির সময়।।
আনন্দিত হইল প্রভু 'গৌরাঙ্গ' বলিয়া।
প্রবেশ করিলা প্রভু দেবালয় যাইয়া।।
পঞ্চদীপ সাজাইয়া আরতি নির্ম্মঞ্ছন।
জানিয়া প্রভুর করে করে সমর্পণ।।
আরত্রিক করিলেন যেন নিজ মন।
শঙ্খ জল পিঞ্ছনাদি কৈল সমর্পণ।।
প্রাঙ্গণে আরম্ভ কৈল কীর্ত্তন আনন্দ।
শুনিয়া উন্মত্ত হইল ব্রজবাসীবৃন্দ।।
পুনঃ সেই আরত্রিক পূজারী লইল।
প্রভুরে আরতি করি নির্ম্মঞ্ছন কৈল।।
'কি কর, কি কর' প্রভু পূজারীরে কয়।
পূজারী কহেন, 'স্বতন্ত্র কাহার শক্তি নয়।।
যে করাও প্রভু তুমি সেই জীব করে।
তোমার ইচ্ছা বিনে কেহ করিতে না পারে।।'
প্রভু কহে, 'তুমি সব হইয়া পণ্ডিত।
জীবেরে এমত কর না হয় উচিৎ।।'
এত কহি প্রভু কিছু মন্দ হাস্য হইয়া।
ঠাকুর প্রণাম করে কৃষ্ণ নাম লইয়া।।
সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে প্রভু চলিয়া আইলা।
প্রভু দেখি ভক্তগণের কি আনন্দ হইলা।।
সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে প্রভু নৃত্য আরম্ভিলা।
কৃষ্ণনাম ধ্বনি শুনি কি আনন্দ হইলা।।
কীর্ত্তন করেন সবে উচ্চৈঃস্বর করি।
'গোবিন্দ গোপাল রাম কৃষ্ণ হরি হরি'।।
প্রেমে পূর্ণ হৈলা প্রভু নৃত্যের আবেশে।
দুবাহু তুলিয়া নাচে কৃষ্ণ প্রেমরসে।।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উন্মাদ হইল।
পদভরে পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল।।

ভূমিকম্প হৈল হেন মানে ভক্তগণ।
কীর্ত্তনের ধ্বনিতে ব্যাপিল ত্রিভুবন।।
সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে প্রভু শক্তি প্রকাশিলা।
সবে দেখে মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন লীলা।।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি প্রভু করয়ে নর্ত্তন।
কভু হাস কভু শ্বাস কভু বা ক্রন্দন।।
পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ লোমহর্ষণ।
হুঙ্কার শুনিতে ভয় পায় সর্ব্বজন।।
কভু স্বেদ কভু কম্প কভু হেন হয়।
দুই তিন গুণ অঙ্গ সবেই দেখয়।।
কভু অতি ক্ষীণ অঙ্গ কখন স্তম্ভিত।
দেখি সকল জন হইলা বিস্মৃত।।
কভু দেখে শ্যামসুন্দর ত্রিভঙ্গ হইয়া।
বাজান মোহন বাঁশী অধরে লইয়া।।
কভু শুভ্রবর্ণ করে শ্রীহল মুষল।
কভু দেখে তপ্ত স্বর্ণ বর্ণ কলেবর।।
দণ্ড কমণ্ডল হস্তে কীর্ত্তনের মাঝে।
সাক্ষাৎ চৈতন্য গোসাঞি কীর্তনে বিরাজে।।
কভু দেখে অরুণ বরণ মহাজ্যোতি।
কীর্ত্তনে বিরাজে কোটি কন্দর্প মূরতি।।
এইমত ভাব হইল কহনে না যায়।
কখন কিভাবে নাচে বীরচন্দ্র রায়।।
দেখিয়া বিস্মৃত হৈলা ব্রজবাসী জন।
কভু নাহি দেখি হেন অদ্ভুত কীর্ত্তন।।
দেবালয় দেখিয়া হইল চমৎকার।
সবে বলে সাক্ষাৎ চৈতন্য অবতার।।
শুনিয়াছি মহাপ্রভু নদীয়া নগরে।
সঙ্কীর্ত্তন লীলা কৈলা শচীর কুমারে।।
শুনিয়াছি সাক্ষাৎ দেখিলাম বৃন্দাবনে।
এই সে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ চৈতন্যে আপনে।।

সেই রূপ সেই তেজ সেই সঙ্কীর্ত্তন।
সেই ভাব সেই প্রেম সেই লক্ষণ নর্ত্তন।।
বৃন্দাবনে কত বা হইল প্রেমোদ্গাম।
কোন ভাবে কি করেন বুঝিতে দুর্গম।।
এইমত কীর্ত্তন হইল কতক্ষণ।
শ্রমযুক্ত হইল যত গায়ন বায়ন।।
তাহা দেখি প্রভু ভাব সম্বরণ কৈলা।
কীর্ত্তন রাখিয়া সবে বিশ্রাম করিলা।।
গোসাঞিদাস পূজারী যত দেবালয়জন।
ভক্তি করি কৈলা প্রভুর বিবিধ সেবন।।
প্রতিদিন প্রতি কুঞ্জে কীর্ত্তন নর্ত্তন।
কখন বা কি একাকী যায়েন যথা মন।।
কখন বা নগরে কীর্ত্তন করি ফিরে।
কখন বা নির্জন বনে যমুনার তীরে।।
আমলি তলাতে বসি করেন রোদন।
'হা কৃষ্ণ চৈতন্য' বলি হয় অচেতন।।
কখন বা শৃঙ্গার বটে আসিয়া বৈসেন।
'হা হা প্রভু নিত্যানন্দ' বলিয়া কান্দেন।।
কাঁহা মোর প্রাণ প্রভু নিতাই বলাই।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ জীবন কানাই।।
কৃষ্ণলীলা স্মরি প্রভুর হেন ভাব হয়।
দ্বিতীয় প্রহর কভু পড়িয়া থাকয়।।
ভক্তগণ কৃষ্ণলীলা গায় উচ্চ করিয়া।
চৈতন্য হইলে যায় বাসাতে লইয়া।।
কভু রাত্রিকালে প্রভু করেন ভ্রমণ।
নির্জনে যাইয়া করে যমুনা দরশন।।
কখন বা গোপেশ্বর দর্শন করিয়া।
বংশীবট তটে প্রভু বৈসেন যাইয়া।।
বৃক্ষ শোভাবল্লী শোভা দেখি আনন্দিত মন।
বসিয়া করেন প্রভু নাম সঙ্কীর্ত্তন।।

জয় কৃষ্ণ বলদেব রসিক মুরারী।
জয় রাধা গোবিন্দ গোপাল গিরিধারী।।
জয় রাধাগোপীনাথ জাহ্নবা প্রাণধন।
জয় জয় কৃষ্ণ জয় মদনমোহন।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
এইমত বীরচন্দ্র উচ্চৈঃস্বর করি।
প্রেমযোগে গায়েন গোবিন্দ নামাবলি।।
শুনিয়া কীর্ত্তন ধ্বনি পশুপক্ষীগণ।
প্রভুরে বেড়িয়া সবে করেন নর্ত্তন।।
পুচ্ছ পসারিয়া নাচে ময়ূর ময়ূরী।
ঝলমল জ্যোৎস্না রাত্রি যমুনা লহরী।।
যুথে যুথে মৃগ আইসে কীর্ত্তন শুনিয়া।
চঞ্চল নয়নে চায় প্রভু নিরখিয়া।।
কোকিল কোকিলী সব কণ্ঠধ্বনি করি।
প্রভু সঙ্গে কৃষ্ণনাম বলে মুখভরি।।
এইমত বৃক্ষ বল্লী বৃন্দাবন যত।
রাধাকৃষ্ণ নাম গায় প্রেমে হইয়া মত্ত।।
এইমত প্রভু প্রেম সুখেতে বিহরে।
কোনদিন যান প্রভু পুলিন ভিতরে।।
দেখিয়া পুলিন শোভা কি আনন্দ হৈল।
বৃন্দার সেবিত বন দেখি সুখ পাইল।।
ঝলমল জ্যোৎস্না রাত্রি সুমন্দ পবন।
সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধে নাসা পরিপূর্ণ।।
ফলে ফুলে বৃক্ষ বল্লী অতি সুশোভন।
দর্শন করিয়া প্রভুর চমৎকার মন।।
কৃষ্ণলীলা ভাব আসি উদয় হইলা।
'হা হা রাধাকৃষ্ণ' বলি প্রভু মূর্চ্ছা পাইলা।।
গোপীভাবে আবেশিত তদাত্ম হইয়া।
রাস করে কৃষ্ণ সব গোপীগণ লইয়া।।
মধ্যে রাধাকৃষ্ণ চতুর্দিকে গোপীগণ।
রাগরাগিণীর তানে মোহে কৃষ্ণ মন।।
গোপী সব যন্ত্র লই হস্তেতে করিয়া।
'তা থৈ' 'তা থৈ' তাল বাজায় বসিয়া।।
মধ্যে রামকৃষ্ণ দোঁহ নাচতহি ভাল।
'তাতি না, তাতি না' তা' বাজায়ত ভাল।।
তৈছে করত নৃত্য কিশোর কিশোরী।
কতরঙ্গ ভঙ্গে নাচে দোঁহে দোঁহা হেরি।।
হস্তের চালন করিলেন ঝনঝনি।
তার সঙ্গে সুমধুর বলয়ার ধ্বনি।।
কটির হিল্লোলে বাজে কিঙ্কিনীর তাল।
চরণে নূপুর বাজে শুনিতে রসাল।।
কভু কৃষ্ণ রাই প্রিয়ারে নাচাই।
কত অঙ্গ ভঙ্গি নৃত্য করতহি রাই।।
হস্তের চালনে কঞ্চু দুহু শ্লথ হইলা।
তাহা হেরি কৃষ্ণচন্দ্র মহাসুখ পাইলা।।
কুচপদ্ম দরশনে কি সুখ হইল।
সুখের সমুদ্রে কৃষ্ণ ডুবিয়া রহিল।।
নৃত্যাবেশে রহি তাহা কিছুই না জানয়।
সুখরসে ভাসি কৃষ্ণ দর্শন করয়।।
কভু রাই যন্ত্র বায় নৃত্য করে হরি।
'তাধিক তাধিক' তাল বাজায় কিশোরী।।
নৃত্য নাট্য করি কৃষ্ণের কানে যত মন।
রমিয়া রমন করে লইয়া প্রিয়াগণ।।
কারে হাস্য দান করে কাহারে চুম্বন।
কারে আলিঙ্গন করে কুচকাদকর্ষণ।।
এইমত রাসরসে মগ্ন কৃষ্ণচন্দ্র।
রমিয়া রমিয়া কৃষ্ণ লইয়া প্রিয়াবৃন্দ।।
কৃষ্ণেরে ধরিয়া গোপী করে আলিঙ্গন।
ঐছে কৃষ্ণ সঙ্গ রসে মগ্ন গোপীর মন।।

এইমত আনন্দ কৌতুকে রাসরসে।
বিহরিতে বিহরিতে হৈল রাত্রি শেষে।।
রাত্রিশেষ দেখি কৃষ্ণ ভীত প্রায় হইলা।
কৃষ্ণ অদর্শনে প্রভুর বাহ্য স্ফূর্তি হৈলা।।
'কি হইল কি হইল' বলি প্রভু যে উঠিলা।
হেন সুখ দর্শনেতে আমারে বঞ্চিলা।।
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ শ্রীনন্দ নন্দন।
কোথা রাধা রাধানুজা কোথা গোপীগণ।।
প্রভু না দেখিয়া সবে চিন্তাযুক্তগণ।
কোথা গেলা বীরচন্দ্র করে অন্বেষণ।।
শয্যাতে নহিক প্রভু শূন্য ঘর হয়।
কোথা গেলা প্রভু সবে হইলা বিস্ময়।।
দেবালয় দেবালয় চাহিলা দেখিয়া।
যমুনার তীরে তীরে বেড়ায় ঢুড়িয়া।।
ধীর সমীরে বংশীবট পুলিন আইলা।
পড়িয়া আছেন প্রভু আসিয়া দেখিলা।।
মুখের ঘর্ষণে রক্ত চলয়ে বহিয়া।
ব্যাকুল হইল সবে সে দশা দেখিয়া।।
আস্তে ব্যস্তে ধরি সবে প্রভুরে উঠায়।
নাড়িতে না পারে প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।।
তবে সব ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বর করি।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ধ্বনি সব বলে মুখ ভরি।।
কৃষ্ণনাম ধ্বনি প্রভুর কর্ণেতে পশিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি প্রভুর বাহ্য দৃষ্টি হইল।।
নিরখিয়া দেখে প্রভু চারিদণ্ড বেলা।
ভাব সম্বরিয়া প্রভু স্নানেতে চলিলা।।
যমুনায় স্নান করি বাসাতে আইলা।
নিত্যকৃত্য করি প্রভু প্রসাদ পাইলা।।
আচমন করি প্রভু করিলা বিশ্রাম।
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' বলি রাম রাম।।

সঙ্গের বৈষ্ণবগণ মহাপ্রসাদ পাইল।
'গোবিন্দ গৌরাঙ্গ' বলি কিছু স্থির হইল।।
প্রিয় ভৃত্য আসি প্রভুর পদ সেবা করি।
নিদ্রাগত হৈল প্রভু কৃষ্ণলীলা স্মরি।।
এইমতে বৃন্দাবনে কতদিন রহিয়া।
রাধাকুণ্ডে চলে প্রভু 'গৌরাঙ্গ' বলিয়া।।
পাছে পাছে সঙ্গের বৈষ্ণব সব ধায়।
'হা কৃষ্ণ চৈতন্য' বলি প্রভু চলি যায়।।
বহুলা বনেতে প্রভু প্রবেশ হইলা।
কুণ্ডতীরে আসি প্রভু কান্দিতে লাগিলা।।
কৃষ্ণ বলদেবের সে লীলাস্থলী হয়।
সখা সঙ্গে গোচারণ লীলা অতিশয়।।
বহুলা গাভীর কথা না যায় কহনে।
রামকৃষ্ণ প্রিয় কামধেনুর সমানে।।
সে লীলা স্মরিয়া প্রভু ত্বরিতে চলিলা।
মুহূর্ত্তেকে শ্যামকুণ্ডে আসি প্রবেশিলা।।
যাঁহা মহাপ্রভু আসি বসিলা তমালতলে।
প্রভু আসি বসিলা সেই তমালের মূলে।।
'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' বলি করেন হুঙ্কার।
প্রভুর প্রিয় স্থান বলি বলেন বারবার।।
শ্যামকুণ্ড তরঙ্গ আর তমালের জ্যোতি।
দেখি মূরছিত হইয়া পড়িলেন তথি।।
সঙ্গের বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিলা।
পড়িয়া আছেন প্রভু আসিয়া দেখিলা।।
প্রভু বেড়ি করে কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তনে।
সেই ধ্বনি প্রবেশিল প্রভুর শ্রবণে।।
'কৃষ্ণ নাম' ধ্বনি শুনি প্রভুর বাহ্য হৈলা।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি প্রভু হুঙ্কার করিলা।।
উঠিয়া করেন নৃত্য প্রেমে পূর্ণ হৈয়া।
'হা কৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ' যে বলিয়া।।

এইমত নৃত্যগীত করিলা স্বরঙ্গে।
ক্ষণে বিশ্রামিলা প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।।
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দরশন করি।
কি আনন্দ হৈল তাহা কহিতে না পারি।।
তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করি পাঁচ সাত।
রাধাকুণ্ড তটে আইলা ভক্তগণ সাথ।।
যাঁহা শ্রীজাহ্নবা আসি বিশ্রাম করিলা।
সেইত স্থানেতে প্রভু আসিয়া মিলিলা।।
একতরু তমাল সেই ঘাটের উপরে।
মহাজ্যোতির্ম্ময় তরু ঝলমল করে।।
দিব্যরত্নবেদী বান্ধা সোপান সুন্দর।
তাহে কত লীলা কৈল কিশোরী কিশোর।।
রাধাকুণ্ড জলক্রীড়া করি রাধা সঙ্গে।
বসিলা তমাল তলে হাস্য কথা রঙ্গে।।
কৃষ্ণ অঙ্গে বেশ কৈলা ললিতা সুন্দরী।
রাই বেশভূষা কৈলা অনঙ্গ মঞ্জরী।।
কৃষ্ণমুখ হেরি রাই ইঙ্গিত করিলা।
সে ইঙ্গিত রসরাজ মনেতে জানিলা।।
অনঙ্গ মঞ্জরী ধরি আকর্ষণ করি।
নিজ কোলে বসাইলা আপনে শ্রীহরি।।
নহি নহি করি ধ্বনি কৃষ্ণেরে নিবারে।
ললিতা আসিয়া তবে রাধানুজা ধরে।।
কৃষ্ণ কহে প্রিয়ে এত কাহে লজ্জা করি।
হাসি হাসি বেশ কৈলা আপনে শ্রীহরি।।
বেশভূষা করি কৃষ্ণ আনন্দ লহরী।
রাধানুজার শোভা হেরে দুই নেত্র ভরি।।
রাধানুজার মুখ পদ্মের কি মাধুরী শোভা।
জগত মোহন কৃষ্ণ মন হইল লোভা।।
মোহিত হইলা কৃষ্ণ রহিতে না পারি।
দৃঢ় আলিঙ্গনে কৃষ্ণ রাধানুজা ধরি।।

মুখপদ্মে মুখ ধরি চুম্বন করিলা।
তাহাতেই ধনি অতিশয় লজ্জা পাইলা।।
ভুজলতা ছাড়াইয়া কৃষ্ণে তরজিয়া।
হানিলা কটাক্ষ বাণ ভ্রুভঙ্গী করিয়া।।
সে ভঙ্গী দেখিয়া কৃষ্ণ রাই পাশে আইলা।
দেখ রাধে তোমার ভগ্নী মোরে তরজিলা।।
হাসি রাই কহে ধৃষ্ট কি কহিব আর।
অনঙ্গের স্পর্শ পাইলা কি ভাগ্য তোমার।।
এইমত কত লীলা প্রিয়গণ সঙ্গে।
করিলেন কৃষ্ণচন্দ্র কত রস রঙ্গে।।
এইসব লীলা স্মরি বীরচন্দ্র রায়।
তমাল তরুর তলে গড়াগড়ি যায়।।
'হা হা রাধাকৃষ্ণ' বলি করেন হুঙ্কার।
'হা হা রাধানুজা' প্রাণ জীবন আমার।।
'হা হা জাহ্নবা' প্রভু মোর প্রাণধন।
এত বলি বীরচন্দ্র করেন রোদন।।
তমাল তরুর মূলে গড়াগড়ি যায়।
'শ্রীজাহ্নবা' 'শ্রীজাহ্নবা' বলিয়া কান্দয়।।
'হা হা প্রভু নিত্যানন্দ' 'হা হা গৌরহরি'।
এ অধমে লহ প্রভু আত্মসাৎ করি।।
ঐছে বীরচন্দ্র প্রভু শ্রীজাহ্নবা ঘাটে।
উচ্চৈঃস্বর করি কান্দে শ্রীকুণ্ডের তটে।।
কনকের দ্যুতি যেন ধূলি গড়ি যায়।
'হা হা রাধাকৃষ্ণ' বলি করে হায় হায়।।
এইমত বিলাপ করিয়া কতক্ষণ।
রাধাকুণ্ডে স্নান করি জুড়াইল মন।।
ভোজন বিশ্রাম কৈলা ভক্তগণ লইয়া।
তিনদিন ছিলা প্রভু প্রেমে মত্ত হইয়া।।
প্রভাতে উঠিয়া 'মানস ঘাটে' করি স্নান।
পঞ্চপাণ্ডব দেখি প্রভু করিলা প্রয়াণ।।

প্রেমেতে অস্থির প্রভু স্থির নহে মন।
চলিলেন বলি 'হা হা গিরি গোবর্দ্ধন'।।
পিছে পিছে বৈষ্ণব সব গমন করিলা।
'কুসুম সরোবরে' আসি প্রভু প্রবেশিলা।।
বসিলেন এক কেলি কদম্বের মূলে।
সরোবর দেখি প্রভুর প্রেম উথলে।।
'হা হা উদ্ভব' বলি করেন ফুৎকার।
কাঁহা প্রাণনাথ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার।।
হেনকালে সব বৈষ্ণব আসিয়া মিলিলা।
সঙ্গীগণ দেখি প্রভু উঠিয়া চলিলা।।
গজেন্দ্র গমনে চলে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরি।
প্রবেশ করিল আসি গোবর্দ্ধন গিরি।।
গোপীভাবে আবেশিত চঞ্চলতা মতি।
কৃষ্ণের বিরহ লীলা অন্তরেতে স্ফুর্তি।।
'হা কৃষ্ণ হা প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্র নন্দন'।
একবার দেখা দিয়া রাখহ জীবন।।
গোবর্দ্ধন গিরি দেখি কৃষ্ণ স্ফুর্তি হইল।
এই 'কৃষ্ণ' বলি গিরিবরে পরশিল।।
গিরিবর স্পর্শে কৃষ্ণস্পর্শ হইল মানি।
কি আনন্দ হৈল দেহ কিছুই না জানি।।
সঙ্গের বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিলা।
সবে মিলি কৃষ্ণনাম গাহিতে লাগিলা।।
বাহ্য পাই মহাপ্রভু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি।
মত্ত সিংহ প্রায় প্রভু দ্রুতগতি চলি।।
আসিয়া প্রবেশ কৈলা দানঘটি যথা।
গোপীগণ মিলি দান সাধিলেন তথা।।
সেইসব লীলা প্রভু করিয়া স্মরণ।
প্রেমে পরিপূর্ণ হৈয়া হইলা অচেতন।।
প্রেমে মূর্চ্ছা হইয়া প্রভু পড়িয়া রহিলা।
পুনর্বার ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।।

দেখে প্রভু পড়িয়াছেন শ্বাসহীন হৈয়া।
দেখি ভক্তগণের প্রাণ যায় নিকষিয়া।।
দানখণ্ড লীলা ভক্তগণ গান কৈলা।
শুনি বীরচন্দ্র মহাপ্রভু বাহ্য পাইলা।।
বৃন্দাবন বনে বনে করি দরশন।
প্রেমেতে ব্যাকুল মন জাহ্নবা জীবন।।
বর্ণন করিতে আমি প্রভুর চরিত্র।
যেন তেন মতে গাই হইতে পবিত্র।।
এইসব গুণ লীলা ভক্তের ভজন।
ভজিলে স্মরিলে পায় প্রভুর চরণ।।
বিদ্যা সাধ্য নাহি মোর নাহি সংস্কার।
শ্লোক ছন্দ না জানিয়ে লিখি যে পয়ার।।
বুদ্ধিহীন জন মুঞি করি টানাটানি।
কি লিখিয়ে ভালমন্দ কিছুই না জানি।।
মূর্খ জানি নিজগুণে মোরে কৃপা কৈলা।
পতিত পাবন নাম তাহাতে ধরিলা।।
পতিত অধম জনে করিলা নিস্তার।
এমন দয়াল নিধি নাহি দেখি আর।।
ধন মোর প্রাণ মোর প্রভু গৌরচন্দ্র।
তাহার দ্বিতীয় দেহ রাম নিত্যানন্দ।।
তাহার দ্বিতীয় দেহ প্রভু বীরচন্দ্র।
জীব হৃদি তমোনাশে জিনি পূর্ণচন্দ্র।।
অভিন্ন গৌরাঙ্গ দেহ ভিন্ন কভু নয়।
তাহাতে না কর দ্বিধা, দ্বিধা নাহি তায়।।
বীরচন্দ্র রূপে প্রভু পুনঃ অবতার।
সত্য সত্য হইলেন শচীর কুমার।।
নিত্যানন্দ বীরচন্দ্র আমার জীবন।
জনমে জনমে যেন পদে রহে মন।।
গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ বীরচন্দ্র বিনে।
স্বকায় বৈকুণ্ঠ পাই না লাগয়ে মনে।।

বৈষ্ণব চরণে মোর এই প্রতি আশ।
জন্মে জন্মে হই যেন নিত্যানন্দ দাস।।
সবে মোরে কৃপা করি পুর মনস্কাম।
জন্মে জন্মে প্রভু মোর হউ বলরাম।।
বলরাম নিত্যানন্দ এই কর দয়া।
কৃপা করি দেহ গৌরচন্দ্র পদ ছায়া।।
বীরচন্দ্র প্রভুর চরণ করি আশ।
বংশ বিস্তার কহেন বৃন্দাবন দাস।।

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তার গ্রন্থে আন্তলীলায়াং
শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণং নাম দশম স্তবকঃ সমাপ্ত।

।। পরিশিষ্ট ।।

শ্রীমৎ অভিরাম গোস্বামী কৃত—

শ্রীগঙ্গাস্তবনম্

শ্রীনিত্যানন্দনন্দিন্যৈ নমঃ।

শ্রীরাধাযুগপদ্ধরিশ্চমুদিতৌ গোলকমধ্যে মিথঃ,
প্রেমাবীষ্ট তয়া পরা বিগলিতৌ তদ্বস্তু গঙ্গাবনৌ।
সা ত্বং সূর্য্যসুতা সুতা হি কৃপয়া জাতাধুনাধিশ্বরী,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরী।। ১।।
মাতস্তেঽবনীমণ্ডলে দশহরা শ্রীজন্মযাত্রাতিথিঃ,
খ্যাতা ত্বং দশজন্ম পাপমনীদানীং পুনঃ সা হি সা।
গূঢ় তত্ত্বমহত্ত্বমাদ্ভুতমিদং উক্তে কবেদ্যং ধ্রুবন,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরী।। ২।।
লীলা তে পরমাদ্ভুতা বলসুতা শ্রীসূতিকামন্দিরে,
স্তন্যং ত্বাং ত্যাজতীং পিতা সমদিশৎ জ্ঞাত্বা প্রভু জাহ্নবীম্।
শ্লিষ্যেনাং তদনঙ্গমঞ্জরী হরিরূপাং হি শিষ্যাং কুরু,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরী।। ৩।।
ইত্থং বৈতদনঙ্গমঞ্জরী মুখাচ্ছুত্বা যুগোপাসনং,
জাতাহ্লাদমনা ভৃশং প্রভু সুতে স্তন্য নিশীয় প্রিয়ম।
সর্ব্বানেব জনান প্রিয়ৌ চ পিতরৌ সুপ্রেম্নি চামজ্জৎ,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরী।। ৪।।
ত্বাং বৈ দেবগণা মুরারিরপি চ শ্রীশঙ্করোঽপীশ্বরঃ,
সেবিত্বা পরমাদরেণ কৃতিনো যেঽন্যে মনুষ্যাপরে।

সংসিদ্ধিং পরিলেভিরে ভাগবতঃ পাদাম্বুমাঃ শুভে,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরী।।৫।।
শ্রীদামা হি সখা প্রভোরনুচরঃ পর্য্যেম্যহং ভূতলঃ,
তত্ত্বস্তু কুতঃ কুতঃ সমজনি জ্ঞাতুং সমস্তং ব্রজে।
জানে দ্বাদশধা প্রমণ্য হসতীঃ পৃথ্বীং স্বকাং চাক্ষতাং,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরী।।৬।।
দেবী ত্বং দ্রবরূপিনী প্রথমতঃ পশ্চান্মহারূপিনী,
সাক্ষান্মথমন্মথা রসনিধিঃ কৃষ্ণস্য বামে স্থিতা।
পাদাঙ্গুষ্ঠ নিবাসিনী ভগবতি-শ্রীরাধিকা শিষ্যিকা,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরী।।৭।।
মাতস্ত্বচ্চরণৌ ভজন্তি পরমা যে কোঽপি বা কেনচিন,
নামাভাসভৃতা তথা কিমু পুনর্বিজ্ঞান মাত্রেন তে।
তেষামিষ্টগতিং দদাসি কৃপয়া কৃপয়া কৃষ্ণ স্বরূপে কিল,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরী।।৮।।
অদ্বৈতাদি গদাধর প্রভৃতিয়ঃ শ্রীবাসরামৌ হরিঃ,
নিত্যানন্দ শচীসুতৌ নরহরির্বক্রেশ্বরো রাঘবঃ।
প্রেমার্থ পরিসেবিতা ভগবতি শ্রীপ্রেমনীরে তব,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরী।।৯।।
ত্বং হি শ্বেত বিশুদ্ধ চম্পকনিভা শ্রীকৃষ্ণকান্তা প্রিয়া,
নিত্যানন্দ গৃহেঽধুনা বিহরসি স্বেচ্ছাময়ী লীলয়া।
পিত্রানন্দ বিধায়িনী হরিময়ী ভাগীরথী জাহ্নবী,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরী।।১০।।
যে চ ত্বাং ভুবি ভাবুকা অনুগতাঃ প্রেম্নো বরামঞ্জরী,
সেবন্তে মনসা সমুজ্জ্বলময়ীরাগানুগামার্গতঃ।
তেভ্যঃ কান্তক সেবনং হরিপদং সংপ্রাপয়ন্ত্যাশ্চ বৈ,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরী।।১১।।
ধৎসে ত্বং বহুধা বাপুংষি জননী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো যথা,
কার্য্যার্থং নিতরাং বিভান্তি কলয়া তান্যেয় লীলাস্তব।
মূলং কিন্তু মনোহরং বপুরিদং যস্মি তয়া দর্শতে,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরী।।১২।।

যদ যৎ তীর্থ মিহাস্তি বিশ্বজননী প্রার্থ্যং পবিত্রং পরং,
সান্নিধ্যাচ্চ হরে স্তবাপি মুনিভিঃ সংকীর্ত্তিতং পূর্বজৈঃ।
কে জানন্তি মহত্বমদ্ভুত মহো জানন্তি জানন্তু বৈ,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরী।। ১৩।।
শ্রীচৈতন্য হরেঃ প্রকাশ সময়ে পদ্মাবতী নন্দনাৎ,
রূপাচ্চৈব বলাৎ স্বয়ং ভগবতো যা জন্মলীলা কৃতা।
কল্লোলাপ্লবনং গৃহস্য নিতাং প্রেমাব্ধি সংমজ্জজনী,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরী।। ১৪।।
দৃষ্টা ত্বং নববালিকা ততো দ্রবময়ী তস্মাৎ বরামঞ্জরী,
শ্রীমন্মমঞ্জরী মধ্যগা নিধুবনে কৃষ্ণস্য বামে স্থিতা।
পাদাঙ্গুষ্ঠ নিবাসী নিজগণান্ সংভোজয়ন্তী হরিম্,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরী।। ১৫।।
দেবিত্বং বৃষ ভানুজা সুখকরী শ্রীমঞ্জরীনাং গণাস্ত্বামারাধ্য,
সুদুর্ল্লভাং ব্রজভুবি শ্রীপ্রেমমূর্ত্তিং কিল।
চৈত্তীং বৃত্তিমবাপুরিঙ্গিতধিয়ঃ শ্রীপ্রাণনাথান্তিকে,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরী।। ১৬।।
শ্রীবৃন্দাবন কেলি-কুঞ্জ মদনে শ্রীরত্ন সিংহাসনে,
রাধানন্দ সুতৌ মুদা বিলাসিতৌ তদ্দাসিকানাং গণৈঃ।
যস্যাস্তে বচসা ন্যসে বয়দথো শ্রীরূপমঞ্জর্য্যসৌ,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরী।। ১৭।।
রূপং তে মধুরং পরাৎপরতরং মূলং হি দৃষ্টং ময়া,
শ্রীমত্যাশ্চরণ প্রসাদ বলতো জ্ঞাতঞ্চ তত্ত্বং কিয়ৎ।
মাতা ত্বং হিতকারিণী কৃপয় মাং দেহি পদং মূর্দ্ধনি,
নোপেক্ষ স্ব দয়া সুধাব্ধি হৃদয়ে ভৃতং নিজং সর্ব্বথা।। ১৮।।
এতচ্ছ্রীপাদ কন্যা গুণগণ মহিমোৎকীর্ত্তনং দীপ্তভাবং,
সাক্ষাদ জ্ঞানমূলং সময়তি সুমহৎ কীর্ত্তিদং তাপহন্তৃ।
সর্ব্বেষাং পাপসংখস্যোপশম জনকং প্রেম সম্বন্ধ কঞ্চ,
ভক্ত্যা যুক্তো পঠেদ্ যঃ স জীয়তি সততং প্রেমমালাং লভেত।। ১৯।।

গোপালোঽহং প্রসিদ্ধা ব্যরচয়মমৃতং রামদাসো হি নাম্না,
স্তোত্রং শাস্ত্রার্থ-সারং কলিমলমথনং দেবি ভৃত্যস্তবাস্মি।
কিন্ত্বত্তস্যাননে যে ভগবতি কৃপয়া বাচিতং স্ফোরিতং যৎ,
তৎ সম্পূর্ণং ভবেত্ত্বৎ পদযুগ কমলে ত্বর্পিতঞ্চাস্তু নিত্যম্।। ২০।।

ইতি শ্রীঅভিরাম গোস্বামী কৃতং শ্রীনিত্যানন্দসুতাগঙ্গাস্তোত্রং
সর্ব্বাপরাধ ভঞ্জনং নাম সমাপ্তম্।

— বঙ্গানুবাদ —

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দীনবন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাসিন্ধু।।
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জীবের জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ।।
জয় জয় শ্রীজাহ্নবা শ্রীবসুধা জয়।
জয় জয় বীরচন্দ্র জীবের আশ্রয়।।
জয় জয় গঙ্গামাতা ভুবন পাবনী।
নিত্যানন্দ কন্যারূপে জন্মিল অবনী।।
ব্রজের শ্রীদাম সখা ঠাকুর অভিরাম।
লীলার সহায় লাগি এল গৌড়ধাম।।
প্রণমিয়া প্রকাশিল যত গৌরগণ।
গঙ্গা-বীরচন্দ্র গুণ জানায় ভুবন।।
প্রভু নিত্যানন্দ কন্যা গঙ্গাঠাকুরাণী।
মহিমা জানাল তাঁর গাহি স্তব বাণী।।
গোলোকেতে বিরাজিত যুগল কিশোর।
দোঁহারে হেরিয়া দোঁহে ভাবেতে বিভোর।।
সহসা বিরহ স্ফুর্ত্তি দোঁহার হইল।
নয়ন সলিলে শ্বেত জল নিকষিল।।
তাহাতে জন্মিল গঙ্গা ভুবন পাবনী।
তেঁহো সূর্য্য সুতার সুতা বিদিত অবনী।। ১।।
ওহে গঙ্গাদেবী, দশহরায় আবির্ভাব।
সেই শুভ তিথির হয় অদ্ভুত প্রভাব।।

এই শুভ তিথিতে তোমার করিলে অর্চ্চন।
দশ জন্মার্জ্জিত পাপ প্রশমিত হন।।
ভক্তজন জানে মাত্র তোমার মহিমা।
সর্ব্বগতি দাত্রি তুমি করুণার সীমা।। ২।।
আবির্ভূতা হয়া তুমি সূতিকা মন্দিরে।
স্তন না করিলে পান, মাতা উদ্বিগ্ন অন্তরে।।
অন্তরে জানিয়া কহে প্রভু নিত্যানন্দ।
জাহ্নবা অর্পহ মন্ত্র যাউক সব দ্বন্দ্ব।।
তবেত জাহ্নবা দেবী যুগল মন্ত্র দিল।
মন্ত্র পায়া গঙ্গাদেবী স্তন পান কৈল।।
তবে মাতা পিতাদিক সবে সুখ মন।
গঙ্গার মহিমা হৈল বিদিত ভুবন।। ৩-৪।।
শঙ্করের শিরভূষা সেব্য দেবগণ।
কৃষ্ণের আদর পাত্রী ভুবন পাবন।।
পরম আদরে তোমায় মনুষ্যের গণ।
সেবিয়া লভয়ে সিদ্ধি কৃতার্থ জীবন।। ৫।।
ব্রজের শ্রীদাম আমি কৃষ্ণ অনুচর।
গণসহ প্রভুর লাগি ভ্রমি চরাচর।।
দ্বাদশ প্রণামে তোমার শকতি জানিল।
অক্ষত দেহ, হাস্যনয়ান তোমায় হেরিল।।
তবেত জানিল তোমা নিজ প্রভুশক্তি।
তোমার শরণে জীবের উপজে ভকতি।। ৬।।

জলরূপী রূপে তোমা করেছি দর্শন।
মহারূপময়ী হেরি গোবিন্দ সদন।।
শ্রীরাধার শিষ্যারূপে পদাঙ্গুষ্ঠবাসিনী।
রাধাকৃষ্ণ সেবা পরাভক্তি স্বরূপিনী।।৭।।
নামাভাষে কর জীবে অভীষ্ট প্রদান।
শ্রদ্ধায় ভজয়ে যেবা কি গতি তাহান।।
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গৌরাঙ্গসুন্দর।
রাম-হরি শ্রীবাস নরহরি-বক্রেশ্বর।।
শ্রীরাঘবাদি যত হয় গৌরাঙ্গের গণ।
তব নীর সেবয়ে সদা প্রেমের কারণ।।
কৃষ্ণকান্তা প্রিয়া শ্বেত চম্পক বরণা।
ভাগীরথী জাহ্নবী তুমি জন্মিলে অধুনা।।
স্বেচ্ছাবশে নিত্যানন্দ গৃহে আবির্ভাব।
পিতামাতায় সুখ দিয়া দেখালে প্রভাব।।
প্রেম-বরামঞ্জরী তুমি তুমি ভুবন পাবনী।
তব অনুগতা জনের মহিমা কি জানি।।
রাগানুগা মার্গে ভজে তোমার শরণে।
কৃষ্ণপাশে কান্তারূপে করাও সেবনে।।১১।।
সর্ব্ব অবতার মূল কৃষ্ণ সদা বৃন্দাবনে।
ধর্ম্ম সংস্থাপনে অংশ করয়ে ধারণে।।
সেরূপ তুমিত জীবের পাবন কারণ।
জলময়ী মূর্ত্তি আদি করহ ধারণ।।
আজিত যে মূর্ত্তি মোরে করালে দর্শন।
সকলের মূল ইহা জানিল কারণ।।১২।।
ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজিত যত মহাতীর্থগণ।
শ্রীহরি সান্নিধ্যে তোমা হইল এমন।।
পূর্ব্বে মহর্ষিগণ কহে এই কথা।
অপূর্ব মহিমা তব কে জানে সে গাথা।।১৩।।
গৌর অবতারে বলরাম আগমন।
নিত্যানন্দ নামে পদ্মাবতীর নন্দন।।

নিত্যানন্দ ঘরে তুমি যবে জনমিলে।
প্রেমসমুদ্রে সবায় মার্জ্জিত করিলে।।১৪।।
প্রথমে নববালিকা রূপ করিনু দর্শন।
দ্রবময়ী মূর্ত্তি পাছে পাইনু দর্শন।।
বরাপ্রেমমঞ্জরী রূপে মঞ্জরীর মাঝে।
মাধবের বামে হেরি নিধুবন মাঝে।।
পাছে হেরি মাধবেরে পদাঙ্গুষ্ঠ বাসিনী।
নিজগুণে কর সবা হরি সোহাগিনী।।১৫।।
রাধার সুখদায়িনী তুমি তার পরিজন।
প্রেমমূর্ত্তিমতীরূপে সেবে মঞ্জরীর গণ।।
তোমা সেবি লভে প্রাণনাথের সেবন।
ইঙ্গিতে মাধবের কর সন্তোষ সাধন।।১৬।।
বৃন্দাবনে কেলিকুঞ্জে রত্ন সিংহাসনে।
বিহরয়ে শ্রীরাধামাধব সুখ মনে।।
দাসীগণ পরিবৃতা শ্রীরূপমঞ্জরী।
রাধামাধবে সেবে তোমা আজ্ঞা অনুসারী।।১৭।।
সর্ব্ব মাধুর্য্যের নিলয় তোমার স্বরূপ।
রাধার প্রসাদে আজি হেরি যে সেরূপ।।
তোমার তত্ত্ব মুই কিছু জানিনু এখন।
হিতকারিণী জননী কৃপা কর প্রদর্শন।।
কৃপা করি শ্রীচরণ শিরে কর দান।
উপেক্ষা নাহিক কর কর ভৃত্য জ্ঞান।।১৮।।
নিত্যানন্দ সুতা গঙ্গার যেবা গুণ গায়।
ভাবমাধুর্য্যে দীপ্ত হয় তাহার হৃদয়।।
অজ্ঞান অবিদ্যানাশ মহতীকীর্ত্তি দান।
পাপ নাশি শ্রীমাধবে সম্পর্ক বিধান।।
ভক্তিভাবে এই স্তব যে করে পঠন।
সর্ব্বত্র বিজয়ী লভে শুদ্ধ ভক্তিধন।।১৯।।
অভিরাম দাস আমি ব্রজের গোপাল।
এ স্তব রচিনু আমি ভৃত্য সর্ব্বকাল।।
শাস্ত্র সার কলিমলমথন স্তবামৃত।
অজ্ঞ আমি তব কৃপায় হইল স্ফুরিত।।

সম্পূর্ণ হউক তব চরণ প্রসাদে।
কুসুমাঞ্জলি রূপে অর্পিত শ্রীপদে।।২০।।
ব্রজের শ্রীদাম সখা অভিরাম নামে।
এ স্তব রচিয়া কৈল ভুবন পাবনে।।
নিত্যানন্দ সুতা গঙ্গার মহিমা গাহিল।
পরম অমৃত বস্তু কিঞ্চিৎ আস্বাদিল।।
অভিরাম পাদপদ্মে করিয়া স্মরণ।
কিশোরী করিল তার উচ্ছিষ্ট চর্বণ।।

।।শ্রীগঙ্গাদেবীর জন্মলীলা।।

এ তিন ভুবন মাঝে, শ্রীগৌর মণ্ডল সাজে,
তার মাঝে খড়দহ গ্রাম।
কিবা সে গ্রামের শোভা, মুনিজন মনোলোভা,
গোলোক সমান সেই ধাম।।
তথা বৈসে নিত্যানন্দ, পরম আনন্দ কন্দ,
যাহার তুলনা নাহি আন।
মহাপ্রভু আজ্ঞা মতে, উদ্ধারণ দত্ত সাথে,
অম্বিকা নগরে প্রভু যান।।
দেখিয়া সে রূপছটা, মনেতে লাগিল ঘটা,
মনেতে প্রণমে প্রভু স্থান।
প্রভু দেখি কত আৰ্ত্তি, মনের নাহি নিবৃত্তি,
অনিমিখে মুখপানে চান।।
শ্রীগৌরাঙ্গ আজ্ঞামতে, পণ্ডিত গোসাঞি সাথে,
মনে মনে ভাবিতে লাগিল।
লোকবাহ্য করি ভয়, সূর্য্যদাস নাহি কয়,
বিবেচনা করিতে লাগিল।।
দেখিয়া সে ভিন্ন ভাব, উদ্ধারণ মহাভাব,
ক্ষণকাল রহিতে নারিল।
প্রভুপাদে করি সঙ্গে, বটবৃক্ষ তলে রঙ্গে,
গঙ্গাতীরে বসিয়া রহিল।।
হেথা শ্রীজাহ্নবা মাতা, প্রভুর গমন কথা,
শুনিয়া সে মুরছিত ভেল।
প্রভু অদর্শন বিষে, শ্রীজাহ্নবা মর্ম্মপশে,
হাহাকার পণ্ডিতের কুল।।

সূর্য্যদাস ধেয়ে যেয়ে, গৌরীদাস স্থানে যেয়ে,
ইতিবৃত্ত কহেন সকল।
শুনিয়া সকল কথা, কহে কোথা কোথা কথা,
দুই ভাই যাবটে চলিল।।
যাবটে গঙ্গার ঘাটে, বট বৃক্ষের নিকটে,
অপরূপ দোঁহে নিরখিল।
দোঁহে করি পরনাম, কন্যারত্ন দেহ দান,
করযোড়ে কহিতে লাগিল।।
অবধূত নাহি জাতি, কিবা জানি ছন্ন মতি,
কথা কিছু বুঝা নাহি যায়।
দেখিয়া আকুতি অতি, কি দিবে কহ সুমতি,
গৌরীদাস কন্যা দিব ভায়।।
গঙ্গাতীরে পাই কথা, হরিষে চলিলা তথা,
প্রভু চলে দুই ভাই সনে।
ঘরে গেল নিত্যানন্দ, দূরে গেল নিরানন্দ,
প্রভু যায় কন্যা পরশনে।।
পরশি রসের অঙ্গ, বিষজ্বর হৈল ভঙ্গ,
দূরে গেল বিপদ সকল।
প্রাতঃকালে দুই ভাই, লোকাচার অনু যাই,
যাহা কিছু করিল সকল।।
শুভদিনে শুভক্ষণে, বসুধা জাহ্নবা সনে,
নিত্যানন্দ প্রভুর মিলন।
নানা যৌতুক লইয়া, খড়দহ গ্রামে যাইয়া,
ঘটা সে করিল উদ্ধারণ।।
গ্রামবাসী সর্বজনে, যুগলরূপ দরশনে,
যৌতুক হাতে ধেয়ে আইল।
কেহ বস্ত্র অলঙ্কার, দ্রব্য দেয় ভার ভার,
বসুধা জাহ্নবা হর্ষ হৈল।।
গ্রামবাসী যতজনে, বহুল অন্ন ব্যঞ্জনে,
তুষিলেন নিত্যানন্দ রায়।

এরূপে কতদিনে, বসুধা জাহ্নবা সনে,
নিত্যানন্দ প্রভুর বিজয়।।
তবে কত দিন পরে, বসুধার অঙ্কো পরে,
গর্ভ সুলক্ষণ প্রকাশয়।
কাল পূর্ণ হলে পরে, বসুধার অঙ্কো পরে,
প্রভুর সন্তান শোভা পায়।।
গ্রামবাসী পুরবাসী, সবেগে আনন্দে ভাসি,
ধাওয়া ধাই দেখিবারে যায়।
প্রভু ভৃত্য অভিরাম, শুনিয়া সে পূর্ণ কাম,
প্রভু সন্তান প্রণমিতে যায়।।
প্রণমিতে মৃত হয়, এই রূপ ছয় যায়,
বিষাদিত নিত্যানন্দ রায়।
দেখিতে দেখিতে ক্রমে, শুভদিনে শুভক্ষণে,
তারাগণ হইল উদয়।।
হস্তা আদি শুভ তারা, শুভদিন দশহরা,
ভগীরথ যোগ প্রকাশিল।
সেই শুভ যোগ পাঞা, সুরধনী গঙ্গা যাঞা,
খড়দহে প্রকাশ হইল।।
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে, ঘন্টা আদি জয় গাজে,
মৃদঙ্গ সানাই সে বাজিল।
সেই ঘটা রোল মাঝে, শঙ্খ হুলাহুলী বাজে,
দেবগণ পুষ্প বরষিল।।
এ কথা শুনিয়া তবে, অভিরাম মহাভাবে,
সূতিকা গৃহ মুখে ধাইল।
দেখিয়া সে প্রভু সুতা, মৃদুমন্দ হাস্য যুতা,
প্রণমিয়া স্তব পাঠ কৈল।।
শ্রীপ্রেমমঞ্জরী দেবী, তব পদে এ নিবেদি,
তব পদে রহে যেন মন।
এইরূপে কতদিনে, মাধব আচার্য্য সনে,
প্রভু সুতা কৈল সমর্পণ।।

শুভদিনে শুভক্ষণে, জামাতা কন্যার সনে,
বসুধা জাহ্নবা মাতা আইল।
হয়ে স্নেহ বশীভূতে, নিজ সেবা গোপীনাথ,
কন্যাস্থনে সমর্পণ কৈল।।
সুখ সাগর গ্রামে স্থিতি, সেবা করে নিতি নিতি,
সুখের নাহি পারাবার।
গঙ্গার হইল তিন পুত্র, নয়ন প্রেম গোপাল সূত্র,
এইরূপে করিলা নির্দ্ধার।।
নয়নানন্দ কৌতুকী, গোরা প্রেমে অনুরাগী,
আকুমার বৈরাগ্য যাহার।
প্রেমানন্দ মতিমান, রাঢ়ে ভ্রমে নানা স্থান,
শ্রীরাধা মাধব সেবা যাঁর।।
বংশধর বর্তমান, রাঢ়ে স্থিতি নানা স্থান,
কাটোয়া কালিকাপুরে গাদি।
শ্রীরাধা মাধব রত, সেবা করে নানা মত,
তুলনার নাহিক অবাধ।।
গোপাল বল্লভ স্থানে, জগদীশ কন্যাদানে,
বৈবাহিক সূত্রেতে গ্রথিল।
গোপালের পুত্র চারি, রামকানাই জ্যেষ্ঠ তারি,
নামে যাঁর গঙ্গা পার কৈল।।
দামোদর গোপীনাথ, কণ্ঠেতে করিয়া সাথ,
তেঁতুল তলায় বাস কৈল।
কাপ বৃক্ষ বর্তমান, প্রভুপাশ বিদ্যমান,
জীরাট গ্রামে স্থিতি কৈল।।
সেই হতে এ পর্য্যন্ত, সেবা চলে গুণবন্ত,
ত্রিভুবন ময় যাঁর খ্যাতি।
সেই পাবার আশে, দাঁড়াইয়া এক পাশে,
দ্বিজ গোবর্দ্ধন করে স্তুতি।।

— সমাপ্ত —

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্ হইতে
শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্ত্তৃক সম্পাদিত
গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন — ৭৪৩১৩৪
ফোনঃ (০৩৩) ২৫৮৫-০৭৭৫, মোবাইলঃ ০৯৬৮১৭০৪৮০১, ৯১৪৩১২৮৯৭৭

১। শ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য (শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর জীবনীসহ) — ২৫ টাকা। ২। জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত (শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জীবনী) — ৪০ টাকা। ৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয় (১০৮ জন লেখক পরিচিতি) — ১০ টাকা। ৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটন — ১২৫ টাকা। ৫। শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী (পঞ্চ শতাধিক গৌরাঙ্গ পরিকর জীবনী - দশ খণ্ড একত্রে) — ৪০০ টাকা। ৬। শ্রীরাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গণোদ্দেশাবলী (শ্রীরাধাগোবিন্দের পার্ষদ পরিচয় ও গৌরাঙ্গের পার্ষদবর্গের পূর্বাবতার বিষয়ক গ্রন্থাবলী) — ৩৫ টাকা। ৭। গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম্ম ও চৈতন্য কারিকায় রূপ কবিরাজ (শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ ও শ্রীরূপ কবিরাজের ভাবাদর্শ) — ২৫ টাকা। ৮। নিত্যানন্দ চরিতামৃত — ৬০ টাকা। ৯। নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার — ৫০ টাকা। ১০। সংকল্প কল্পদ্রুমের পদ্যানুবাদ — ৩০ টাকা। ১১। ব্রজমণ্ডল পরিচয় — ২০ টাকা। ১২। অভিরাম লীলামৃত — ৩০ টাকা। ১৩। সখ্যভাবের অষ্টকালীন লীলা স্মরণ — ১০ টাকা। ১৪। সাধক স্মরণ (অষ্টক, প্রণাম ভোগারতি, সন্ধ্যারতি প্রভৃতি) — ২০ টাকা। ১৫। গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র পরিচয় — ৮০ টাকা। ১৬। নিত্যভজন পদ্ধতি (বৈষ্ণবীয় পূজা পদ্ধতি, অষ্টক, প্রণাম, ভোগারতি, সন্ধ্যারতি ও অধিবাসাদি কীর্ত্তন) — ৮০ টাকা। ১৭। পানিহাটীর দণ্ডোৎসব — ১৫ টাকা। ১৮। বিশুদ্ধ মন্ত্র স্মরণ পদ্ধতি — ২০ টাকা। ১৯। ধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্যামচন্দ্রোদয় (ধনঞ্জয় গোপাল ও পানুয়া গোপালের মহিমা) — ২৫ টাকা। ২০। অষ্টকালীন লীলা স্মরণ — ১০ টাকা। ২১। গৌরাঙ্গ লীলা মাধুরী (গৌরাঙ্গ তত্ত্ববিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ) — ২০ টাকা। ২২। বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট অগ্রদ্বীপ — ১০ টাকা। ২৩। গৌরাঙ্গ অবতার রহস্য (শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গরূপ ধারণের বৈচিত্রময় রহস্যাদি) — ২০ টাকা। ২৪। শ্যামানন্দ প্রকাশ — ৩৫ টাকা। ২৫। সপার্ষদ গৌরাঙ্গ লীলারহস্য — ৮০ টাকা। ২৬। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা — ২০ টাকা। ২৭। অভিরাম বিষয়ক প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয় (অভিরাম পটল ও অভিরাম বন্দনা — ২০ টাকা

২৮। জগদীশ চরিত্র বিজয় (জগদীশ পণ্ডিতের জীবন কাহিনী) — ২৫ টাকা। ২৯। মহাতীর্থ চৈতন্যডোবা (ইংরাজী) — ৭ টাকা। ৩০। বৈষ্ণব ইতিহাস সারসংগ্রহ — ৭০ টাকা। ৩১। মনঃশিক্ষা — ২০ টাকা। ৩২। বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া (কীর্ত্তনীয়াগণের পরিচয়, ১ম খণ্ড — ৪০ টাকা, ২য় খণ্ড — ৩০ টাকা, ৩য় খণ্ড — ৩০ টাকা। ৩৩। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের সূচক কীর্ত্তন — ৩০ টাকা। ৩৪। রসিক মণ্ডল (প্রভু রসিকানন্দের জীবনী) — ৫০ টাকা। ৩৫। চৈতন্য শতক (সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যকৃত) — ১০ টাকা। ৩৬। অদ্বৈত প্রকাশ (অদ্বৈত প্রভুর জীবন কাহিনী) — ৬০ টাকা। ৩৭। বৈষ্ণবতীর্থ গ্রাম কাঁচরাপাড়া — ৫ টাকা। ৩৮। বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট শ্রীখণ্ড — ২৫ টাকা। ৩৯। চৈতন্য ভাগবত ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচনাবলী — ২৫০ টাকা। ৪০। চৈতন্য চন্দ্রামৃত (প্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত) — ২০ টাকা। ৪১। অদ্বৈত আচার্য্য বিষয়ক রচনাবলী (অদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা, অদ্বৈত স্বরূপামৃত, অদ্বৈত মঙ্গল, অদ্বৈত বিলাস প্রভৃতি) — ১০০ টাকা। ৪২। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্ট লীলা — ৩৫ টাকা। ৪৩। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (ব্যাখ্যাসহ) — ৩০০ টাকা। ৪৪। নেড়ানেড়ি সৃষ্টিরহস্য — ১৫ টাকা। ৪৫। অষ্টকালীন লীলা স্মরণের ক্রমবিন্যাস (অষ্টকালীন লীলার সময় নির্দ্ধারণ) — ১০ টাকা। ৪৬। বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট ঝামটপুর — ২০ টাকা। ৪৭। শ্রীভক্তি রত্নাকর — ৩০০ টাকা। ৪৮। সপ্তগ্রামের গৌরাঙ্গ পার্ষদ — ১৫ টাকা। ৪৯। একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য — ২৫ টাকা। ৫০। শ্রীপাট কুলিয়া পাট মাহাত্ম্য — ২০ টাকা। ৫১। গৌরাঙ্গ পার্ষদ ঝড়ু ঠাকুরের জীবন কাহিনী — ১০ টাকা। ৫২। পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ (জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসসহ একশত পঁচাত্তর জন বৈষ্ণব পদাবলী লেখকের সবিস্তার জীবন কাহিনী) — ৩০ টাকা। ৫৩। শ্রীবংশীবদনের পদাবলী ও বংশী শিক্ষা — ৩০ টাকা। ৫৪। চৈতন্য মঙ্গল (শ্রীলোচনদাস বিরচিত) — ১৫০ টাকা। ৫৫। শ্রীরূপ - সনাতনের রামকেলি লীলা — ২০ টাকা। ৫৬। প্রভু অদ্বৈতের শান্তিপুর লীলা ও রাসোৎসব — ১০ টাকা। ৫৭। জয়দেব ও গীতগোবিন্দ — ২০ টাকা। ৫৮। তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নাম জপ ও কীর্ত্তন বিধান — ২০ টাকা। ৫৯। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রোদয়াবলী (শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের প্রেমদাস কৃত বঙ্গানুবাদ) — ৬০ টাকা। ৬০। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথলীলা — ২৫ টাকা। ৬১। শ্রীক্ষেত্রে গৌরাঙ্গলীলা — ২৫ টাকা। ৬২। শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা (ব্যাখ্যাসহ) — ৩০ টাকা। ৬৩। নরোত্তম বিলাস — ৬০ টাকা। ৬৪। শ্রীনিবাস আচার্য্য বিষয়ক রচনাবলী (শ্রীনিবাস আচার্য্য গুণলেশ সূচক, কর্ণানন্দ, অনুরাগবল্লী প্রভৃতি) —

১০০ টাকা। ৬৫। অদ্বৈত আচার্য্য পত্নী সীতাদেবী বিষয়ক রচনাবলী (শ্রীসীতা চরিত্র ও সীতা গুণকদম্ব) — ৫০ টাকা। ৬৬। ছোট হরিদাসের শ্রীপাট টগরা — ২০ টাকা। ৬৭। শ্রীনিবাস নরোত্তমের ব্রজমণ্ডল ও নবদ্বীপ দর্শন — ২০ টাকা। ৬৮। গুরুতত্ত্ব (শ্রীকিশোরীদাস বাবাজীর জীবন চরিত) — ১০০ টাকা। ৬৯। শ্রীপ্রেম বিলাস — ৪০০ টাকা। ৭০। শ্রীগুরুদেবই প্রেমকল্পতরু — ২৫ টাকা। ৭১। চৈতন্যডোবার পঞ্চশত বর্ষপূর্তি স্মরণিকা — ১০০ টাকা।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচারমূলক পত্রিকাটিতে ষাম্মাসিকভাবে আজ একচল্লিশ বৎসর যাবৎ প্রভূত অপ্রকাশিত বৈষ্ণবশাস্ত্র ও গবেষণামূলক তথ্যাদি পরিবেশিত হইয়া আসিতেছে। আপনি বার্ষিক চাঁদা বাবদ ত্রিশ টাকা (৩০ টাকা) বা আজীবন সদস্য বাবদ এককালীন তিনশত টাকা (৩০০ টাকা) পাঠাইয়া গ্রাহক হউন। প্রাচীন বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচারের সহা য়ক হউন।

— যোগাযোগ —

শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী

শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন — ৭৪৩১৩৪

ফোন ঃ (০৩৩) ২৫৮৫-০৭৭৫, মোবাইল ঃ ৯৬৮১৭০৪৮০১, ৯১৪৩১২৮৯৭৭

শ্রীগৌরগোবিন্দের লীলারস আস্বাদনে
বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থ পড়ুন

জীবনীসহ অদ্যাবধি প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। নরহরি সরকারের পদাবলী (শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ) — ৬০ টাকা। ২। নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী (শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ) — ৬০ টাকা। ৩। নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী (শ্রীকৃষ্ণলীলা ৪৫৯টি পদ) — ৪০ টাকা। ৪। ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী (শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা ২৬৫টি পদ) — ৩০ টাকা। ৫। মুরারী গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ; বাসুদেব ঘোষের পদাবলী — ২৫ টাকা। ৬। বলরাম দাসের পদাবলী (১৮৫টি পদ) — ৫০ টাকা। ৭। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী (১১ জন পদকর্ত্তার পদাবলী) — ২০ টাকা। ৮। লোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী (১৬৮টি পদ) — ২৫ টাকা। ৯। গোবিন্দদাসের পদাবলী — ১২০ টাকা। ১০। সপার্ষদ নরোত্তমের পদাবলী — ২০ টাকা। ১১। জ্ঞানদাসের পদাবলী — ৮০ টাকা। ১২। সপার্ষদ শ্রীনিবাস আচার্য্যের পদাবলী (রাধামোহন ঠাকুর, বৈষ্ণব দাস) — ১০০ টাকা। ১৩। নিতাই-অদ্বৈত পদ মাধুরী (প্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত মহিমামূলক প্রাচীন পদাবলী) — ২০ টাকা। ১৪। বংশীবদনের পদাবলী — ২০ টাকা।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ

এই ষাণ্মাসিক পত্রিকায় প্রাচীন পদাবলী ধারাবাহিকভাবে একুশ বৎসর যাবৎ প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক চাঁদা বাবদ ত্রিশ টাকা (৩০ টাকা) বা আজীবন সদস্য বাবদ এককালীন তিনশত টাকা (৩০০ টাকা) পাঠাইয়া গ্রাহক হউন।

শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের গুরুধাম
জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
দর্শনে আসুন

মহাতীর্থ শ্রীচৈতন্যডোবা ও কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গন

পথ-নির্দেশ ঃ—

শিয়ালদহ-রানাঘাট রেলপথে নৈহাটী / হালিসহর / কাঁচরাপাড়া স্টেশনে নামিয়া ৮৫নং বাসে / অটোতে / টোটোতে "শ্রীচৈতন্যডোবা" বাস স্টপেজে নামলেই শ্রীমন্দির।